শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ইন্দিরা গান্ধী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

জেনারেল স্যাম মানেকশ
ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান

এডওয়ার্ড কেনেডি
আমেরিকান সিনেটর

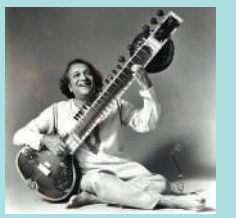

পন্ডিত রবিশঙ্কর
ভারতীয় সেতারবাদক ও সঙ্গীতশিল্পী

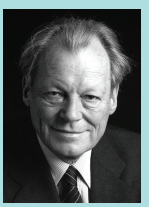

উইলি ব্রান্ট
চ্যান্সেলর
জার্মান ফেডারেল রিপাবলিক

আলেক্স কোসিজিন
রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী

মার্শাল টিটো
যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট

আঁদ্রে মালরো
ফরাসি লেখক ও রাজনীতিবিদ

জে.এফ.আর. জ্যাকব
ভারতীয় সেনাবাহিনীর
লেফটেন্যান্ট জেনারেল

সিডনি শনবার্গ
আমেরিকান সাংবাদিক

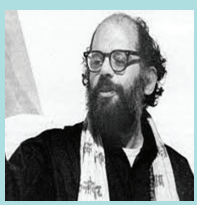

এলেন গিন্সবার্গ
আমেরিকান কবি

সায়মন ড্রিং
ব্রিটিশ সাংবাদিক

উইলিয়াম এ এস অর্ডারল্যান্ড
অস্ট্রেলিয়ান, বীর প্রতীক খেতাব প্রাপ্ত
মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষক

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী কয়েকজন বিদেশি বন্ধু

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২২ অনুযায়ী প্রণীত
এবং ২০২৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে সপ্তম শ্রেণির জন্য নির্ধারিত শিক্ষক সহায়িকা

শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

সপ্তম শ্রেণি

(পরীক্ষামূলক সংস্করণ)

রচনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম
প্রফেসর ড. স্বপন চন্দ্র মজুমদার
ড. দেবাশীষ কুমার কুন্ডু
ড. সুমেরা আহসান
মুহাম্মদ রকিবুল হাসান খান
জেরিন আক্তার
ড. মীর আবু সালেহ শামসুদ্দীন
মো. হাবিবুল্লাহ
সিদ্দিক বেলাল
উমা ভট্টাচার্য
মুহম্মদ নিজাম
বহ্নি বেপারি
সানজিদা আরা

সম্পাদনা

আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. আকসাদুল আলম

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

৬৯-৭০ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা ১০০০
কর্তৃক প্রকাশিত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ: ডিসেম্বর ২০২২
পুনর্মুদ্রণ : ডিসেম্বর ২০২৩

শিল্প নির্দেশনা
মঞ্জুর আহমদ

প্রচ্ছদ
রাসেল রানা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে:

প্রসঙ্গকথা

পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে জীবন ও জীবিকা। প্রযুক্তির উৎকর্ষের কারণে পরিবর্তনের গতিও হয়েছে অনেক দ্রুত। দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বের সঙ্গে আমাদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। কারণ প্রযুক্তির উন্নয়ন ইতিহাসের যেকোনো সময়ের চেয়ে এগিয়ে চলেছে অভাবনীয় গতিতে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লব পর্যায়ে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশ আমাদের কর্মসংস্থান এবং জীবনযাপন প্রণালিতে যে পরিবর্তন নিয়ে আসছে তার মধ্য দিয়ে মানুষে মানুষে সম্পর্ক আরও নিবিড় হবে। অদূর ভবিষ্যতে অনেক নতুন কাজের সুযোগ তৈরি হবে যা এখনও আমরা জানি না। অনাগত সেই ভবিষ্যতের সাথে আমরা যেন নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারি তার জন্য এখনই প্রস্তুতি গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটলেও জলবায়ু পরিবর্তন, বায়ুদূষণ, অভিবাসন এবং জাতিগত সহিংসতার মতো সমস্যা আজ অনেক বেশি প্রকট। দেখা দিচ্ছে কোভিড ১৯ এর মতো মহামারি যা সারা বিশ্বের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং অর্থনীতিকে থমকে দিয়েছে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় সংযোজিত হয়েছে ভিন্ন ভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং সম্ভাবনা।

এসব চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনার দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে তার টেকসই ও কার্যকর সমাধান এবং আমাদের জনমিতিক সুফলকে সম্পদে রূপান্তর করতে হবে। আর এজন্য প্রয়োজন জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন দূরদর্শী, সংবেদনশীল, অভিযোজন-সক্ষম, মানবিক, বৈশ্বিক এবং দেশপ্রেমিক নাগরিক। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পদার্পণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। শিক্ষা হচ্ছে এই লক্ষ্য অর্জনের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার। এজন্য শিক্ষার আধুনিকায়ন ছাড়া উপায় নেই। আর এই আধুনিকায়নের উদ্দেশ্যে একটি কার্যকর যুগোপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের একটি নিয়মিত, কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হলো শিক্ষাক্রম উন্নয়ন ও পরিমার্জন। সর্বশেষ শিক্ষাক্রম পরিমার্জন করা হয় ২০১২ সালে। ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে গিয়েছে। প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে শিক্ষাক্রম পরিমার্জন ও উন্নয়নের। এই উদ্দেশ্যে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি বিশ্লেষণ এবং শিখন চাহিদা নিরূপণের জন্য ২০১৭ থেকে ২০১৯ সালব্যাপী এনসিটিবির আওতায় বিভিন্ন গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলন পরিচালিত হয়। এসব গবেষণা ও কারিগরি অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে নতুন বিশ্ব পরিস্থিতিতে টিকে থাকার মতো যোগ্য প্রজন্ম গড়ে তুলতে প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণির অবিচ্ছিন্ন যোগ্যতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন করা হয়েছে।

যোগ্যতাভিত্তিক এ শিক্ষাক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন যথোপযুক্ত শিখন সামগ্রী। এ শিখন সামগ্রীর মধ্যে শিক্ষক সহায়িকার ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। যেখানে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় অন্যান্য শিখন সামগ্রী ব্যবহার করে কীভাবে শ্রেণি কার্যক্রমকে যৌক্তিকভাবে আরও বেশি আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক করা যায় তার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। শ্রেণি কার্যক্রমকে শুধু শ্রেণিকক্ষের ভেতরে সীমাবদ্ধ না রেখে শ্রেণির বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সুযোগ রাখা হয়েছে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের। সকল ধারার (সাধারণ ও কারিগরি) শিক্ষকবৃন্দ এ শিক্ষক সহায়িকা অনুসরণ করে সপ্তম শ্রেণির শিখন কার্যক্রম পরিচালনা করবেন। আশা করা যায়, প্রণীত এ শিক্ষক সহায়িকা আনন্দময় এবং শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়নে ধর্ম, বর্ণ, সুবিধাবঞ্চিত ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীর বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। বানানের ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির বানানরীতি অনুসরণ করা হয়েছে। শিক্ষক সহায়িকা প্রণয়ন, সম্পাদনা, চিত্রাঙ্কন ও প্রকাশনার কাজে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন তাঁদের সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

পরীক্ষামূলক এই সংস্করণের কোনো ভুল বা অসংগতি কারো চোখে পড়লে এবং এর মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কোনো পরামর্শ থাকলে তা জানানোর জন্য সকলের প্রতি বিনীত অনুরোধ রইল।

প্রফেসর মোঃ ফরহাদুল ইসলাম
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সাধারণ নির্দেশনা

পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা বিষয়ক: পাঠ্যপুস্তকের অভিজ্ঞতা ও এর সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী কাজগুলো শিক্ষক সহায়িকায় উল্লেখ না থাকলেও শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতা পাঠে এবং অনুশীলন কাজের নির্দেশনা দিন ও সহায়তা প্রদান করুন।

দলীয় কাজ পরিচালনায়: দলীয় কাজের জন্য ৫-৬ জন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠন করার নির্দেশনা দিন। দল গঠনের সময় খেয়াল রাখবেন যেনো প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতায় ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষার্থী নিয়ে দল গঠিত হয়। একটি দলই যেনো বার বার গঠন না করা হয়। প্রতি দলে বিভিন্ন কাজে দক্ষ ও পারদর্শী শিক্ষার্থীর সমন্বয় যেনো থাকে তা খেয়াল রাখুন। লক্ষ্য রাখুন একই শিক্ষার্থী/শিক্ষার্থীগণ যেনো দলগত কাজ বার বার উপস্থাপনা না করে। ক্লাসের বিভিন্ন দলীয় কাজের উপস্থাপনায় সব শিক্ষার্থী সামন সুযোগ নিশ্চিত করুন। প্রতিটি দলের উপস্থাপনা শেষে শিক্ষার্থীদের উপস্থাপনের সাথে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি প্রশ্ন করে মতামত জানুন। এতে করে শিক্ষার্থীরা মনোযোগ সহকারে অন্য দলের উপস্থাপনা শুনবে।

একক কাজ পরিচালনায়: একক কাজটি শিক্ষার্থীদের নিজে করার স্বাধীনতা দিন। লক্ষ্য রাখুন কাজটি করতে শিক্ষার্থীর কোনো ধরণের সহায়তা প্রয়োজন কীনা। প্রয়োজনে শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞেস করুন কাজটি কতটুকু সম্পন্ন হয়েছে? শিক্ষার্থীর কোনো সহযোগিতার প্রয়োজন আছে কী না।

অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনায়: অনুসন্ধানী কাজ পরিচালনার আগে প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি চেয়ে নিন। শিক্ষার্থীদের তথ্যদাতার কাছ থেকে অনুমতি নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিন।

ফিল্ড ট্রিপ বা মাঠ পরিদর্শনে: সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মাঠ পরিদর্শনের কাজটি পরিচালনা করুন। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগ দিন। শিক্ষার্থী সংখ্যার ওপর এবং মাঠের বাস্তবিক অবস্থা পর্যালোচনা করে কীভাবে নির্দিষ্ট সময়ে যথাযথভাবে মাঠ পরিদর্শনের কাজটি পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে পরিকল্পনা করুন। নির্ধারিত দিনের কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে এই বিষয়ে পরিকল্পনার কাজটি সমাপ্ত করুন। প্রয়োজনে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিন।

বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়: বিদ্যালয়ে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশু সহ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ ও গোত্রের শিক্ষার্থী থাকতে পারে। সবার প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও সহনশীলতার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদর্শন করুন। এছাড়া বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের প্রতি মনোযোগী হোন এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করুন।

সূচিপত্র

শিখন অভিজ্ঞতার নাম	যোগ্যতা	পৃষ্ঠা
যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় কীভাবে?	৭.১	১-১৫
মানুষে মানুষে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা	৭.২	১৬-২৫
অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উপায় বাংলা অঞ্চল ও স্বাধীন বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে	৭.৩ ৭.৬	২৬-৩০
হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি বন্ধুরা	৭.৪	৩১-৩৮
সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ও রীতিনীতি	৭.৫	৩৯-৫৩
প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ও ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা	৭.৬	৫৪-৫৯
টেকসই উন্নয়ন ও আমাদের ভূমিকা	৭.৭	৬০-৭২
সম্পদের কথা	৭.৮	৭৩-৮৩

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: যৌক্তিক সিদ্ধান্ত

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৭.১: বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং সামাজিক কাঠামো রীতিনীতি ও মূল্যবোধ যে ধ্রুব নয় বরং প্রেক্ষাপট অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৭টি **মোট কর্মঘণ্টা: ১২ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারার ধারনা ও কৌশল আয়ত্ত করে তা জীবনব্যাপী চর্চা করতে পারবে। সাথে সাথে সামাজিক কাঠামো, রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ যে ধ্রুব নয়, বরং সময় ও স্থান ভেদে পরিবর্তিত হতে পারে তা অনুধাবন করতে পারবে। এই সামগ্রিক যোগ্যতা অর্জন এর জন্য আমরা শিক্ষার্থীদের ধাপে ধাপে বিভিন্ন কার্যক্রম, বিশেষ করে অনুসন্ধানমূলক কাজ করবে। এই অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা দুই ধরনের যোগ্যতা অর্জন করবে। এক, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারার যোগ্যতা। অর্থাৎ নিজেদের ব্যক্তিগত অনুমান বা ধারনা যাচাই করতে অথবা কোনো প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বৈজ্ঞানিক ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধান করার যোগ্যতা অর্জন করবে। এটি তারা পরবর্তী শিখন অভিজ্ঞতায় ইতিহাস ও সমাজ বিষয়ে অনুসন্ধান করতে কাজে লাগাবে এবং জীবনব্যাপী চর্চা করবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষার্থীরা সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধের ইতিবাচক চর্চা শ্রেণীকক্ষে শুরু করবে ও তা জীবনব্যাপী অব্যাহত রাখবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল।

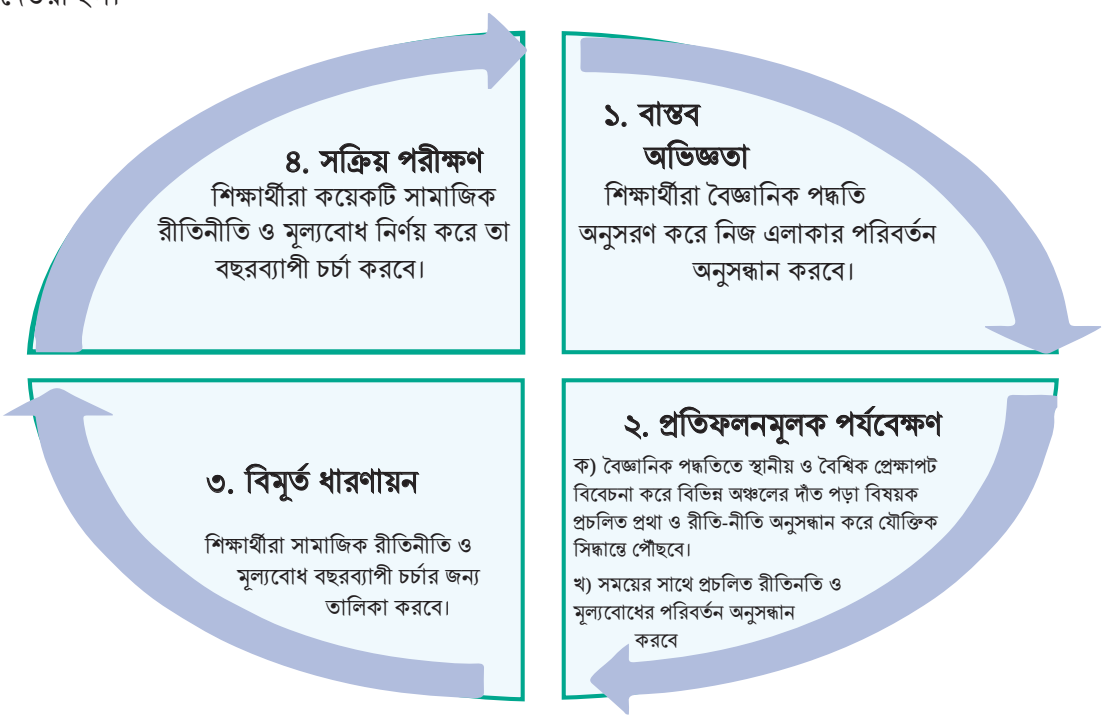

থিম নং	থিম	সেশন
১.	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্যবোধ যে ধ্রুব নয় তা যাচাই	সেশন ১-১৬
২.	সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ বছরব্যাপী চর্চা	সেশন ১৭

থিম ১: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রচলিত রীতিনীতি ও মূল্য-বোধ যে ধ্রুব নয় তা যাচাই

সেশন ১

এই সেশনে করণীয়

- এই সেশনে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করতে পারেন, “তোমাদের প্রথম যখন দাঁত পড়ে সেই দাঁত গুলো তোমরা কী করেছিলে?”
- শিক্ষার্থীরা বইয়ে নির্ধারিত স্থানে সংক্ষেপে লিখে পাশে তার ছবি আঁকবে আর পাশের বন্ধুর সাথে তাদের গল্প শেয়ার করবে।
- কেউ যদি মনে না করতে পারে, তবে সে বাসায় গিয়ে বাবা মা বা তার এই ঘটনা বলতে পারে এমন আত্মীয়র কাছ থেকে জেনে নিয়ে বাড়িতে কাজটি করবে। কেউ যদি বলে সে কিছুই করেনি ফেলে দিয়েছে, তবে সেটিই সে লিখবে ও আঁকবে।

সেশন ২

এই সেশনে করণীয়

- দাঁত পড়া নিয়ে আলোচনায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তুলতে এ নিয়ে অনুসন্ধান করার নির্দেশনা দিন। সেক্ষেত্রে অনুসন্ধানের ধাপ গুলো তাদের কারো মনে আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করুন। তাদের কাছ থেকে প্রথমে শুনুন।
- এরপর সম্ভব হলে ৬ষ্ঠ শ্রেণির “বিজ্ঞানের চোখ দিয়ে চারপাশ দেখি” অধ্যায়টির নির্দিষ্ট অংশ তাদেরকে পড়তে দিন।
- এছাড়া নিচের ছকটি যা তাদের ৭ম শ্রেণির বইয়ে আছে তা নিয়ে আলোচনা করুন। সম্ভব হলে মাল্টিমিডিয়া পাওয়ার পয়েন্টে বা পোস্টার পেপারে ধাপ গুলো দেখান। প্রতি ধাপে তাদের কাছ থেকে উদাহরণ জানতে চান।

ধাপ	ধাপটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	উদাহরণ
অনুসন্ধানের জন্য বিষয়বস্তু (Topic) নির্ধারণ করা	যে বিষয়ে অনুসন্ধান করা হবে	যেমন- "আমাদের এলাকায় পরিবর্তন"
অনুসন্ধানের জন্য সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন (Inquiry Question) উত্থাপন করা	আগের ধাপে নির্ধারিত বিষয়বস্তুটি সংক্রান্ত নির্দিষ্ট কিছু প্রশ্ন আমরা চিন্তা করে লিখবো বা তৈরি করবো। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরই আমরা এই অনুসন্ধানী ধাপগুলোর মাধ্যমে খুঁজে বের করবো।	যেমন- "আমাদের এলাকায় পরিবর্তন" বিষয়ের জন্য অনুসন্ধানী প্রশ্ন হতে পারে: প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তা-ঘাট কীরকম ছিল? প্রশ্ন-২ আগে আমাদের এলাকার মানুষ এর কী কী পেশা ছিল? প্রশ্ন-৩ আগে এলাকায় কী কী উৎসব পালন হত?
প্রশ্ন থেকে মূল ধারনা (key concept) খুঁজে বের করা	প্রতিটি অনুসন্ধানের প্রশ্নের মধ্যে এক বা একাধিক মূল ধারনা রয়েছে। সেগুলো চিহ্নিত করতে পারলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে কোথায় থেকে আর কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করা দরকার।	যেমন, প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তা-ঘাট কীরকম ছিল? এই প্রশ্নে এই তিনটি মূল ধারনা রয়েছে:
তথ্যের উৎস (Data Source) নির্বাচন করা	যে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছি সেটি জানার জন্য কার কাছে বা কোথায় যেতে হবে? যেমন- হতে পারে কোন জাদুঘর বা সংগ্রহ শালা, কোনো বই বা ম্যাগাজিন, কোনো মানুষ যে এই বিষয়টি সম্পর্কে জানেন, কোনো প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান, ইন্টারনেট, ভিডিও ইত্যাদি।	যেমন, প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তা-ঘাট কীরকম ছিল? এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য আমরা এলাকার বয়োজ্যষ্ঠ্য মানুষের কাছে যেতে পারি, আগের কোনো মানচিত্র দেখতে পারি, বা এ বিষয়ে কোন লেখা পড়তে পারি।
তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি (Data collection method) নির্ধারণ	তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি হল যে উপায়ে আমরা তথ্য উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করবো। যেমন- প্রশ্নমালা, সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, দলীয় আলোচনা ইত্যাদি।	প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তা-ঘাট কীরকম ছিল? এর জন্য আমরা এলাকার বয়োজ্যষ্ঠ্য মানুষদের একসাথে করে দলীয় আলোচনা করতে পারি। তাদের আলোচনা থেকে আমরা আমাদের প্রশ্নের উত্তর জেনে নিতে পারি।

তথ্য সংগ্রহ করা (Data Collection)	এই ধাপে নির্বাচিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত মানুষের কাছ থেকে বা স্থান থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হবে।	যেমন- প্রশ্ন-১. আমাদের এলাকায় আগে রাস্তা-ঘাট কীরকম ছিল? এটি জানার জন্য আমরা ৪/৫ জন বয়সে বড় এমন মানুষ, অর্থাৎ বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ নির্বাচন করে তাদের কাছে গিয়ে তাদের অনুমতি নিয়ে তাদের সাথে দলীয় আলোচনা করতে পারি। তাদের প্রদত্ত উত্তর গুলো লিখে রাখব অথবা রেকর্ড ও করতে পারি।
তথ্য বিশ্লেষণ করা (Data Analysis)	আমরা যে তথ্য সংগ্রহ করি সেগুলো থেকে সরাসরি প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। সেগুলো পড়তে হয়, সাজাতে হয়, অথবা কিছু হিসাব নিকাশ করতে হয়। এর ফলে তথ্য হয়ে ওঠে অর্থপূর্ণ। এই প্রক্রিয়াকে বলে তথ্য বিশ্লেষণ।	সংগ্রহ করা তথ্য ব্যবহার করে আমরা আগের সময়ের রাস্তা ঘাট চিহ্নিত করে একটি মানচিত্র তৈরি করতে পারি। আবার ৩ জনের তথ্য কে একত্রিত করে এলাকার প্রধান প্রধান সড়কপথ গুলো সম্পর্কে বর্ণনা লিখতে পারবে।
ফলাফল বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ (Results/Findings)	তথ্য বিশ্লেষণের পর আমরা আমাদের অনুসন্ধানী প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই। এটিই আমাদের ফলাফল। অর্থাৎ আমরা একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম।	যেমন- উপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে আমাদের ফলাফল হতে পারেঃ আগে আমাদের এলাকায় উত্তর পশ্চিম পাশে কোনো সড়ক ছিল না। এখন সেখানে অনেক বড় একটা সড়ক তৈরি হয়েছে। এর ফলে এখন উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে যাতায়াত সহজ হয়েছে। তবে আগে অনেক ছোট ছোট মেঠো পথ ছিল। এখন সেগুলো নেই। মানুষ এখন পায়ে হেঁটে চলাচল কম করে।
ফলাফলটি অন্যদের কাছে উপস্থাপন বা শেয়ার করা (Communicating the result)	নানা উপায়ে আমরা আমদের অনুসন্ধানী প্রক্রিয়ায় পাওয়া ফলাফল অন্যদের সামনে তুলে ধরতে পারি। যেমন- গ্রাফ, সারণী, ছবি, ভিডিও, লিখিত প্রতিবেদন, নাটক ইত্যাদি।	যেমন- উপরের উদাহরণের ক্ষেত্রে: ছবি: দুটি একই এলাকার ম্যাপ এর ছবি থাকবে পাশাপাশি, যেখানে আগের ও পরের সড়ক গুলো দেখানো থাকবে। আগে উত্তর পশ্চিমে কোন বড় সড়ক ছিল না, এখন আছে; আগে অনেক মেঠো পথ ছিল, এখন নেই ইত্যাদি। ছোট হবে এই ছবি।

সেশন ৩-৫

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীরা প্রথমবারের মতন এই শ্রেণিতে অনুসন্ধানের বৈজ্ঞানিক ধাপ গুলো অনুসরণ করে দাঁত পড়া নিয়ে মজার মজার রীতি-নীতির খোজ করবে। যেহেতু এটি অনুসন্ধান মূলক কাজ গুলোর মধ্যে প্রথম, তাই এটিতে শিক্ষার্থীদের বেশি সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে।

- প্রথমে পুরো ক্লাস কে ৫/৬ জনের এক একটি দলে ভাগ করে দিন। এই অনুসন্ধানে সবাই একই অনুসন্ধানী প্রশ্ন নিয়ে কাজ করবে- দাঁত পড়া নিয়ে আমাদের পরিবার বা এলাকা বা সমাজে কী ধরণের রীতি-নীতি আর গল্প প্রচলিত আছে? এক্ষেত্রে সেই রীতিটি কোন অঞ্চলের তা উল্লেখ করতে বলুন শিক্ষার্থীদের। প্রথম ক্লাসে তারা দলে বসে পরিকল্পনা করবে ও তা উপস্থাপন করবে। সবাই সবাইকে ফিডব্যাক দিবে, শিক্ষকও ফিডব্যাক দিবেন। অনুসন্ধানের পরিকল্পনার আগেই তাদেরকে বই এর মূল্যায়ন ছক বা রুব্রিক্স টি দেখান। তারা বুঝবে প্রতি ধাপে তাদের কাছ থেকে কী প্রত্যাশা করা হচ্ছে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের প্রতি ধাপের নমুনা নিচে দেওয়া হল।

১. বিষয়বস্তু: দাঁত পড়া নিয়ে রীতি-নীতি

২. অনুসন্ধানের প্রশ্ন:- দাঁত পড়া নিয়ে আমাদের পরিবার বা এলাকা বা সমাজে কী ধরণের রীতি-নীতি আর গল্প প্রচলিত আছে?

৩. প্রশ্নে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে:-

- আমাদের পরিবার, এলাকা ও সমাজ
- প্রথম দাঁত পড়লে রীতি-নীতি/ নিয়ম-কানুন
- দাঁত নিয়ে বিভিন্ন গল্প/ চিন্তা-ভাবনা

৪. কার কাছে/ কোথায় গেলে জানতে পারবো? (তথ্যের উৎস): এলাকার পরিচিতি মানুষ/পরিবারের সদস্য/ আত্মীয়

৫. কী উপায়ে জানবো ও তথ্য সংগ্রহ করবো? (তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি): সাক্ষাৎকার/দলগত আলোচনা

৬. তথ্য সংগ্রহ: এজন্য আমরা নিচে দেওয়া ছকটি ব্যবহার করতে পারি

কার কাছ থেকে তথ্য নিলাম?	প্রথম দাঁত পড়লে কী করে?	দাঁত নিয়ে মজার কোনো চিন্তা/ প্রচলিত গল্প

৭. তথ্য বিশ্লেষণ: দলের সবাই মিলে বিভিন্ন এলাকার ও বিভিন্ন সময়ের মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করলো। একই রকম তথ্যগুলোকে একসাথে করলো, যেমন- এলাকা ভিত্তিক তথ্য, বিভিন্ন সময়ের তথ্য (বিভিন্ন বয়সী মানুষের কাছ থেকে নেওয়া)।

৮. ফলাফল/ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন: প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল প্রতিবেদন/ছবি/পোস্টারপেপারে উপস্থাপন করতে পারি।

- এই সেশনে আমরা পরের সেশনের "হাইপথেসিস" বোঝানোর জন্য শিক্ষার্থীদেরকে তাদের অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে পূর্বানুমান করতে বলুন। যেমন- কত ধরনের রীতি-নীতি থাকতে পারে? এলাকা অনুযায়ী কি একেক ধরনের রীতি-নীতি প্রচলিত?- এরকম। তারা অনুমান করবে প্রত্যেকে আলাদা ভাবে ও তা লিখে রাখবে।
- সেদিন ছুটির পর এবং তার পরদিন শিক্ষার্থীরা তাদের অনুসন্ধানী কাজগুলো করবে- বই পড়া, সাক্ষাৎকার নেয়া, তথ্য বিশেষণ, এবং উপস্থাপনা তৈরি। তাদের পরিকল্পনা দেখে ও তাদের সাথে আলোচনা করে উপস্থাপনার দিন ঠিক করুন। আর এর মাঝে পরবর্তী ক্লাসগুলো চালিয়ে যান।

প্রতিটি অনুসন্ধান মূলক কাজ আমরা এভাবেই করবো, প্রয়োজন মত তাদের সময় দেবো এক বা দুই দিন। মাঝে ছুটির দিন হলে ভালো হয়। তাদের কাজ তারা ক্লাস এর শেষে করতে থাকবে। আমরা এই সময়ে অন্য সেশন গুলো নিতে থাকবো।

আমরা চেষ্টা করবো যেন শিক্ষার্থীরা সব ধাপ গুলোরই পরিকল্পনা করে আগে থেকেই। তবে এথম দিকে এবং কিছু ক্ষেত্রে তথ্য হাতে না আসার আগেই সেটি বিশ্লেষণ ও উপস্থাপনার কৌশল সম্পর্কে পরিকল্পনা তাদের জন্য কঠিন হতে পারে। সেক্ষেত্রে এ দুটি ধাপের পরিকল্পনা তারা তথ্য হতে এলে করতে পারে।

- উপস্থাপনার দিন প্রত্যেক দল উপস্থাপন করবে একে একে।
- উপস্থাপনায় শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরনের উপযুক্ত মাধ্যম ও কৌশল ব্যবহার করার জন্য অনুপ্রাণিত করুন। কোন শিক্ষার্থী বা দলের উপস্থাপনায় নতুনত্ব, সৃজনশীলতা থাকলে তা উৎসাহ দিন। মানচিত্র, গান, ছবি, ভিডিও, নাটক, টিভি শো, গেইম ইত্যাদি।
- ক্লাসে যদি বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে তবে উপস্থাপনার কৌশল ঠিক করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের মাথায় রাখতে হবে যেন ক্লাসের সবাই তাদের উপস্থাপনা বুঝতে পারে এবং অংশগ্রহণ করতে পারে। যেমন যদি কারও ছোট লেখা পড়তে অসুবিধা হয়, তবে পোস্টার এর লেখা বড় বড়

করে লেখা, অথবা সবাইকে হাতে হাতে পড়ার জন্য ছোট লিফলেট দেয়া ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদের এ ধরনের উদ্যোগ প্রশংসা করুন। এতে করে অন্যরাও অনুপ্রাণিত হবে।

- তবে উদ্যোগ গুলো যেন এমন না হয় যে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা ক্লাসে বিচ্ছিন্ন অনুভব করে। তাদের জন্য কোন আয়োজন করলে সেটা সবার জন্যই করলে ভাল হয়। যেমন- লিফলেট দিলে সেটা শুধু শ্রবণ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থী বা বড়দের লেখা দেখতে অসুবিধা হয় এমন শিক্ষার্থীদের না দিয়ে ক্লাসের সবাইকেই দিব। এতে করে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরা ক্লাসে স্বচ্ছন্দ বোধ করবে। তবে তাদের প্রতি অবশ্যই অতিরিক্ত মনোযোগ ও চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। তাদের প্রতি সামান্য আগ্রহ, ও চেষ্টা তাদের কে অনেক উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করতে পারে। তাদের অংশগ্রহণ আমাদের এক বিশাল অর্জন।
- উপস্থাপনার শেষে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চান, এলাকা ভিত্তিক কোন ধারা বা প্যাটার্ন কি তারা দেখতে পাচ্ছে কিনা দাঁত পড়ার রীতি-নীতি নিয়ে? অনেক দূরবর্তী স্থানেও কেন একই গল্প প্রচলিত?
- শিক্ষার্থীদের বন্ধুদের দলের কাজের মূল্যায়ন ছকটি পূরণ করতে সহায়তা করুন।
- শিক্ষার্থীদের নিজ দলের সদস্যদের মূল্যায়নের ছকটি পূরণ করতে সহায়তা করুন।

সেশন ৬-৭

এই সেশনে করণীয়

- এবারে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন তারা যে অনুমান করেছিল তা কিসের ভিত্তিতে? তাদের অনুমান কি সঠিক নাকি ভুল ছিল? অনুমানটি তারা কিভাবে যাচাই করলো?
- এসব প্রশ্ন থেকে তাদেরকে হাইপোথিসিস এর ধারণা তুলে ধরুন।

পূর্বানুমান বা অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)

অনেক সময় আমরা আমাদের অনুসন্ধানী কাজের জন্য তথ্য সংগ্রহের আগেই আমাদের এই অনুসন্ধানের ফলাফল সম্পর্কে একটা অনুমান করি। একে বলে পূর্বানুমান বা অনুমিত সিদ্ধান্ত (Hypothesis)।

সাধারণত আমাদের ব্যক্তিগত ধারনা বা সাধারণ বুদ্ধি (Common sense) থেকে আমরা এরকমটি মনে করে থাকি। আমাদের এই অনুমান ভুল বা সঠিক হতে পারে। আমরা অনুসন্ধনের জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করি তার বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারি আমাদের এই পূর্বানুমান সঠিক নাকি ভুল ছিল। তখন আমরা প্রয়োজনে আমাদের ধারনাটি শুধরে নেই। এভাবেই আমরা যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারি। তাহলে কেউ আমার ধারণা নিয়ে প্রশ্ন তুললে সেটি যে ব্যক্তিগত ধারণা নয় বরং বৈজ্ঞানিক ধাপ অনুসরণ করে যৌক্তিক সিদ্ধান্তে আসা হয়েছে তা আমরা বুঝিয়ে বলতে পারব।

- এরপর শিক্ষার্থীদের নিচের ছকটি ব্যবহার করে (শিক্ষার্থীদের বই এ দেয়া আছে) ব্যক্তিগত ধারণা আর যৌক্তিক সিদ্ধান্তের মধ্যে তুলনা করতে সহায়তা করুন।

ব্যক্তিগত ধারণা বা অনুমান	যৌক্তিক সিদ্ধান্ত

- শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিন যেন তারা তাদের বিভিন্ন অনুমান বা ব্যক্তিগত ধারণাকে যখনই সম্ভব অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে যাচাই করে নেয়। প্রতি ক্ষেত্রে নিচের ছকটি পূর্ণ করবে। একটি উদাহরণ এখানে দেয়া আছে।
- একটি ছোট অনুমান যা ক্লাসেই হাত তুলে বা পর্যবেক্ষণ করে বা গুনে যাচাই করা যায় এমন কিছু শিক্ষার্থীদের দিয়ে ক্লাসেই করান। আর এরপর নিজেরাই এই চর্চা করবে।
- শিক্ষার্থীদের নিচের ছকটি পূরণ করত সহায়তা করুন।

বিষয়বস্তু	আগের ধারণা বা অনুমান	অনুসন্ধানী বর্ণনা	পরের ধারণা বা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত
আমাদের সমাজে পরিবারের ধরন।	আমাদের সমাজে বেশির ভাগ মানুষ একক পরিবারের বাস করছে।		

সেশন ৮

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদেরকে একটি প্রতিফলন মূলক ডায়েরি বা জার্নাল বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন।
- জার্নালে কী কী উল্লেখ করতে পারে তার নমুনা দিন-

  -অনুসন্ন ধাপটির বর্ণনা

  -ধাপটিতে কি কি চ্যালেঞ্জ এর সম্মুখীন হয়েছি

  -কিভাবে তা সমাধান করলাম

  -কি শিখলাম

-এরপর এই কাজটি আবার করলে হলে কি কি বিষয় অন্যভাবে করবো?

-এই ধাপটি সম্পন্ন করায় আমার অনুভূতি ...

-ইত্যাদি

- শিক্ষার্থীরা পরবর্তীতে বিভিন্ন অনুসন্ধান মূলক কাজ করবে বৈজ্ঞানিক এই ধাপ গুলো অনুসরণ করার নির্দেশনা দিন। এই ধাপগুলোতে তাদের নিজ কাজের বিচার বিশ্লেষণ বা প্রতিফলন করা খুবই জরুরি। আর এই প্রতিফলনের চর্চা থাকবে চলমান, বছর জুড়ে।
- এটি একটি ক্লাসের অর্ধেক সময়ে পরিচালনা করুন। তাদেরকে বই এ দেখানো কিছু ডায়েরির লেখা পড়তে বলুন।

সেশন ৯

এই সেশনে করণীয়

- এখন বিভিন্ন দেশের শিশুদের দাঁত পড়া নিয়ে প্রচলিত রীতিনীতি ও গল্প অনুসন্ধানের নির্দেশনা দিন।

সেশন ১০-১১

এই সেশনে করণীয়

- এই সেশনে প্রথমে শিক্ষার্থীদের এতদিন যে অনুসন্ধান করলো তারা, তা সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন উপস্থাপন করতে বলুন যা তারা জানতে ইচ্ছুক, প্রয়োজনে আপনিও তাতে সংযোজন করুন। যেমন-

১.বিভিন্ন এলাকায় দাঁত পড়ার পর প্রচলিত যেই কাজগুলো, এগুলোকে কী বলে? এগুলোর কোনো নাম আছে?

২. দাঁত পড়া ছাড়া অন্য বিষয়ে কি এরকম প্রচলিত নিয়মকানুন আছে? থাকলে কী কী বিষয়ে আছে?

৩. এইসব নিয়মকানুন কেন ও কিভাবে একটি এলাকায় তৈরি হয়?

৪. এইসব নিয়মকানুনগুলো কি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হয়?

- শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে চিন্তা করবে। এরপর তারা পাশের বন্ধুর সাথে জোড়া গঠন করবে আর তাদের ভাবনা চিন্তা গুলো শেয়ার করবে। এই কাজটিকে বলে think-pair-share।
- শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে বলুন, দীর্ঘদিন ধরে কোনো এলাকার মানুষেরা বা কোনো সমাজের মানুষেরা যে বিভিন্ন নিয়মকানুন, আচার-আচরণ মেনে চলে তাকে আমরা বলি প্রচলিত রীতি-নীতি। এগুলোর পিছনে প্রায়ই সেই এলাকার ও সেই সময়ের মানুষের বিভিন্ন বিশ্বাস এবং প্রাকৃতিক ও সামাজিক অবস্থা জড়িত থাকে। যেমন- গ্রীস এর শিশুরা দাঁত দেয় ইঁদুর বা শুকর কে, আবার শ্রীলঙ্কার শিশুরা এটি দেয় কাঠবিড়ালি কে। আমার ভারতের কোথাও কোথাও বিশ্বাস করা হত যে শালিক পাখি নতুন দাঁত নিয়ে আসবে। কেন? শিক্ষার্থীদের চিন্তা করার জন্য উৎসাহিত করুন।

- এরপর শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রচলিত রীতি-নীতি অনুসন্ধানের জন্য আগের মতই পরিকল্পনা করতে বলুন। তাদেরকে বলুন- দাঁত পড়া নিয়ে আমরা বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন প্রচলিত রীতিনীতি অনুসন্ধান করেছি। এছাড়াও অন্যান্য বিষয়েও বিভিন্ন সমাজে নানা ধরণের রীতিনীতি প্রচলিত আছে। আমরা সেগুলোও অনসন্ধান করতে পারি। দেখতে পারি -কোনো একটি সময়কালে, নির্দিষ্ট সমাজে, এগুলো কেন তৈরি হয়েছে? অনুসন্ধানের ধাপ অনুসরণ করে আমরা প্রশ্ন তৈরি করি ও উত্তর খুঁজি। বয়সে যারা বড় তারা হয়তো এগুলো অনুসন্ধানে তথ্য দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন (অতীতের রীতি নীতি নিয়ে)।

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রচলিত রীতি-নীতি

কিছু অনুসন্ধানের প্রশ্ন (উদাহরণ):

-শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক প্রবেশ করলে আমরা কেন দাঁড়াই?

-কবে থেকে এই প্রচলন এসেছে?

-কেন এই রীতির প্রচলন হল?

-আর কোন কোন দেশে এধরনের প্রচলন আছে? কোন কোন দেশে নেই?

প্রশ্নে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে:

তথ্য উৎস:

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:

তথ্য সংগ্রহ:

তথ্য বিশ্লেষণ:

ফলাফল/ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন:

সেশন ১২

এই সেশনে করণীয়

- আজ ক্লাসের অর্ধেক সময়ে শিক্ষার্থীরা তাদের অনুসন্ধানী কাজের উপস্থাপনা করবে। তাদেরকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন। তারা যেনো এই কাজ গুলো আরও ভালো ভাবে করতে পারে। শিক্ষার্থীদের সুযোগ দিন বন্ধুদের ফিডব্যাক দিতে।
- বাকি অর্ধেক সময়ে তারা বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রীতি-নীতির পরিবর্তন নিয়ে অনুসন্ধান এর পরিকল্পনাটি করবে। এজন্য প্রথমে কোনো দেশের সামাজিক রীতি-নীতির পরিবরতনের একটি মজার উদাহরণ দিন।
- এরপর অন্য কোনো দেশের অন্য কোন একটি সামাজিক রীতি অনুসন্ধানের কাজের পরিকল্পনা শিক্ষার্থীরা করবে।

সেশন ১৩

এই সেশনে করণীয়:

- শিক্ষার্থীরা সামাজিক রীতি-নীতি কি তার ধারণা লাভ করলো, সেটির স্থান ভেদে পরিবর্তনও দেখল। এবারে তারা সময়ের সাথে সাথে দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন সামাজিক রীতি-নীতির পরিবর্তন অনুসন্ধান করবে।
- পরিকল্পনা অনুযায়ী তারা যে কাজ করেছে তা তারা এই সেশনে উপস্থাপন করবে।
- একটি অনুসন্ধানের প্রশ্ন নিয়ে অনুসন্ধান কাজ শুরু করুন। এটি হতে পারে শিক্ষার্থীদের নিজের সমাজের কোনো রীতি-নীতির পরিবর্তন অনুসন্ধান অথবা অন্য কোনো দেশ বা সমাজের।

বিষয়বস্তু: বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রীতি-নীতির পরিবর্তন

কিছু অনুসন্ধানের প্রশ্ন (উদাহরণ):

আমার নিজ সমাজের _____ রীতি-নীতি কিভাবে সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে?

_____ সমাজের _____ রীতিনীতি সময়ের সাথে

সাথে কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে?

আমাদের এলাকার পেশার পরিবর্তন হয়েছে কিভাবে?

বিভিন্ন সময়ে আমাদের রাষ্ট্রের পরিবর্তন হয়েছে কিভাবে?

বিভিন্ন সময়ে আমাদের সমাজে পরিবারের কাঠামোতে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

প্রশ্নে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে:-

তথ্য উৎস:

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:

তথ্য সংগ্রহ:

তথ্য বিশ্লেষণ:

ফলাফল/ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন:

সেশন ১৪-১৫

এই সেশনে করণীয়:

- এই ক্লাসে প্রথমেই শিক্ষার্থীদের পাঠ্য বই এ "মিলির স্বপ্ন" টি পড়তে বলুন।
- এরপর তাদেরকে কিছু ধারাবাহিক প্রশ্নের মাধ্যমে একটি আলোচনায় অংশগ্রহণে উদ্বুদ্ধ করুন।
- মুক্ত আলোচনা:

  -কেন আমরা মিথ্যা বলাকে খারাপ মনে করি?

  -মিথ্যা বলা খারাপ এটা আমরা কিভাবে, কার কাছ থেকে, কবে জানলাম?

  -এরকম আর কি কি বিষয় আছে যেগুলো সাধারণত আমরা সবাই পছন্দ বা অপছন্দ করি?

  -এগুলোকে আমরা কী বলতে পারি?

এটি নির্ধারণের জন্য আমরা নিচের ছকটি ব্যবহার করতে পারি।

যেসকল বৈশিষ্ট্য আমরা সাধারণত পছন্দ করি	যেসকল বৈশিষ্ট্য আমরা সাধারণত অপছন্দ করি
১। সত্য কথা বলা	১। বড়দের অসম্মান করা
২। সময়ানুবর্তীতা	

- এসব আলোচনা ও কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে মূল্যবোধের ধারনাকে অনুধাবনে সাহায্য করুন।
- এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পরবর্তী ক্লাসের সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন নিয়ে দলীয় অনুসন্ধান এর পরিকল্পনা করতে সাহায্য করুন। পরিকল্পনা শুরুর আগে প্রথমেই প্রশ্ন করুন "আচ্ছা বলো তো, এইসব সামাজিক মূল্যবোধ কি পরিবর্তন হয়? কীভাবে আর কখন?"

বিষয়বস্তু

কিছু অনুসন্ধানের প্রশ্ন (উদাহরণ)

-বর্তমানকালে বাংলাদেশের মানুষ বড়দের কে সম্মান নিয়ে কী ধরণের মূল্যবোধ ধারণ করে আর আগে বাংলাদেশের মানুষ বড়দের কে সম্মান নিয়ে কি ধরণের মূল্যবোধ ধারণ করতো?

-বাংলাদেশের মানুষ বড়দের কে সম্মান নিয়ে যে মূল্যবোধ ধারণ করে অন্য দেশের মানুষও কী একই রকম মূল্যবোধ ধারণ করে নাকি ভিন্ন রকম?

প্রশ্নে যে মূল বিষয়বস্তুগুলো রয়েছে:-

তথ্য উৎস:

তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি:

তথ্য সংগ্রহ:

তথ্য বিশ্লেষণ:

ফলাফল/ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন:

সেশন ১৬

এই সেশনে করণীয়:

- এই ক্লাসে শিক্ষার্থীরা সময়ের সাথে সাথে এবং স্থান ভেদে মূল্যবোধের পরিবর্তন অনুসন্ধান এর দলীয় কাজটি উপস্থাপন করবে।
- এই অনুসন্ধান কাজটি মূল্যায়ন ছক ব্যবহার করে মূল্যায়ন করুন। শিক্ষার্থীদের করা সতীর্থ মূল্যায়ন ছকটি পূরণ করতে সহায়তা করুন।
- শিক্ষার্থীদের বুঝতে সহায়তা করুন যে-

কিছু কিছু সামাজিক মূল্যবোধ আছে যেগুলো সাধারণত পৃথিবীর সব দেশেই একই রকম যেমন মিথ্যা বলা বা চুরি করা কে খারাপ মনে করা আর সবার সাথে মিলে মিশে থাকা কে ভাল মনে করা হয়। আবার কিছু কিছু মূল্যবোধ আছে যেগুলো সমাজ বা দেশ ভেদে ভিন্ন হতে পারে। সময়ের সাথে সাথেও আমাদের সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন মূল্যবোধ গুলো পরিবর্তিত হয়; এগুলো কোনটাই অপরিবর্তনশীল বা ধ্রুব নয়।

থিম ২: সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ বছরব্যাপী চর্চা

সেশন ১৭: রীতিনীতি ও মূল্যবোধের গাছ তৈরি

- শিক্ষাক্রমে কিছু মূল্যবোধ ও গুণাবলির কথা উল্লেখ রয়েছে। বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে শিক্ষার্থীরা এইসব মূল্যবোধ ও গুণাবলির বিকাশ ঘটাবে। এজন্য এই শিখন অভিজ্ঞতায় সুযোগ রয়েছে শিক্ষার্থীদের কিছু মৌলিক মূল্যবোধ (Core Values) চর্চাকে উদ্বুদ্ধ করার।

  - সংহতি: এক হয়ে থাকার মানসিকতা। ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদ সত্ত্বেও ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও অগ্রাধিকারকে পেছনে রেখে কতগুলো সামষ্টিক ইচ্ছা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং মানবিক মূল্যবোধের পরিপ্রক্ষিতে সকলে মিলে বড় কোনো লক্ষ্য অর্জনে কাজ করা

  - দেশপ্রেম: ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে ওঠে জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজ দেশের সার্বিক কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রাখাই হচ্ছে দেশপ্রেম

  - সম্প্রীতি: ভিন্নতা, বৈচিত্র্য ও শ্রেণিভেদের মধ্যেও বিদ্যমান দৃঢ়তাসমূহের সম্মিলনে সর্বোচ্চ ঐক্য প্রদর্শন এবং বজায় রাখাই হচ্ছে সম্প্রীতি

  - পরমতসহিষ্ণুতা: ভিন্নমত বা ভিন্ন চিন্তাধারাকে সূক্ষচিন্তন দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রহণ বা বর্জনের স্বাধীনতা এবং এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সহনশীলতা প্রর্দশন হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা। বিভিন্ন শ্রেণি, পেশা ও ধর্মের অনুসারীদের মত প্রকাশের স্বাধীনতা এবং অন্যের মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা ও সহনশীলতা প্রদর্শন হচ্ছে পরমতসহিষ্ণুতা।

  - শ্রদ্ধা/সম্মান: বৈশিষ্ট্য, স্বাতন্ত্র্য ও গুণাবলির আলোকে পারস্পরিক ইতিবাচক অনুভূতির প্রকাশই শ্রদ্ধা বা সম্মান। স্থায়িত্বপূর্ণ ও মর্যাদাপূর্ণ সহাবস্থানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সম্মানবোধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

  - শুদ্ধাচার: শুদ্ধাচার মানে নিজের কাছে দায়বদ্ধ থেকে যেকোনো পরিস্থিতিতে নৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করা। ব্যক্তি বা প্রাতিষ্ঠানিক কোন পরিবীক্ষণ ছাড়াই নিজ দায়বদ্ধতা থেকে নৈতিকভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়াই শুদ্ধাচার।

  - সততা: একটি নৈতিক গুণ যা সত্যবাদিতা ও ন্যায়পরায়ণতার চর্চা করতে উদ্বুদ্ধ করে

  - উদ্যম: দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা

  - গণতান্ত্রিকতা: পরমতসহিষ্ণুএবং সকলের মত প্রকাশের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন ও শ্রদ্ধাশীল

  - অসাম্প্রদায়িকতা: নজ সম্প্রদায়সহ সকল সম্প্রদায়ের মানুষের বিশ্বাস, কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল

  - উদ্যোগ: কোনো কাজ বা সমস্যা সমাধানে আগ্রহী হওয়া ও শেষ পর্যন্ত অনুপ্রাণিত থাকা

  - ইতিবাচকতা: কোনো কাজ, কথা, ঘটনা বা বিষয়ের ভাল দিক বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত ও পদক্ষেপ নেয়া

  - নান্দনিকতা: সৃজনশীল কাজের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার চর্চা করার মননশীল মনোভাব পোষণ করা

  - মানবিকতা: মানুষ ও সৃষ্টি জগতকে ভালবাসা, পরিচর্যা করা, সংরক্ষণ করা ও নিরাপত্তা প্রদানে সচেষ্ট হওয়া

- দায়িত্বশীলতা: সকল দায়িত্ব ও কাজ সময়মত, গুরুত্ব সহকারে ও যথাযথভাবে সম্পাদন করা
- সহমর্মিতা: অন্যের মনের অবস্থা ও অনুভূতি আন্তরিকভাবে অনুধাবন করে তার সঙ্গে একাত্ম হওয়া

এই সেশনে করণীয়

- এই সেশনে শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা তো এ কয়দিন সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন রীতি-নীতি আর মূল্যবোধ সম্পর্কে জানলাম। এমন সামাজিক রীতি নীতি আর মূল্যবোধ কি আছে যা আমরা আমাদের জীবনে চর্চা করতে চাই?
- এবারে শিক্ষার্থীরা দলে বসে কিছু সামাজিক রীতি নীতি ও মূল্যবোধের তালিকা তৈরি করার নির্দেশনা দিন যা তারা চর্চা করতে চায়। সেখান থেকে বাছাই করে তারা ১০ টি সামাজিক রীতি-নীতি ও মূল্যবোধ নির্ধারণ করবে যা তারা দৈনন্দিন জীবনে চর্চা করতে চায়। এক্ষেত্রে শিক্ষাক্রম এ থাকা মূল্যবোধ ও গুণাবলীকে প্রাধান্য দিন।
- তারা কাগজের গাছ বানাবে রঙ্গিন কাগজ দিয়ে। এবারে তা লাগাবে ক্লাসের দেয়ালে। গাছ গুলোর শাখা প্রশাখা আছে কিন্তু কোন পাতা নেই। তারা যখনই কেউ এই নির্দিষ্ট সামাজিক রীতি নীতি ও মূল্যবোধ সংক্রান্ত কোনো কাজ করবে তখনই সেটি একটি রঙ্গিন কাগজের পাতায় লিখে সেই নির্দিষ্ট গাছটিতে তারা জুড়ে দেবে নিচে তাদের নামসহ। বছর শেষে গাছটি পাতায় পাতায় ভরে উঠবে। শিক্ষার্থীদের উদাহরণ দিয়ে পাতায় কই লিখবে তা আমরা বুঝিয়ে বলুন। শিক্ষার্থী সয়মানুবর্তিতা গাছটিতে একটি পাতা যোগ করতে পারে "এই মাসে আমি প্রতিদিন ঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে পৌঁছেছি"।
- এই কাজটি তারা বছর জুড়ে করবে। লক্ষ্য রাখুন যেন সব শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে এই কাজে। মাঝে মাঝে ক্লাসে ঢুকে নতুন পাতা গুলো পড়ে শোনাবেন এবং শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিবেন।
- বছর শেষে সবাই কে নিচের বিষয়গুলো চিন্তা করতে বলুন-

চিন্তা করি

-কোন গাছে বেশি পাতা হল? কেন?

-আমি কোন গাছে বেশি পাতা যোগ করেছি? কেন?

-কোন গাছে সবচেয়ে কম পাতা যোগ করেছি? কেন?

-কোন ধরনের চর্চা আমি বেশি করছি? কোন গুলোতে আমার আরও চর্চার প্রয়োজন? কিভাবে তা করতে পারি?

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: মানুষে মানুষে সাদৃশ্য ও ভিন্নতা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৭.২: নিজের ও অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের সাদৃশ্য ও ভিন্নতা উপলব্ধি করে সহযোগিতার ভিত্তিতে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ৯টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৬ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা সম্প্রদায় বা কমিউনিটির ধারণার সঙ্গে পরিচিত হবে। নিজের সম্প্রদায় এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে পারবে। একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে অন্য সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা রয়েছে এবং এই ভিন্নতাই যে সম্প্রদায়গুলোকে বিশিষ্টতা দেয় তা বুঝতে পারবে। সমাজে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে যে পারস্পরিক সহযোগিতা আছে এবং এই পারস্পরিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা উপলব্ধি করে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

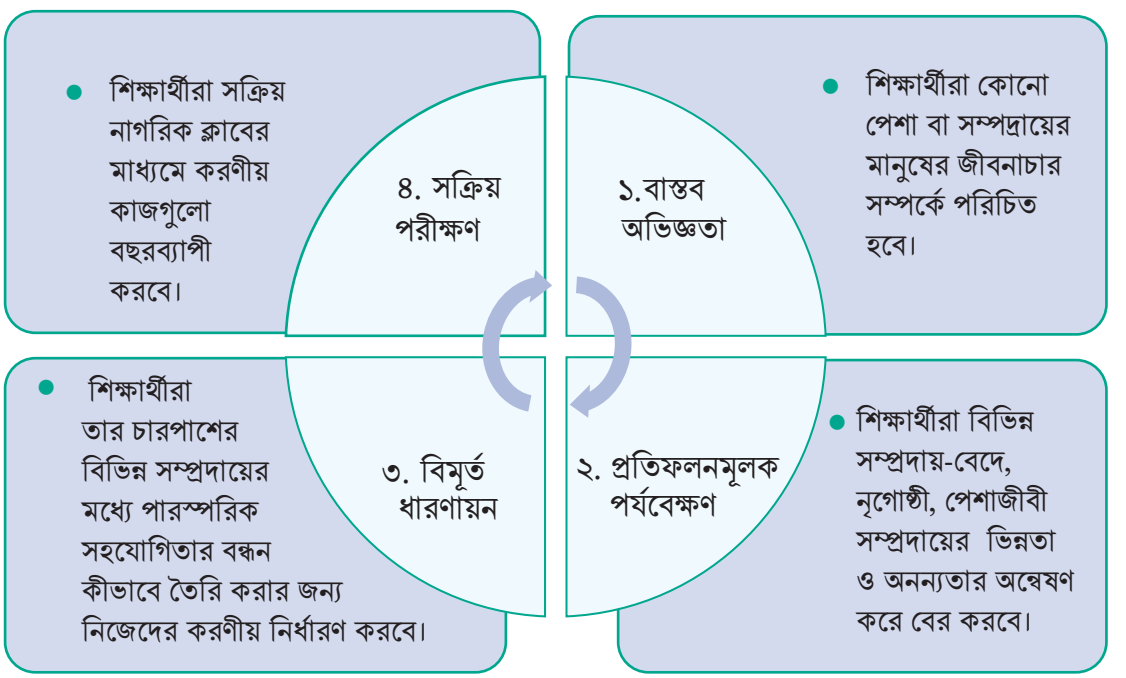

থিম নং	থিম	সেশন
১.	যে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সম্প্রদায়ের সাথে পরিচিতি	সেশন ১
২.	সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও পেশার মানুষের সাথে নিজ সম্প্রদায়ের মিল ও অমিল নির্নয়	সেশন ২-৭
৩.	বিভিন্ন পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সহযোগিতার বন্ধন তৈরির জন্য করণীয় নির্ধারণ ও চর্চা	সেশন ৮-৯

থিম ১: যে কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সম্প্রদায়ের সাথে পরিচিতি

সেশন ১

এই সেশনে করণীয়

- এই সেশনের শিক্ষার্থীদের এমন একটি সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরিচত হবে যার সদস্যরা একে অপরের সঙ্গে অনেকগুলো অভিন্ন বৈশিষ্ট্য শেয়ার করে। এমন একটি সম্প্রদায় বেছে নিন, যার বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট করে বোঝা যায়। যেমন: বাউল সম্প্রদায়, বেদে জনগোষ্ঠী, বিভিন্ন নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠী, নানান ঐতিহ্যবাহী পেশাজীবী সম্প্রদায় যেমন কামার, কুমার, তাঁতি, জেলে, ময়রা, মুচি, ধোপা, নাপিত, মেথর, বাওয়ালি, জোলা, শব্দকর, মালাকার, চা-শ্রমিক ইত্যাদি। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সম্প্রদায়টির আবাসস্থলে নিয়ে যান। তাদের সংস্কৃতির বস্তুগত এবং অবস্তুগত উপাদানগুলো উপাদাগুলো দেখা, বোঝা, অনুভব করবার সুযোগ করে দিন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় যা বোঝা যাবে না, তা প্রশ্ন করে জেনে নিন।
- প্রয়োজনে আগে সম্প্রদায়টি সম্পর্কে জেনে নিয়ে শিক্ষার্থীদের তাদের আবাসস্থলে নিয়ে যান। নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে একটি সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিকে শ্রেণিকক্ষে আনবার ব্যবস্থা করুন। সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে যিনি আসবেন তিনি তাদের সম্প্রদায়ের ব্যবহার্য সামগ্রী যেমন: পোশাক, বাদ্যযন্ত্র, কাজ করবার সরঞ্জাম, গয়না ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে আসবেন। যেমন: একজন কুমার চাক এবং মাটি নিয়ে আসতে পারেন। শিক্ষার্থীরা তার সঙ্গে মাটির জিনিস তৈরির কাজ করতে পারে; যা তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দেবে এবং আনন্দদায়ক হবে।
- প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব না হলে আমরা শিক্ষার্থীদের কোনো বিশেষ সম্প্রদায় সম্পর্কিত লেখা পড়ে শোনান কিংবা ছবি/ ভিডিও/ মাল্টিমিডিয়া কনটেন্ট ইত্যাদি দেখান অথবা শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে ‘দেখে আসি বেদে বহর’ গল্পটি পড়তে দিন।

থিম ২: সমাজের বিভিন্ন সম্প্রদায় ও পেশার মানুষের সাথে নিজ সম্প্রদায়ের অনন্যতা ও বৈচিত্র নির্ণয়

সেশন ২-৩

এই সেশনে করণীয়

- যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয়েছে, তাদের মধ্যে বিশেষ কী কী বিষয় লক্ষ্য করেছে, তা প্রশ্ন করে জেনে নিন; যার মাধ্যমে শিক্ষার্থী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করবে। শিক্ষার্থী যদি উত্তর দিতে অসুবিধা বোধ করে তাহলে তাকে সাহায্য করুন। প্রশ্ন করুন, তাদের মধ্যে কোন কোন বিষয়ে মিল আছে? যদি ওই সম্প্রদায়ের বিশেষ কোনো ভাষা থাকে তাহলে প্রশ্ন করুন, "তারা নিজেদের মধ্যে কোন ভাষায় কথা বলে?" যদি পোশকের আলাদা ধরণ থাকে তাহলে প্রশ্ন করুন, "তারা কীরকম পোশাক পরে?" এভাবে তাদের কাজ, জীবনযাপনের পদ্ধতি, বিশ্বাস, রীতিনীতি, উৎসব ইত্যাদি যে বিষয়ে ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় তার সবকিছু প্রশ্নের মাধ্যমে বের করুন। তবে লক্ষ্য রাখুন, অকারণে শিক্ষার্থীদের কোনো সংকেত দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। যদি তারা বৈশিষ্ট্যের বিষয়গুলো ভালো করে লক্ষ্য না করে, কেবল তাহলেই প্রশ্ন করুন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের ৫/৬ জনের কয়েকটি দলে ভাগ করে ওই বিশেষ সম্প্রদায়ের কী কী উল্লেখযোগ্য বিষয় দেখেছে তার একটা তালিকা তৈরি করতে বলুন
- কাজ শেষ হলে প্রতিটি দলকে নিজেদের তালিকা পড়ে শোনাতে বলুন। একই বিষয় যেখানে একাধিক দলের তালিকায় এসেছে সেগুলোকে আলাদা করে চিহ্নিত করে একটি দলের তালিকায় সেটি রেখে বাকি দলগুলো থেকে বাদ দেন।
- এবারে দলগুলোকে প্রত্যেকটা বিষয় আলাদা আলাদা কাগজে, সংক্ষেপে, বড় বড় করে লিখতে বলুন। সম্ভব হলে প্রতিটি দলকে টুকরো টুকরো রঙিন কাগজ দেবো, রঙিন কাগজ না থাকলে সাদা কাগজ দেবো। ক্লাসরুমে একটি বড় পোস্টার পেপার/ খবরের কাগজ টাঙিয়ে দিন। সবার লেখা শেষে সবগুলো দলের লেখা কাগজ পোস্টার পেপারে ওপর থেকে নিচে আলপিন বা আঁঠা দিয়ে ধারাবাহিকভাবে সাঁটিয়ে দিতে বলুন।
- সাঁটানো শেষে শিক্ষার্থীদের তালিকাটি ভালো করে দেখতে বলুন। জানুন, আমরা তালিকায় যে বিষয়গুলো রেখেছি সেগুলো থেকে .....দের (যাদের সম্পর্কে জানলাম) কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কি খুঁজে পাচ্ছি? শিক্ষার্থীরা যে বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাচ্ছে তা মুখে বলতে বলুন।
- সকলের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বৈশিষ্ট্যগুলোর নাম ঠিক করুন। প্রতিটি দলকে বলুন তাদের দেখা বিষয়বস্তুর পাশে বৈশিষ্ট্যের নাম লিখে দিতে।
- এভাবে সবগুলো দলের তালিকা একত্র করে অনুশীলন বইয়ে দেওয়া নিচের নমুনা অনুযায়ী একটা নতুন তালিকা তৈরি হবে।

যা দেখেছি	বৈশিষ্ট্য
পঁচিশটি পরিবারের একটি দল	একদল মানুষ
ওরা নিজেদের 'বেদে' হিসেবে আলাদা পরিচয় দেয়	স্বকীয়তার বোধ
একের সমস্যাকে সকলের সমস্যা হিসেবে দেখে, একসঙ্গে সমাধান করে	একাত্মতার বোধ
নিজেদের মধ্যে আলাদা ভাষায় কথা বলে। সবাই বাংলা ভাষাও বলতে পারে	

- তালিকা তৈরি শেষ করে বোর্ডে 'সম্প্রদায়' কথাটা লিখুন। (এখানেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে 'সম্প্রদায়' শব্দটির প্রথম পরিচয় ঘটিয়ে দেন।) তারপর বলুন, আমরা এতক্ষণ ..... দের যে বৈশিষ্ট্যগুলো খুঁজে পেলাম, মানুষের কোনো দলের মধ্যে যদি এই বৈশিষ্ট্যগুলো থাকে তাহলে আমরা সেই দলটাকে একটা 'সম্প্রদায় বা কমিউনিটি' বলি। তাহলে .....দের আমরা কী বলব? শিক্ষার্থীরা উত্তর দেবে .....সম্প্রদায়।
- এরপর শিক্ষার্থীদের জানান, ...দের মতন আমারাও প্রত্যেকে কোনো না কোনো সম্প্রদায়ের সদস্য। এক একজন মানুষ আসলে অনেকগুলো সম্প্রদায়ের সদস্য হিসেবে জীবন কাটায়। কীভাবে সেটি হয়, শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিল রেখে সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন। সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের ছবি অথবা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেখিয়ে বুঝিয়ে দেন। তাদের ধারণা গঠন হবে:

সম্প্রদায় বা কমিউনিটি হলো একটি ছোট বা বড় জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে মিল থাকে। তারা নিজেদের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় দেয়। তাদের মধ্যে একাত্মতার বোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে। একটি জাতি, একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, এক ভাষাভাষী মানুষ, একটি ধর্মীয়/ রাজনৈতিক বিশ্বাসের মানুষ এক একটি সম্প্রদায়। বৃহৎ অর্থে, সম্প্রদায় হলো মানুষের একটি দল; এই দল ছোট-বড় যে-কোনো আকারের হতে পারে। দুইজন মানুষের একটি পরিবারও একটি সম্প্রদায় আবার সারা বিশ্বের মানুষও এক 'মানব-সম্প্রদায়' এর সদস্য। একটি রাজনৈতিক দল, একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী, খেলোয়ারদের একটি দল, একটি ক্লাবও একটি সম্প্রদায়। ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্কও সম্প্রদায় তৈরি করে। এক পেশায় কাজ করলেও একটি সম্প্রদায় হয়, এমনকি একটি অফিসের সব মানুষকেও একটি সম্প্রদায় বলা যায়। ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন দল, একটি সোশ্যাল মিডিয়ার সদস্য, কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, পছন্দের ভিত্তিতে একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একত্রিত হওয়া মানুষরাও এক একটি সম্প্রদায় তৈরি করে। একটি এলাকার বা একটি গ্রামের মানুষকেও একটি সম্প্রদায় বলতে পারি। সম্প্রদায় বা কমিউনিটি হলো একটি ছোট বা বড় জনগোষ্ঠী যাদের মধ্যে বিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, পরিচয়, ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে মিল থাকে।

তারা নিজেদের একটি বিশেষ জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় দেয়। তাদের মধ্যে একাত্মতার বোধ এবং পারস্পরিক সহযোগিতা থাকে। একটি জাতি, একটি নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, এক ভাষাভাষী মানুষ, একটি ধর্মীয়/রাজনৈতিক বিশ্বাসের মানুষ এক একটি সম্প্রদায়। বৃহৎ অর্থে, সম্প্রদায় হলো মানুষের একটি দল; এই দল ছোট-বড় যে-কোনো আকারের হতে পারে। দুইজন মানুষের একটি পরিবারও একটি সম্প্রদায় আবার সারা বিশ্বের মানুষও এক 'মানব-সম্প্রদায়' এর সদস্য। একটি রাজনৈতিক দল, একটি ধর্মীয় গোষ্ঠী, খেলোয়ারদের একটি দল, একটি ক্লাবও একটি সম্প্রদায়। ব্যক্তিগত সামাজিক সম্পর্কও সম্প্রদায় তৈরি করে। এক পেশায় কাজ করলেও একটি সম্প্রদায় হয়, এমনকি একটি অফিসের সব মানুষকেও একটি সম্প্রদায় বলা যায়। ইন্টারনেট ভিত্তিক বিভিন্ন দল, একটি সোশ্যাল মিডিয়ার সদস্য, কোনো একটি বিশেষ উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, পছন্দের ভিত্তিতে একটি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে একত্রিত হওয়া মানুষরাও এক একটি সম্প্রদায় তৈরি করে। একটি এলাকার বা একটি গ্রামের মানুষকেও একটি সম্প্রদায় বলতে পারি।

- শিক্ষার্থীদের বলুন,.....সম্প্রদায়ের যে বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা দেখেছি, অন্যান্য সম্প্রদায়ের মধ্যে তার সবগুলো নাও থাকতে পারে অথবা আলাদা রকমের কোনো বৈশিষ্ট্যও থাকতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, তারা নিজেদের কোন কোন সম্প্রদায়ের সদস্য বলে মনে করে। শিক্ষার্থীর উত্তর যথাযথ না হলেও কোনো অসুবিধা নেই। তারা তাদের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে যৌক্তিকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করছে কি-না, সেটি লক্ষ করুন। শিক্ষার্থী যদি অসুবিধা বোধ করে, তাকে প্রশ্ন করে করে ঠিক উত্তরটা বের করে আনুন। যেমন: তুমি কোন এলাকায় থাকো? সেখানে আশেপাশে কারা থাকে? তাদের জীবন যাপন, সংস্কৃতি কেমন? তোমার সঙ্গে তাদের কী কী মিল আছে?
- এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা একটা মজার খেলা খেলি চলো! তাদের বলুন, তালিকা থেকে পাওয়া সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্যগুলো আলাদা আলাদা কাগজে লিখে শ্রেণিকক্ষের বিভিন্ন জায়গায় সাঁটিয়ে দিতে। তারপর বলুন, প্রতিবেশীদের নিয়ে তোমার যে সম্প্রদায়, সেটির যে বৈশিষ্ট্যটি সবচেয়ে স্পষ্ট করে বোঝা যায়, প্রত্যেকে সেখানে গিয়ে দাঁড়াও।
- সকলে বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী দাঁড়িয়ে যাওয়ার পর ঠিক-ভুল যেখানেই দাঁড়াক তাদের অভিনন্দন জানান।
- কয়েকজনকে প্রশ্ন করুন, তারা কেন ওখানে দাঁড়িয়েছে। তাতে তাদের সম্প্রদায়ের ধারণায় অস্পষ্টতা থাকলে তার অনেকটা দূর হয়ে যাবে।

সেশন ৪

লিঙ্গ বৈচিত্র্য: লিঙ্গ হলো আমাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য। আমরা প্রথাগত ধারণায় মনে করি, পৃথিবীতে কেবল দুটো লিঙ্গের মানুষের অস্তিত্ব আছে — নারী এবং পুরুষ। কিন্তু বাস্তবতা হলো XX এবং XY ক্রোমোজমের বাইরেও ক্রোমোজম প্যাটার্ন রয়েছে এবং নারী-পুরুষ ছাড়াও লিঙ্গের অস্তিত্ব রয়েছে। আমরা সেই সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে জেনে নেব। লিঙ্গ বৈচিত্র্য সম্পর্কে কোনো দ্বিধা-সংশয় থাকলে তা কাটিয়ে উঠবার চেষ্টা করব।

জেন্ডার বৈচিত্র্য: জেন্ডার-পরিচয় আমাদের মানসিক বৈশিষ্ট্য। অর্থাৎ আমরা নিজেকে কী হিসেবে অনুভব করি। মানুষ নিজেকে নারী অথবা পুরুষ হিসেবে যেমন ভাবতে পারে। জেন্ডারেরও রয়েছে অনেক প্রকরণ। কিন্তু সামাজিক প্রথাগত ধারণা জেন্ডারের বৈচিত্র্যকে সব সময়ে মেনে নেয় না। তাই একজন মানুষের জেন্ডার-পরিচয় যা-ই হোক না কেন সমাজ আশা করে, প্রতিটি মানুষ সমাজের নির্দিষ্ট করে দেওয়া অবস্থানে থাকবে এবং সে অনুযায়ী ভূমিকা পালন করবে। অর্থাৎ শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী যে নারী, সে নারীদের জন্য নির্দিষ্ট আচরণ করবে এবং যার শারীরিক বৈশিষ্ট্য পুরুষের, সে পুরুষের জন্য নির্দিষ্ট আচরণ করবে। সমাজে জেন্ডার বৈচিত্র্য আছে। আমরা লিঙ্গ ও জেন্ডার বৈচিত্র্য সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে নিয়ে, এই বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কাজ করব।

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, তারা নারী-পুরুষের বাইরে আর কোনো ধরণের মানুষ দেখেছে কিনা। তারা 'হিজড়া' বা এই ধরণের কিছু উত্তর দিতে পারে, নাও দিতে পারে। 'হিজড়া' শব্দটি বললে তাকে জানান যে, 'হিজড়া' একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতির নাম। তারা প্রথাগত সমাজের বাইরে একটি সুনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার ধরণ গড়ে তোলে। এই সুনির্দিষ্ট জীবনযাত্রার বাইরের মানুষের লিঙ্গ পরিচয় যা-ই হোক না কেন, সে 'হিজড়া' সংস্কৃতির অংশ না। শিক্ষার্থীরা এই প্রশ্নের উত্তর না দিলে আমরা শুরুতে এই আলোচনায় যাব না। এরপরে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন বই থেকে 'শরীফার গল্প' পড়তে বলুন।
- গল্প পড়া শেষে শিক্ষার্থীদের একজন/ কয়েকজন মানুষের ছবি দেখান। নজরুল ইসলাম ঋতু, শাম্মী রানী চৌধুরী, বিপুল বর্মণের মতন বাংলাদেশের অনেক হিজড়া জনগোষ্ঠীর মানুষ সমাজ জীবনে এবং পেশাগত জীবনে সাফল্য পেয়েছেন। তাদের সম্পর্কে জানান এবং দেশের বাইরের অন্যান্য লিঙ্গের সফল মানুষদের কথাও বলুন।
- এরপর নারী, পুরুষ ও হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা, ভাবনা, অনুভূতি, জিজ্ঞাস্য নিয়ে মুক্ত আলোচনা করুন। শরীফার গল্প থেকে আলোচনা শুরু করতে পারেন। আলোচনার জন্য উত্থাপিত প্রশ্নের নমুনা:

১. শরীফার কী হয়েছিল?

২. লোকজন কেন তাকে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করত? এ বিষয়ে তোমার কী মনে হয়?

৩. শরীফার সঙ্গে যা ঘটেছে, তোমার কি সেটা ঠিক বলে মনে হচ্ছে? কেন?

৪. শরীফার জীবনটা আর কী রকম হতে পারত?

৫. হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষ সম্পর্কে তোমার আশেপাশের লোকদের কী বলতে শুনেছ? তোমার নিজের কী মনে হয়?

৬. (শিক্ষার্থী যদি হিজড়া সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে নিজের বা অন্যের কোনো নেতিবাচক অভিজ্ঞতার কথা জানায়) ভেবে বলি, কেন এরকম ঘটল/ ঘটে? তাদের জীবনে কী কী বদল হলে এরকম ঘটনা ঘটত না?

- মুক্ত আলোচনায় তাদের অনেক কিছু বলে দিবেন— এমনটা নয়; বরং তাদের অনেক কিছু বলতে দেওয়ার সুযোগ দিন। অর্থাৎ মন খুলে কথা বলবার, নিজেদের মধ্যে আদান-প্রদান করবার সুযোগ দিন। ভাবা, প্রশ্ন করা, উত্তর খোঁজার পরিসর দিন। শিক্ষার্থী যদি এমন কোনো কথা বলে যেটি অসংবেদনশীল বলে মনে হচ্ছে, তাহলে "এটা কী ধরণের কথা বললে!"— এই জাতীয় বাক্যের প্রয়োগ করবেন না। প্রয়োজনবোধে বলুন, "আমরা কি বিষয়টা নিয়ে আর একটু ভাবব?" অথবা "তোমার কথা তো জানলাম, এই বিষয়ে অন্যদের কী মত, শুনে দেখি তো।"

সেশন ৫

এই সেশনে করণীয়

- ছেলে শিক্ষার্থীদের তার নিজের ১০টি পছন্দের খেলনার তালিকা করতে বলুন। সেই সাথে তার নিজ বোন/আত্মীয় সম্পর্কের বোন/মেয়ে সহপাঠীর ১০টি পছন্দের খেলনার তালিকা করার নির্দেশনা দিন।
- অন্যদিকে মেয়ে শিক্ষার্থীদের তার নিজের ১০টি পছন্দের খেলনার তালিকা করতে বলুন। সেই সাথে তার নিজ ভাই/আত্মীয় সম্পর্কের ভাই/ ছেলে সহপাঠীর ১০টি পছন্দের খেলনার তালিকা করার নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, এই খেলনাগুলোর মধ্যে কি কোনো ভিন্নতা আছে? তারা হয়ত উত্তর দেবে, এগুলো ছেলেদের খেলনা/ এগুলো মেয়েদের খেলনা। এবারে প্রশ্ন করুন, কীভাবে তোমরা জানলে কোনটা ছেলেদের খেলনা আর কোনটা মেয়েদের খেলনা? এরকম পার্থক্য কেন হয়? উত্তর দেওয়ার পর শিক্ষার্থীদের অনুশীলন বইয়ের ছবিটি দেখতে বলুন।
- ছেলে এবং মেয়েদের জিনিসগুলো দুজনের মাথার ওপরেই মিলিয়ে মিশিয়ে আছে।
- জানতে চান, ছবি দেখে কী মনে হচ্ছে? ছেলে-মেয়ের জিনিস আলাদা না হয়ে এরকম হলে কী সুবিধা, কী অসুবিধা হতো?
- এরপর মুক্ত আলোচনার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে বলুন। অনুশীলন বইয়ের নমুনা প্রশ্নগুলো নিয়েও শিক্ষার্থীরা আলোচনা করতে পারে।
- আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন বইয়ের পোস্টারটি দেখতে বলুন এবং এই তথ্যগুলো বুঝিয়ে বলব, একটি শিশু যখন জন্ম নেয় তখন তার শরীর দেখে আমরা ঠিক করি সে নারী নাকি পুরুষ। এটি হলো তার জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়। জৈবিক লিঙ্গ পরিচয়ের ভিত্তিতে একজন মানুষের কাছে সমাজ যে আচরণ প্রত্যাশা করে তাকে আমরা 'জেন্ডার' বা 'সামাজিক লিঙ্গ' বলি। কিন্তু একজন মানুষ তার শারীরিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিজের জেন্ডার-পরিচয় অনুভব না-ও করতে পারে। ফলে তার জেন্ডার-ভূমিকা প্রচলিত ভূমিকার চেয়ে ভিন্নরকম হয়। অথচ লিঙ্গগত পরিচয়ের সঙ্গে তার জেন্ডার ভূমিকা না মিললে সমাজের প্রথাগত ধারণায় বিশ্বাসী মানুষেরা তাকে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়। তাতে মানুষটি সামাজিক ও মানসিক সংকটের মুখে পড়ে।

সেশন ৬

এই সেশনে করণীয়

- এই সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন বই থেকে 'পেশাজীবী সম্প্রদায়' অংশের পরিচ্ছন্নতাকর্মীর কাজের ছবিটি দেখতে বলুন। শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, তারা রাস্তায় এবং বিভিন্ন ভবনে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের কাজ করতে দেখেছে কিনা।
- পরিচ্ছন্নতাকর্মীর অনুপস্থিতি বিষয়ে অনুশীলন বইয়ের অংশটি শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন।
- এরপর তাদের কাছে জানতে চান, অনুশীলন বইয়ের ঘটনার মতন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর অনুপস্থিতি বিষয়ে ওদের কোনো অভিজ্ঞতা আছে কিনা। (আমাদের দেশে সব জায়গা যে অনেক বেশি পরিচ্ছন্ন না সে বিষয়টি মাথায় রাখব।) যেসব জায়গা পরিচ্ছন্ন না সেখানে পরিচ্ছন্নতাকর্মী থাকলে কেমন হতো? আমরা রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি নোংরা না করলে কেমন হতো? ইত্যাদি প্রশ্ন করুন। এমনভাবে প্রশ্ন করুন যেন, প্রশ্নোত্তর থেকে পরিচ্ছন্ন থাকার এবং আমাদের জীবনে পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের অবদানের গুরুত্ব শিক্ষার্থীদের বক্তব্য থেকে প্রকাশিত হয়।
- শিক্ষার্থীদের জানান যে, বংশানুক্রমে যারা সুনির্দিষ্ট পেশায় কাজ করে তাদের এক একটি আলাদা সম্প্রদায় তৈরি হয়। আবার পেশা বংশানুক্রমিক না হলেও পেশার ভিত্তিতে এক একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় তৈরি হয়।

সেশন ৭

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, পরিচ্ছন্নতাকর্মী ছাড়া আর কোন কোন পেশাজীবী সম্প্রদায়কে তার আশেপাশে দেখতে পায়? তাদের উত্তরগুলো বোর্ডে লিখব: ডাক্তার, শিক্ষক, মুচি, কুমার, রিকশাওয়ালা, দর্জি, তাঁতি, জেলে....।
- এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন, চলো আমরা প্রত্যেকে, রুব্রিক্স ব্যবহার করে, আমাদের আশেপাশের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করি। কাজটি আমরা দলীয়ভাবে, অনুসন্ধানী কাজের ধাপ অনুসরণ করে করব। শিক্ষার্থীদের এলাকা অনুযায়ী ৫/৬ জনের দলে ভাগ করে দিন। 'যৌক্তিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো' অধ্যায়ের মতন করে অনুসন্ধানী কাজ করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের বলুন, সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে আশেপাশের পেশাজীবীদের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করে দেখতে যে কোন কোন পেশাজীবীকে আমরা পেশার ভিত্তিতে একটি সম্প্রদায় বলতে পারি। সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য খুঁজবার জন্য যে রুব্রিক্স তৈরি করেছি তার আলোকে প্রশ্নমালা তৈরি করতে বলুন। যেমন: ১. আপনার পেশা কি বংশানুক্রমিক? আপনার পরিবারের এবং আশেপাশের লোকজনও কি এই পেশায় যুক্ত? ২. আপনারা যারা একই পেশায় কাজ করেন তাদের কি সুনির্দিষ্ট কোনো নিয়ম, রীতিনীতি, ভাষা, পোশাক ইত্যাদি আছে যা অন্যদের চেয়ে আলাদা? ৩. আপনারা কি পেশার ভিত্তিতে নিজেদের পরিচয় দেন? ৪. আপনার পেশার মানুষদের কোনো সংগঠন আছে কি? আপনি কি তাতে যুক্ত?

- এরপর উপস্থাপনের জন্য একটি দিন ঠিক করুন। কীসের ভিত্তিতে তাদের কাজটির মূল্যায়ন হবে তা আগে থেকেই জানিয়ে দিন। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করতে উৎসাহিত করুন।
- দলগুলো ফলাফল উপস্থাপন করার পর তাদের কাজের ফিডব্যাক দিন

থিম ৩: বিভিন্ন পেশা ও সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে সহযোগিতার বন্ধন তৈরির জন্য করণীয় নির্ধারণ ও চর্চা

সেশন ৮-৯

এই সেশনে করণীয়:

- সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, আমরা দৈনন্দিন জীবনে পরিবারে, বিদ্যালয়ে কীভাবে একে অপরকে সহযোগিতা করি, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি? তাদের অভিজ্ঞতা বলতে বলুন। শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলতে না পারলে নিজেও কিছু বাস্তব উদাহরণ দিন। যেমন: বয়স্ক কাউকে বসবার চেয়ার ছেড়ে দিয়েছিলাম, তিনি খুশি হয়ে আমার সঙ্গে খাবার ভাগাভাগি করেছিলেন। কাউকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করেছি, সে আমাকে ধন্যবাদ দিয়েছে। কারোর বিপদে আর্থিক সাহায্য করেছি, তিনি আমার কাজ করে দিয়েছেন।
- জানতে চান, আমাদের আশেপাশে কোন কোন পেশাজীবী মানুষ আমাদের সাহায্য করেন? রিকশাওয়ালা, দোকানদার, গাড়ি চালক, গৃহকর্মী, ফেরিওয়ালা, পরিচ্ছন্নতাকর্মী, নাপিত, শিক্ষক, চিকিৎসক, মিস্ত্রী, দারোয়ান, পুলিশ ইত্যাদি উদাহরণ আসবে। প্রশ্ন করুন, আশেপাশের পেশাজীবীরা তো আমাদের জন্য অনেক কাজ করেন, আমরা তাদের জন্য কী কী করি?

শিক্ষার্থীদের বলুন, অনুশীলন বই থেকে নিচের ছকটি পূরণ করতে।

আমার আশেপাশের পেশাজীবী	আমি তার কাছে যে সাহায্য পাই	আমি তাকে যেভাবে সাহায্য করি
১.		
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

- কোনো শিক্ষার্থী যদি সেবা বা পণ্যের বিনিময়ে টাকা দেওয়ার উদাহরণ দেয় তাহলে (অনুশীলন বইয়ের আলোচনার মতন করে) "সেবার মূল্য যে কেবল টাকা দিয়ে পরিশোধ করা যায় না" একথা বুঝিয়ে বলুন।

- কেউ আমাকে সাহায্য করলে, তার জন্যও আমার কিছু করার আছে, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, ধন্যবাদজ্ঞাপনও যে জরুরি তা বাস্তব উদাহরণের সাহায্যে বুঝিয়ে দিন। এক্ষেত্রে সরাসরি নিজের বক্তব্য প্রকাশ না করে বিভিন্ন পরিস্থিতি বর্ণনা করে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মন্তব্য নিন। যেমন: অরিত্রর মা অসুস্থ। সে মাকে নিয়ে হাসপাতালে গেল। অরিত্রর কাছে টাকা আছে, কিন্তু তাও সে মায়ের চিকিৎসা করাতে পারল না। কারণ ওইদিন হাসপাতালে ডাক্তারদের ধর্মঘট ছিল।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা যাদের কাছ থেকে সাহায্য নিচ্ছি, তাদের জন্য আমদের কী করণীয়, চলো ভেবে বের করি এবং তালিকা তৈরি করি। নমুনা তালিকা:

  - পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের একদিন বিশ্রাম করতে দিয়ে সপ্তাহে একদিন বিদ্যালয় পরিচ্ছন্ন করা।
  - কৃষকদের আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি, জৈব সার, প্রাকৃতিক কীটনাশক সম্পর্কে জানানো।
  - দরিদ্র শিশুদের লেখাপড়ায় সাহায্য করা, নতুন বা পুরোনো বই, শিক্ষা উপকরণ, খেলনা ইত্যাদি দেওয়া।
  - আশেপাশের সম্প্রদায়ের বয়স্ক মানুষদের সঙ্গে গল্প করা, তাদের বই, পত্রিকা পড়ে শোনানো।
  - ব্যাংকে জমানো টাকা দিয়ে শীতবস্ত্র দেওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে পরিবারগুলোকে সহায়তা দেওয়া।

- শিক্ষার্থীদের কাজটি সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী করার নির্দেশনা দিন।

- তাদের এলাকাভিত্তিক দল তৈরি করতে সাহায্য করুন।

- শিক্ষার্থীদের তৈরি তালিকা থেকে দলে করবার জন্য কিছু কাজ বেছে নিতে বলুন, আর কিছু কাজ এককভাবে করতে বলুন।

- দলীয় এবং একক কাজের তালিকা অনুযায়ী শিক্ষার্থীরা বছরব্যাপী আশেপাশের পেশাজীবী সম্প্রদায়ের মানুষদের সহযোগিতা করবে।

- শিক্ষার্থীদের কাজের নিয়মিত খোঁজ-খবর নিন, উৎসাহ যোগান। প্রয়োজন হলে সহায়তা এবং পরামর্শ দিন।

- দলীয় এবং একক কাজের হিসেব রাখবার জন্য শিক্ষার্থীদের ছক ব্যবহার করতে বলুন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম
অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উপায়
বাংলা অঞ্চল ও স্বাধীন বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৭.৩: ঐতিহাসিক তথ্য যে উৎস এবং শ্রোতার উপর নির্ভর করে এবং তা যে ব্যক্তিনিরপেক্ষ নয় তা উপলব্ধি করতে পারা।

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৭.৬: সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর কী রকম প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৩টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৯ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা একটি ঐতিহাসিক ঘটনা পড়বে। এই ঘটনা সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রদান করবে। তারা তাদের মতামতের ভিন্নতা নির্ধারণ করবে। এভাবে ঐতিহাসিক তথ্য যে ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয় তা অনুধাবন করবে। এরপর পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ইতিহাসের শিখন অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য নিয়ে অতীত ও বর্তমান সময়ের বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং তাদের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন সময়ে এবং শাসনামলের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে মানুষের পেশাগত অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় করে টাইমলাইন তৈরি করে উপস্থাপন করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হল:

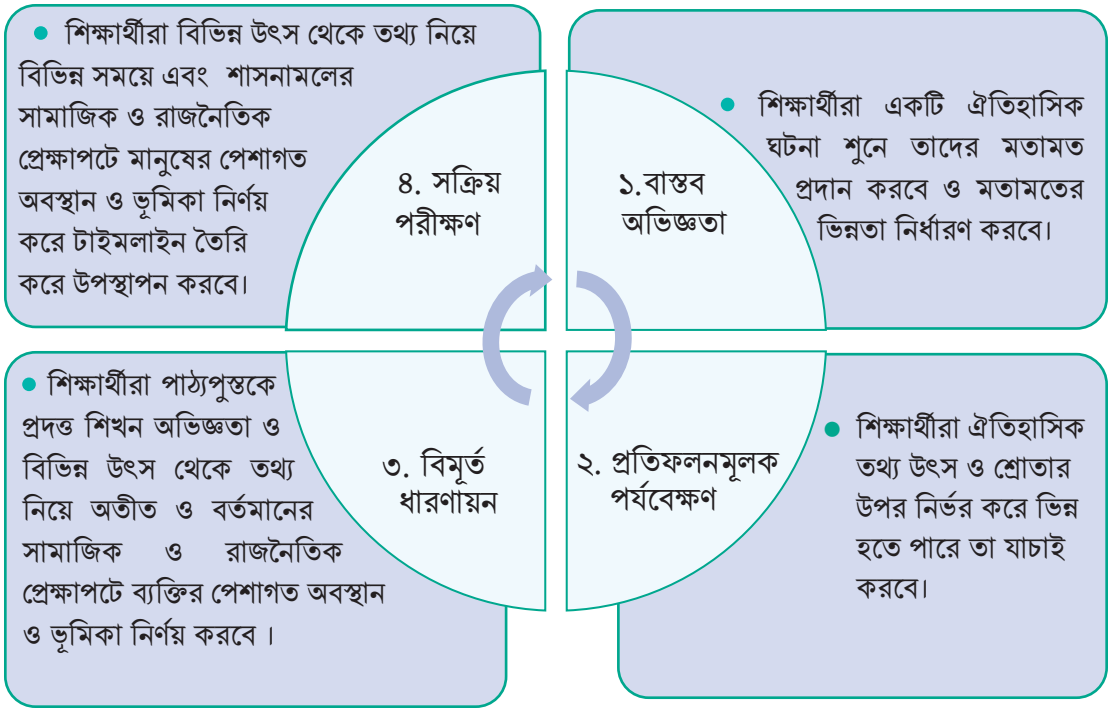

থিম নং	থিম	সেশন
১.	একই ঐতিহাসিক তথ্য যে উৎস ও শ্রোতার উপর নির্ভর করে ভিন্ন হতে পারে তা যাচাই	১-৪
২.	সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির পেশাগত অবস্থান ও ভূমিকার উপর প্রভাব অন্বেষণ	৫-১৩

থিম ১: একই ঐতিহাসিক তথ্য যে ভিন্ন ভিন্ন মতামত তৈরি করে তা অনুধাবন

সেশন ১

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের নিচের ঐতিহাসিক ঘটনাটি পড়ে শোনান।

কলম্বাস ও আমেরিকার আবিষ্কার

আমরা অনেকেই ক্রিস্টোফার কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের কথা জানি। তিনি একজন ইতালির নাবিক। তিনি মূলত ভারত মহাদেশে যাবার উদ্দেশ্যে সমুদ্র পথে যাত্রা শুরু করেন। কিন্তু পথ ভুলে এসে পৌঁছান আমেরিকায়। তিনি কি তাহলে আমেরিকার প্রথম অধিবাসী? না, তিনি আসার অনেক আগ থেকেই সেখানে বাস করছিল অন্য এক মানব গোষ্ঠী। যারা সেখানে বহু বছর ধরে বসবাস করছিল। যাদের ভাষা, সংস্কৃতি ছিল ভিন্ন। কলম্বাস তাদের নাম দেন রেড ইন্ডিয়ান।

আমেরিকানরা কলম্বাসের অবদানকে স্মরণ করে ১০ অক্টোবর কলম্বাস দিবস হিসেবে উদযাপন করে আসছে। কিন্তু কিছু শহর বর্তমানে কলম্বাস দিবসের পরিবর্তে আদিবাসী দিবস পালন করছে। কারণ, ঐতিহাসিক তথ্য অনুসারে কলম্বাস আমেরিকার আদিবাসী রেড ইন্ডিয়ানদের উপর অত্যাচার করেছেন। তার হাত ধরেই নতুন আবিষ্কৃত এই ভূ-খন্ডে ইউরোপিয়ানরা উপনিবেশ গড়ে তুলে । পরবর্তীতে বৃটিশরা ধীরে ধীরে ক্ষমতা দখল করে নেয়। সবশেষে আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু বিভিন্ন সময়ের ক্ষমতাবানরা রেড ইন্ডিয়ানদের শোষণ ও হত্যা করেছে এবং তাদের আবাসভূমি কেড়ে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে এখন রেড ইন্ডিয়ানদের সংখ্যা এখন আমেরিকাতে মাত্র ১.৬ শতাংশ।

- ঐতিহাসিক ঘটনাটি পাঠ করে শিক্ষার্থীদের মতামত লিখতে বলুন।

সেশন ২

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের তাদের মতামত শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন।
- এজন্য ৮-১০ জনের মতামত সম্পর্কে জানতে চান।
- শিক্ষার্থীরা একই ঘটনার বিভিন্ন রকম মতামত প্রদান করবে। তাই উপস্থাপন শেষে বলবেন, ঐতিহাসিক তথ্য উৎস ও শ্রোতার উপর নির্ভর করে। এটি ব্যক্তি নিরপেক্ষ নয়। বিভিন্ন ব্যক্তি তার নিজস্ব জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিভিন্নভাবে বর্ণনা দিয়ে থাকেন।

সেশন ৩-৪

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের ‘অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উপায়’ শিখন অভিজ্ঞতাটি পড়তে সহায়তা করুন।
- ‘অর্থনৈতিক ইতিহাস জানার উপায়’ শিখন অভিজ্ঞতা সংশ্লিষ্ট অনুশীলনী কাজটি করার নির্দেশনা দিন ও সহায়তা করুন।

থিম ২: সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির পেশাগত অবস্থান ও ভূমিকার উপর প্রভাব অন্বেষণ

সেশন ৫-৮

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ‘বাংলা অঞ্চল ও স্বাধীন বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে’ শিখন অভিজ্ঞতাটি পড়তে বলুন। অনুশীলনী কাজটি বুঝিয়ে দিন।

সেশন ৯

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জন মিলে একটি দল গঠন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে আলোচনা করে তাদের চারপাশের বিভিন্ন পেশার মানুষ ও তাদের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় করে নিচের ছকটি পূরণ করতে বলুন।

ছক: বর্তমান সময়ে বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং তাদের অবস্থান ও ভূমিকা

বিভিন্ন পেশার মানুষ	তাদের অবস্থান ও ভূমিকা

সেশন ১০

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ‘বাংলা অঞ্চল ও স্বাধীন বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে’ শিখন অভিজ্ঞতা ও বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে প্রাচীনকালে মানুষের পেশা এবং তাদের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় করে দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিচের ছকটি পূরণ করতে বলুন।

ছক: প্রাচীনকালের বিভিন্ন পেশার মানুষ এবং তাদের অবস্থান ও ভূমিকা

বিভিন্ন পেশার মানুষ	তাদের অবস্থান ও ভূমিকা

সেশন ১১-১৩

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের পূর্ব গঠিত দলে বসতে বলুন। এরপর দলগতভাবে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত 'বাংলা অঞ্চল ও স্বাধীন বাংলাদেশ: অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে' শিখন অভিজ্ঞতা থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন। প্রয়োজনে বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা দিন। দলগতভাবে তাদের নিম্নোক্ত কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে বলুন।

১. বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শাসনামলে সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল?

২. সেই শাসনামলে বাংলা অঞ্চল ও বাংলাদেশের মানুষেরা কোন কোন পেশায় নিয়োজিত ছিল?

৩. বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা কী ছিল?

- এই সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে একটি টাইমলাইন তৈরি করে উপস্থাপন করতে বলুন। একটি নমুনা টাইম লাইন দেওয়া হল।

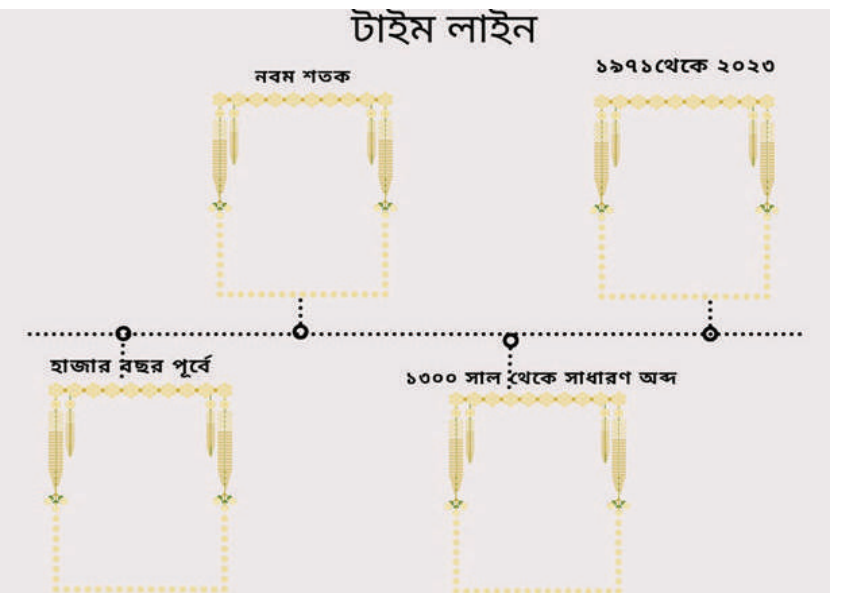

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: ১. হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২.মুক্তিযুদ্ধের বিদেশি বন্ধুরা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৭.৪: মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা করে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৩টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৯ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা তাদের পূর্ববর্তী শ্রেণিতে সংগৃহিত তথ্যের ভিত্তিতে নিজ এলাকার মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় করবে। এরপর প্রকল্প ভিত্তিক কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন উৎস যেমন- পাঠ্যপুস্তক, বই, পত্রিকা, আর্টিকেল থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে। এরপর শিক্ষার্থীরা কোনো বর্ষীয়ান বা তথ্যজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন ব্যক্তি, সংগঠন ও দেশের অবস্থান ও ভূমিকা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করে তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল বিদ্যালয়ের কোনো বিশেষ দিবস। যেমন- ৭ই মার্চ/১৭ই মার্চ/২৬ শে মার্চ/১৫ই আগস্ট/১৪ই ডিসেম্বর/১৬ই ডিসেম্বর উপস্থাপন করবে। ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে তাদের তথ্য সংরক্ষিত করে রাখবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

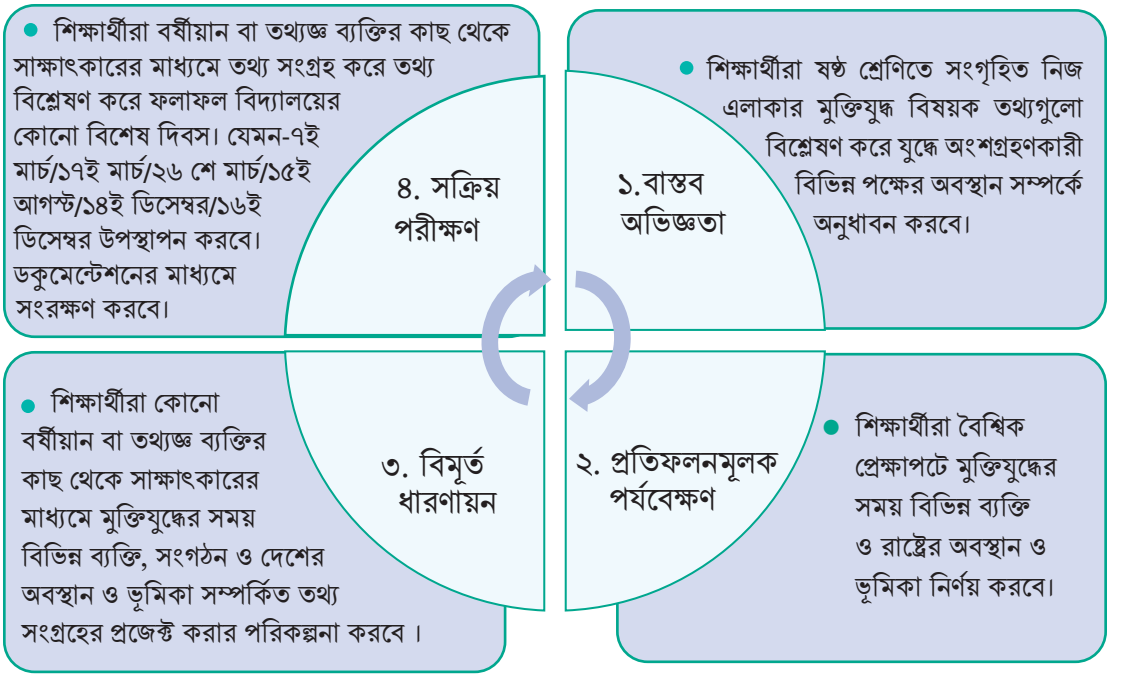

থিম নং	থিম	সেশন
১.	নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান নির্ণয়	১
২.	বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন	২-১৩

থিম ১: নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান নির্ণয়

সেশন ১

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীরা ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে নিজ এলাকার মুক্তিযুদ্ধের উপর যে তথ্য সংগৃহ করেছিল তা মনে করতে বলুন। প্রয়োজনে সেই তথ্য সংবলিত খাতা/প্রতিবেদন/পোস্টার ক্লাসে নিয়ে আনার নির্দেশনা দিন।
- শিক্ষার্থীদের ৫ থেকে ৬ জনের দল গঠন করতে বলুন। এরপর তাদের নিজ এলাকায় মুক্তিযুদ্ধের সময় বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করে নিচের ছকটি পূরণ করতে বলুন।

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যারা অবস্থান করেছিল	মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে যারা অবস্থান করেছিল

থিম ২: বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন পক্ষের অবস্থান ও ভূমিকা মূল্যায়ন

এই থিমের পরবর্তী সেশনে শিক্ষার্থীরা প্রকল্পভিত্তিক কাজ করবে। প্রকল্প ভিত্তিক কাজের বিভিন্ন ধাপ নিচের ডায়াগ্রামে দেখানো হল। বিভিন্ন সেশনে ধাপগুলোর বিবরণ এবং প্রত্যেক ধাপে শিক্ষকের করণীয় নিয়ে আলোচনা করা হল।

সেশন ২

এই সেশনে করণীয়

ধাপ ১: অনুসন্ধানমূলক প্রকল্পভিত্তিক শিখন সম্পর্কে ধারণা

মুক্তিযুদ্ধে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ব্যক্তি/পক্ষের ভূমিকা বিষয়ক এই কাজটি শিক্ষার্থীরা অনুসন্ধানমূলক প্রকল্প পরিচালনার ধাপ অনুসরণ করে করবে।

প্রকল্পভিত্তিক কাজে মূলত সক্রিয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে আমরা কোনো বাস্তব সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করি অথবা কোনো চ্যালেঞ্জিং প্রশ্নের উত্তর খুঁজি। এই কাজগুলো তুলনামূলকভাবে দীর্ঘসময় ধরে করে থাকি। অনুসন্ধানমূলক কাজের মাধ্যমে আমরা যে ফলাফল পাই তা সমস্যাটির সাথে সংশ্লিষ্ট মানুষের কাছে উপস্থাপন করি যাতে সংশ্লিষ্টরা উপকৃত হতে পারে।

একটা বিষয় পরিস্কারভাবে জেনে রাখতে হবে যে, প্রকল্পভিত্তিক কাজ মানেই সব সময় অনুসন্ধানমূলক কাজ নয় । প্রকল্পে অনুসন্ধান থাকতে পারে, কিন্তু কোনো মডেল তৈরি করা বা কোনো কিছু সৃষ্টি করা বা কোনো বাস্তব সমস্যার সমাধানও প্রকল্পভিত্তিক কাজ হতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, একটি প্রদর্শনী আয়োজন, দেয়াল পত্রিকা তৈরি, কোনো অ্যালবাম বা বিষয়ভিত্তিক মডেল তৈরি করা বা কোনো এলাকার মানচিত্র প্রস্তুত করাও প্রকল্পভিত্তিক কাজের উদ্দেশ্য হতে পারে।

সেশন ৩

এই সেশনে করণীয়

ধাপ ২. ওরিয়েন্টেশন/ সমস্যা চিহ্নিতকরণ

- মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তি/পক্ষ/সংস্থা/দেশের ভূমিকা বিষয়ে এই প্রকল্পভিত্তিক কাজের কোনো একটি শিরোনাম শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে কথোপকথনের মাধ্যমে বের করে আনার জন্য নিচের প্রশ্নগুলোর মত প্রশ্ন করে মানসিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারেন।

  ক) আমাদের দেশ কীভাবে স্বাধীনতা পেয়েছে?

  খ) কেনো, কখন এবং কত দিন ধরে মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে?

  গ) কার নেতৃত্বে, কীভাবে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে?

  ঘ) শুধু কি বাংলাদেশের মানুষেরাই মুক্তিযুদ্ধে অবদান রেখেছিলেন? অন্যান্য দেশের মানুষেরা কী কোনো অবদান রেখেছিলেন? এঁদের মধ্যে কারও কথা কি তোমরা জান?

  ঙ) উত্তর হ্যাঁ হলে, তিনি কী ধরণের ভূমিকা রেখেছিলেন?

সেশন ৪

এই সেশনে করণীয়

ধাপ ৩: প্রস্তুতি (দলগঠন ও কর্মপরিকল্পনা)

- শিক্ষার্থীদের কাছেই জানতে চাইবেন কীভাবে দল গঠন করলে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি/দেশ/ঘটনা/অনুষ্ঠানের তথ্য সংগ্রহ করা সহজ হবে।

- শিক্ষার্থীরা কাছাকাছি বাসায় থাকে এমন ভাবে দল গঠন করার প্রস্তাব দিতে পারেন। যে মতামতই আসুক, সবার আলোচনার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট নীতি মেনে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের বাসস্থানের এলাকা ভিত্তিক/ সংখ্যা ভিত্তিক দল গঠন করবে এবং দলে প্রত্যেকের দায়িত্ব নিশ্চিত করে শিক্ষকের পরামর্শ গ্রহণ করবে।
- প্রতি দলে ৫ থেকে ৬ জন সদস্য থাকতে পারে, পুরো কার্যক্রম দলীয় কাজভিত্তিক হবে এবং সকল শিক্ষার্থী শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার নির্ধারিত দলের সাথে কাজ করবে।
- মূল কাজ শুরু করার পূর্বে দীর্ঘমেয়াদি এই কাজে দলের সদস্যরা কী কী নিয়ম-নীতি মেনে চলবে তার একটি তালিকা তৈরি করবে এবং সকলে অনুসরণ করার জন্য একমত হবে। নিচে নমুনা হিসেবে কয়েকটি নিয়ম উল্লেখ করা হলো-

শিক্ষার্থীদের পালনীয় নিয়ম-নীতি

১. কাজ করার সময় সকল সদস্যের প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা

২. দলের সবার মতামতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে নিজের মতামত যৌক্তিকভাবে দৃঢ়তার সাথে তুলে ধরা

৩. নিজের মতামত প্রকাশে কখনও কোনো কারণেই দ্বিধা না করা

৪. অন্যের মতামত শ্রদ্ধার সাথে যৌক্তিক বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করা

৫. দলীয় কাজে ছেলে-মেয়ে ও সক্ষমতার ধরণ নির্বিশেষে দলের সকল সদস্যের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা

৬. সাক্ষাৎকার নেওয়ার আগেই সাক্ষাৎকার দাতার অনুমতি নেওয়া.....

৭.

৮.

৯.

সেশন ৫-৭

এই সেশনে করণীয়

ধাপ ৪: বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিউ)

- এই ধাপে সবগুলো দলের কাছে জানতে চান, যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হচ্ছে সে বিষয়ে যেসব তথ্য/ঘটনা/নিদর্শন ইতোমধ্যে সংরক্ষণ করা হয়েছে সেসব কোথায় পাওয়া যাবে? যদিও সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরবর্তী ধাপে সরাসরি তথ্য সংগ্রহ করবে, তবে এই ধাপে বিদ্যমান তথ্য পর্যালোচনা করুন। শিক্ষার্থীরা কেউ কেউ হয়ত বই, পত্রিকা, ডকুমেন্টারি, দলিলপত্র ইত্যাদির উদাহরণ দিতে পারে। তখন সকল দলকে নির্দেশ দিন সম্ভাব্য উৎসের তালিকা তৈরি করতে এবং তালিকা অনুযায়ী উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে।

- এই ধাপে পাঠ্যপুস্তকের দুটি শিখন অভিজ্ঞতাকেও 'হাজার বছরের পথ পরিক্রমায় বাংলা অঞ্চলে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর অভ্যুদয় এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান' এবং 'মুক্তিযুদ্ধের বিদেশি বন্ধুরা'কে তথ্যের উৎস হিসেবে নিতে বলুন। সেখান থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করার নির্দেশনা দিন।

- প্রতিটি দল নির্দিষ্ট সময়ের মাঝে তালিকায় থাকা উৎসসমূহ থেকে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং তথ্য উৎসের তালিকা এবং অনুসন্ধান প্রক্রিয়াসহ তাদের প্রাপ্ত তথ্যাবলি শিক্ষকের সাথে শেয়ার করবে।

- এই সেশনের কার্যক্রম হিসেবে শিক্ষার্থীদের বই পড়া ক্লাব গঠনে সহযোগিতা করুন। লাইব্রেরিতে নিয়ে গিয়ে কীভাবে লাইব্রেরিতে বই খুঁজতে হয়, ব্যবহার করতে হয়, লাইব্রেরি ব্যবহারের নিয়ম-নীতি এবং সদস্য হয়ে বই ধার নিতে হয় সে বিষয়গুলো হাত-কলমে দেখিয়ে দেবো।

সেশন ৮

এই সেশনে করণীয়

বই পড়া ক্লাব গঠন

- ক্লাব গঠন হলে প্রথম দিন থেকেই শিক্ষার্থীরা বই পড়া ক্লাবের কাজের ধরণ এবং সারা বছরের কাজের পরিকল্পনা করতে সহযোগিতা করুন।

- প্রথম দিনেই লাইব্রেরিতে (স্কুল/স্থানীয়/থানা/জেলা লাইব্রেরিতে (যদি থাকে) নিয়ে গিয়ে সবাইকে সদস্য করে কীভাবে বই ধার নিতে হয় এবং ফেরৎ দিতে হয় তা শিখিয়ে দিন। আর যদি স্কুলে বা আশেপাশে কোনো লাইব্রেরী না থাকে তাহলে প্রধান শিক্ষক, সহকারী শিক্ষকগণ ও এলাকার শিক্ষানুরাগী মানুষদের সহযোগিতায় স্কুলের একটি কক্ষে লাইব্রেরি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে বই পড়া ক্লাবের কার্যক্রম হিসেবে। সাথে প্রতি সপ্তাহে বা পনেরো দিনে একটি করে বই পড়ার কর্মসূচি তো থাকবেই।

- এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সংস্থা যারা শিশুদের বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে ইতোমধ্যে কাজ করছে তাদের সহযোগিতাও গ্রহণ করা যেতে পারে।

- বই পড়া ক্লাবের সাথে অন্য সকল বিষয়েরই সম্পৃক্ততা রয়েছে। কাজেই ঐসব বিষয়ের শিক্ষকদের সাথেও আলোচনা করে সমন্বয়ের মাধ্যমে তাদের উপস্থিতি ও ক্লাসের সময় ক্লাবের কাজে যাতে ব্যবহার করা হয় সে বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের সহযোগিতা গ্রহণ করবেন।

সেশন ৯

এই সেশনে করণীয়

ধাপ ৫: অনুসন্ধান ও তথ্য সংগ্রহ

- শিক্ষার্থীদের এই কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদান করুন। প্রতি দল নিজ এলাকায় প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষাৎকার নিয়ে কিংবা বর্ষীয়ান ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে। কাজে যাবার আগে তারা শিক্ষকের সাথে দলীয় পরিকল্পনা শেয়ার করবে।
- শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা ফলো আপ করুন এবং তথ্য সংগ্রহের জন্য সকল ধরনের প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রদান করুন। কোন মতামত চাপিয়ে না দিয়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন এবং প্রয়োজনে কারিগরি (যেমন- তথ্য সংগ্রহের জন্য রেকর্ডার, ক্যামেরা ইত্যাদি) ও প্রশাসনিক (যেমন- কোন জায়গায় প্রবেশ করতে বিশেষ অনুমতি দরকার হলে প্রধান শিক্ষকের পরামর্শক্রমে চিঠি দেয়া) সহায়তা দিন।
- শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকায় /লোকালয়ে মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদিকদের ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধে বিদেশি সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনের ভূমিকা, শরণার্থী সমস্যা মোকাবিলায় মূল ভার বহনকারী দেশ ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশের ভূমিকা, প্রবাসী সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যেকার সম্পর্ক, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং বিজয় অর্জন পর্যন্ত তৎকালীন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধির নেতৃত্ব ও এতে দেশটির অবদান, জাতিসঙ্ঘ ও অন্যান্য বিশ্ব সংস্থার ভূমিকা, সোভিয়ত ইউনিয়ন ও অন্যান্য মিত্র দেশের ভূমিকা, শিল্পী-সাহিত্যিকদের উদ্যোগ প্রভৃতি সম্পর্কে জানার চেষ্টা করবে এবং গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ দলের সদস্যরা নোট করবে।
- দলের শিক্ষার্থীরা পর্যায়ক্রমে সকলেই যাতে বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণ করে অবদান রাখতে পারে সে বিষয়টি আমরা সচেতন ভাবে লক্ষ রাখুন।

সেশন ১০

এই সেশনে করণীয়:

ধাপ ৬: তথ্য যাচাই ও বিশ্লেষণ

- শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তথ্যের সঠিকতা যাচাই কীভাবে করবে তার ধারনা দিন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিন। তবে শিক্ষার্থীদের উপর কোন মতামত চাপিয়ে দিবেন না।
- শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই এর মাধ্যমে গ্রহন-বর্জন করে তা বিশ্লেষণ করবে এবং নিজেদের তথ্য সংগ্রহ ও যাচাই-বাছাই কাজের অভিজ্ঞতাসমূহ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও অন্যান্য দলের সামনে উপস্থাপন করবে।

সেশন ১১-১৩

এই সেশনে করণীয়:

ধাপ ৭ ও ৮: ফলাফল তৈরি ও উপস্থাপন

- এই পর্যায়ে জানতে চান, এই কাজের মধ্য দিয়ে তারা মুক্তিযুদ্ধের যেসব ঘটনা খুঁজে এনেছে সেগুলো কীভাবে তারা অন্যদের জানাতে পারে?
- শিক্ষার্থীরা দলে আলোচনা করে সৃজনশীল ও অভিনব উপায় পরিকল্পনা করতে পারে। যেমন- ফটোবুক, ডকুমেন্টারি, দেয়ালিকা, পোস্টার, লিফলেট, ফটোগ্রাফি বা আঁকা ছবি প্রদর্শনী, বই, নাটক ইত্যাদি। শিক্ষক এই ক্ষেত্রে পুরোপুরি স্বাধীনভাবে তাদের পরিকল্পনা করতে দেবেন, শুধু সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ ও ইস্যুসমূহ সম্পর্কে সচেতন থাকবেন। শিক্ষকের পরামর্শ নিয়ে দলগুলো তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে এবং কোন জাতীয় দিবসে তা অন্যান্য ক্লাসের শিক্ষার্থীদের সাথে শেয়ার করবে।
- সংশ্লিষ্ট শিক্ষকগণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক অনুসারে শিক্ষার্থীরা তাদের প্রকল্পটি উপস্থাপন অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। অতিথি হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষক, থানা শিক্ষা কর্মকর্তা, অভিভাবক, স্থানীয় প্রবীণ ব্যক্তি / মুক্তিযোদ্ধারা উপস্থিত থাকবেন।

বিদ্যালয়ে উদযাপিত যেকোনো জাতীয় দিবস যেমন, ৭ই মার্চ, ১৭ই মার্চ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস, ২৫শে মার্চ গণহত্যা দিবস, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস , ১৪ই এপ্রিল ১লা বৈশাখ, ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস, ১৪ ডিসেম্বর শহীদ বুদ্ধিজীবি দিবস, ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস প্রভৃতি জাতীয় দিবসের সাথে মিলিয়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও কমিউনিটির ব্যক্তিবর্গের সামনে উপস্থাপন করবে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক এসব তথ্য পরবর্তী গবেষণার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক বা জাতীয়ভাবে সংরক্ষনের ব্যবস্থা করতে হবে।

- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক যেকোনো আলোচনায় যেন জাতিগত বিদ্বেষ বা ঘৃণার তৈরি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বিষয়গুলোকে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

ধাপ ৯: ডকুমেন্টেশন

- দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ এবং সারসংক্ষেপ সংরক্ষণ করতে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও ফিডব্যাক দিন। শিক্ষার্থীরা দলীয় কাজের বিভিন্ন ধাপের তথ্যসমূহ, আত্ম-প্রতিফলনের লিখিতরূপ এবং অর্জিত শিখনের সারসংক্ষেপ (ছবি/ভিডিও/লিখিতরূপ/ খসড়া এর হার্ড বা সফট কপি) শিক্ষকের মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে সংরক্ষণ করবে।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো ও রীতিনীতি

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৭.৫: প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি কীভাবে সামাজিক কাঠামোর উপর প্রভাব ফেলে এবং একই সঙ্গে এই কাঠামো দ্বারা কীভাবে সেগুলো নিয়ন্ত্রিত হয় তা অন্বেষণ করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৮টি **মোট কর্মঘণ্টা: ১২ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা সামাজিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতির ধারণার সঙ্গে পরিচিত হবে। সামাজিক মূল্যবোধ এবং রীতিনীতিগুলো যে মানুষের সামাজিক কাঠমোর মধ্যেই তৈরি হয় আবার সামাজিক কাঠামোকে নিয়ন্ত্রণ করে; সেইসঙ্গে সামাজিক কাঠামোও সামাজিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতিকে প্রভাবিত করে তা হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে। সামাজিক মূল্যবোধ এবং রীতিনীতিগুলো ধীরে ধীরে বদলায়, আবার এগুলোর বদল সময়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না, যখন মানুষের ওপর চাপ তৈরি করে তখন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure group) সেখানে দ্রুত বদল আনতে ভূমিকা রাখেন তাও অনুভব করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

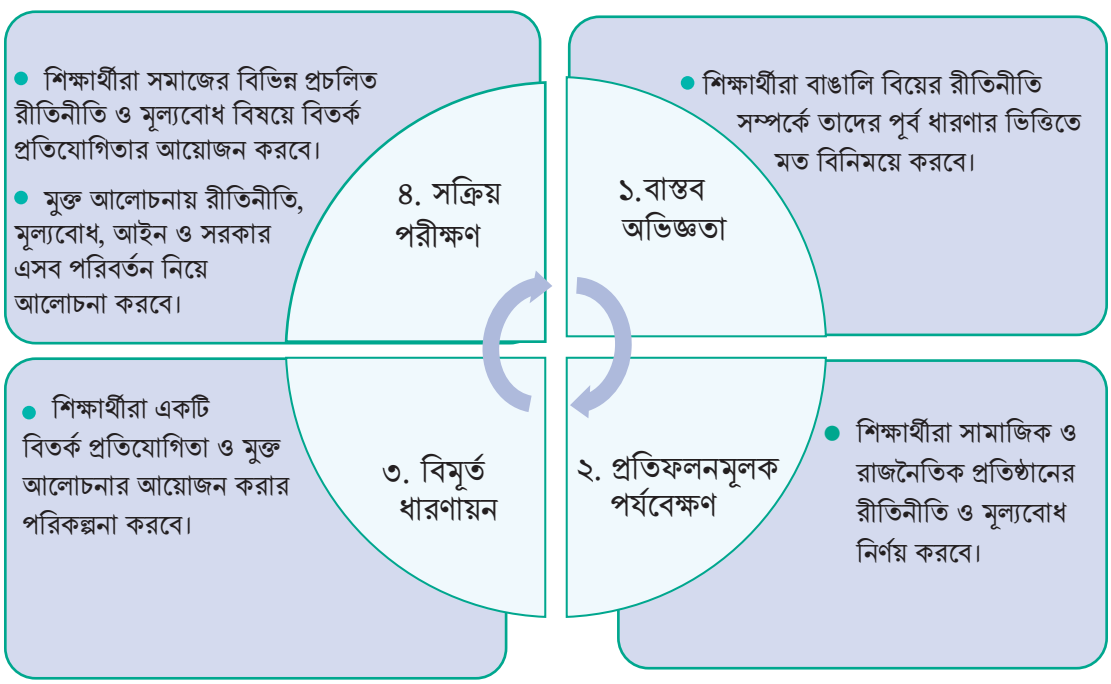

থিম নং	থিম	সেশন
১.	বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও এর প্রভাব অন্বেষণ	১-৫
২.	বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ ও এর প্রভাব অন্বেষণ	৬-৯
৩	**রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর রীতিনীতি, নিয়মকানুন ও মূল্যবোধের প্রভাব**	১০-১৪
৪.	প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা অনুসন্ধান	১৫-১৮

থিম ১: বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত রীতিনীতি ও এর প্রভাব অন্বেষণ

সেশন ১-২

এই সেশনে করণীয়

- এই সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের একটি বাঙালি বিয়ের ছবি দেখান। ওদের সঙ্গে আলোচনা করুন, বিয়ের পর কী হবে? মেয়েটা এতদিন কোথায় থাকত? বিয়ের পরে কোথায় যাবে? ওর পরিবারের লোকজনের ওর চলে যাওয়ার বিষয়টা কেমন লাগবে? তারা তখন কী করবে?
- এরপর পাঠ্যবই থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিন্নপত্রের অংশবিশেষ পড়তে বলুন।
- পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের বলুন, সকল সমাজের এরকম রীতিনীতি না হলেও অধিকাংশ সমাজ এই রীতিনীতি মেনে চলে। শিক্ষার্থীদের কোনো প্রশ্ন বা বক্তব্য থাকলে তাদের আলেচনার সুযোগ দিন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের অনুশীলন বই থেকে 'মিষ্টি খাওয়াও!' সার্কেলটি দেখতে বলুন।
- দেখার পর জানতে চান, এরকম ঘটনা ওরা কখনও দেখেছে কিনা। আশা করা যায়, শিক্ষার্থীদের কেউ কেউ সুখবর পেলে সবাই মিষ্টি খেতে চায়, এরকম অভিজ্ঞতার কথা বলতে পারবে। বলার পর অথবা না বললেও শিক্ষার্থীদের বলুন, এই ঘটনাগুলো আলাদা আলাদা কিন্তু সবগুলো ঘটনার মধ্যে একটা মিল আছে, সবগুলোই আনন্দের খবর। ভালো কিছু হলে অন্যদের 'মিষ্টিমুখ করানো' আমাদের সমাজের একটা নিয়ম।
- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ছবিগুলো দেখতে বলুন, জানতে চাইব, ছবিতে আমরা কী দেখতে পাচ্ছি?
- জানতে চান, এরকম আর কোনো নিয়মের কথা কি তোমাদের মনে পড়ছে? শিক্ষার্থীদের উত্তরগুলো শুনে আলোচনা করুন।

- এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন, নিচের ছকটা ব্যবহার করে আমাদের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের সাথে কথা বলে তারা কোন কোন সামাজিক নিয়ম মেনে চলে তার একটি তালিকা তৈরি করতে। এসব নিয়ম-কানুন তারা কোথা থেকে জানতে পেরেছেন? নিয়ম না মানলে কী হতে পারে? এসব প্রশ্নের উত্তরও জেনে নিতে বলুন। বলুন যে, ছকটিতে উদাহরণ হিসেবে একটি সামাজিক নিয়মের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা যতগুলো খুঁজে পাবে সবগুলো এই তালিকায় যোগ করব আর প্রশ্ন করে উত্তরও জেনে নেব। আমরা আরও বেশি ঘর এঁকে যতগুলো সম্ভব সামাজিক নিয়ম এই তালিকায় যুক্ত করব। কাজটি বুঝিয়ে দিয়ে ওদের বাড়ির কাজ হিসেবে করে আনতে বলুন।

ক্রম	সামাজিক নিয়মের তালিকা	নিয়ম পালনের কথা কে বলে দিয়েছে?/কোথা থেকে জেনেছেন?	এই নিয়ম পালন না করলে কী হতে পারে?
১।	বড়দের শ্রদ্ধা করা	বাবা-মা, বয়স্ক আত্মীয়-স্বজন	সবাই অপছন্দ করবে। অভদ্র বলবে।
২।	-------		
৩।	-------		
৪।	-------		

- এসকল কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সামাজিক রীতিনীতি এবং মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে আবার একই সঙ্গে প্রচলিত রীতিনীতি-মূল্যবোধ সামাজিক কাঠমোর অগ্রযাত্রায় ব্যঘাত ঘটালে সেখানে পরিবর্তনের জন্য কাজ করবে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে।

সেশন ৩-৪

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে তাদের তৈরি তালিকা উপস্থাপন করতে বলুন।
- উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের নিজে চিন্তা করতে দেন। এরপর তাদের পাশের বন্ধুর সাথে জোড়া গঠন করে নিজের ভাবনা-চিন্তাগুলো শেয়ার করতে বলুন (think-pair-share)। তারপর তাদের ভাবনা নিয়ে আলোচনা করুন। উপস্থাপন, ভাবনা ও আলোচনা থেকে তাদের ধারণা গঠন হবে:

অধিকাংশ মানুষ সামাজিক নিয়ম-কানুনগুলো জেনেছে তাদের পরিবার, পাড়া-পড়শি এবং বয়স্ক ব্যক্তিদের কাছ থেকে।

সবাই জানে, এসব নিয়ম-কানুন মেনে না চললে আইন কোনো শাস্তি দেয় না। কিন্তু সমাজের অধিকাংশ মানুষ এইসব নিয়ম-না-মানা মানুষদের অপছন্দ করে।

সমাজের এই অলিখিত নিয়ম-কানুনগুলোকে সামাজিক রীতিনীতি বা সংস্কার বলে। সামাজিক রীতিনীতি আমাদের বলে দেয় কোন পরিস্থিতে, কোন পরিবেশে, কার সাথে একজন মানুষকে কী ধরনের আচরণ করতে হবে। এগুলো মেনে চলবার কোনো আইনগত বাধ্যবাধকতা নেই কিন্তু কেউ না মানলে সমাজের মানুষ তাকে অপছন্দ করতে পারে।

- এরপর শিক্ষার্থীদের জোড়া অথবা দল গঠন করে পাঠ্যবই থেকে সামাজিক রীতিনীতির বৈশিষ্ট্য ও ভূমিকার পয়েন্টগুলো ভাগ করে দিন। তাদের নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য পাঁচ মিনিট সময় দিন, তারপর পুরো ক্লাসকে উদাহরণসহ বুঝিয়ে বলতে বলুন। কোনো জোড়া বা দলের সাহায্যের প্রয়োজন হলে সাহায্য করুন।

সেশন ৫

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের পরিবারে ও স্কুলে নিয়ম কানুন না মেনে চলে কী হতে পারে সেই ছকটি পূরণ করতে বলুন।

পরিবারে নিয়ম-কানুন মেনে না চললে কী হতে পারে	স্কুলে নিয়ম-কানুন মেনে না চললে কী হতে পারে

- এরপর আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে তাদের কাজ সম্পর্কে জানতে চান। তারা কী কী বিষয় তুলে ধরেছে তা বোঝার চেষ্টা করুন। শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, এই নিয়মকানুন মেনে চলার উপকারীতা কী? মেনে না চললে আমাদের কী হতে পারে? শিক্ষার্থীদের সব রীতি বা নিয়ম কানুন মানতে ইচ্ছে করে কিনা, না ইচ্ছে হলে কেন হয় না, না মানলে তার ফল কী হতে পারে, সেই ফলাফলকে তারা কীভাবে নেবে ইত্যাদি বিষয়ে যতটা সম্ভব বিস্তারিত কথা বলবার সুযোগ দিন। যতটা সম্ভব ব্যক্তিগত মত না দেওয়ার চেষ্টা করুন, প্রয়োজনবোধে যৌক্তিক উদাহরণ দিন, শিক্ষার্থীকে ভাববার, সিদ্ধান্ত নেওয়ার সুযোগ দিন, নিজস্ব ভালো-মন্দের ভাবনা চাপিয়ে দিবেন না। মনে রাখুন, শিক্ষার্থীরা ভুল করতে করতেও শিখবে, কিন্তু চাপিয়ে দেওয়া কোনো শিক্ষা জীবনে স্থায়ী হয় না।
- এরপর প্রচলিত রীতিনীতি মেনে চলার কারণ? অংশটুকু পড়তে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করুন।

থিম ২: বিভিন্ন সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধ ও এর প্রভাব অন্বেষণ

সেশন ৬-৮

এই সেশনে করণীয়

- এই সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের মূল্যবোধ অংশের ছবি দেখতে বলুন। সম্ভব হলে সামাজিক মূল্যবোধ প্রকাশিত হয় এরকম আরও কিছু ছবি দেখান।
- ছবি দেখা শেষ হলে শিক্ষার্থীদের ৫/৬ জনের দলে বিভক্ত করে ছবিগুলো থেকে কী বোঝা গেল তা আলোচনা করে দলগতভাবে উপস্থাপন করতে বলুন। কাজটি করার জন্য পাঠ্যবই থেকে নিচের ছকটি ব্যবহার করতে বলুন।

ক্রম	ছবির শিরোনাম	ছবি দেখে যা মনে হয়েছে
১.	চারপাশটা পরিচ্ছন্ন রাখি-সবাই মিলে ভালো থাকি (এটা একটি উদাহরণ)	সবাই মিলে সমাজের কাজগুলো করলে সবাই মিলে ভালো থাকা যায়। (এটা একটি উদাহরণ)
২.		
৩.		
৪.		
৫.		

- কাজ শেষ হলে প্রতিটি দলের কাজ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে বলুন।
- সবার উপস্থাপনা শেষ হলে বলুন, তোমাদের উপস্থাপন থেকে বোঝা গেল, ছবিতে কিছু সামাজিক ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে যেখানে কোন ব্যাক্তি বা একদল মানুষ কিছু কাজ করছে। জানতে চান, ছবিতে যেসব কাজ দেখানো হয়েছে সেগুলোকে ভালো না মন্দ কাজ বলে হচ্ছে? সবাই বলবে, ভালো কাজ।
- এরপর জানতে চান, কেউ যদি এই কাজগুলো করে তাহলে আমরা তাকে কেমন মানুষ বলে মনে করি? শিক্ষার্থীরা বলবে, ভালো মানুষ। তারপর জানতে চান, ভালো মানুষের কী কী বৈশিষ্ট্য ছবিগুলোয় দেখতে পাচ্ছি? 'সামাজের সেবা করা, দয়া, মায়া, পরোপকার, সহযোগিতার মনোভাব" শিক্ষার্থীরা এ ধরণের জবাব দেবে। তবে পাঠ্যবইয়ে যা লেখা আছে, এর বাইরেও যেন শিক্ষার্থীরা উদাহরণ দেয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখুন।
- এবারে শিক্ষার্থীদের কাছে ভালো মানুষের আর কী কী বৈশিষ্ট্য হয় তা জানতে চান। শিক্ষার্থীদের জবাবগুলো শুনে জিজ্ঞাসা করুন, আচ্ছা, আমরা জানলাম কীভাবে যে এগুলো ভালো মানুষের বৈশিষ্ট্য? শিক্ষার্থীদের নিজেদের অভিজ্ঞতা জানানোর সুযোগ দিন। কোথায়, কার কাছে শুনেছে এগুলো ভালো কাজ? তাদের করা কোন কাজগুলোকে অন্যরা ভালো বলেছে, উৎসাহিত করেছে? লোকে তাদের কী ধরণের কাজ করবার পরামর্শ দিয়েছে? ইত্যাদি প্রশ্ন থেকে তাদের অভিজ্ঞতাগুলো উঠে আসবে। তাদের ধারণা গঠন হবে:

আমাদের বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী বা সমাজ আমাদের শিখিয়েছে যে এগুলো ভালো কাজ এবং দেখা যাচ্ছে সমাজের অধিকাংশ মানুষ এগুলোকে ভালো কাজ হিসেবে মনে করছে।

- এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন এবারে চলো, আমরা পরিবারে ও সমাজে ভালো কাজ হিসেবে মনে করা হয় এমন কিছু কাজ চিহ্নিত করি এবং এ সব ভালো কাজ করার পেছনে যে নীতিগুলো থাকে সেগুলো খুঁজে বের করে তালিকা করি। কাজটি তারা দলে করবে। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের ছকটি উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে কাজ করতে বলুন।

ক্রম	সমাজ স্বীকৃত ভালো কাজের নমুনা	নীতি
১.	বয়স্ক ব্যক্তিকে রাস্তা পার হতে সাহায্য করা	পরোপকার
২.	অন্যের মতামত মেনে নিতে না পারলেও শ্রদ্ধাসহ শোনা	পরমতসহিষ্ণুতা
৩.	অন্যের জিনিস অনুমতি ছাড়া না নেওয়া	
৪		
৫.		

- কাজ শেষে শিক্ষার্থীদের তৈরি তালিকাগুলো উপস্থাপন করতে বলুন।
- উপস্থাপন শেষে বুঝিয়ে বলুন, এই যে নীতিগুলো, যার মাধ্যমে আমরা কোনটা ভালো কাজ আর কোনটা খারাপ কাজ তা বুঝতে পারি তাকে 'মূল্যবোধ' বলা হয়। এর মাধ্যমে আমরা সমাজ কী গ্রহণ করবে ও করবে না সে সম্পর্কে জানাতে পারি। মূল্যবোধগুলো সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখে। সমাজ বিভিন্নভাবে মানুষকে এসব নীতির সাথে প্রতিনিয়ত পরিচিত করায়। তাদের ধারণা গঠন হবে:

সমাজ স্বীকৃত যে সব নীতিমালা সাধারণভাবে সমাজের মানুষকে কোন কাজটি উচিত/ ঠিক আর কোন কাজ অনুচিত/ ভুল, সে সম্পর্কে ধারণা দেয় তাকে মূল্যবোধ বলে। মূল্যবোধ মানুষকে সমাজ জীবনে কোন বিষয়গুলো মূল্যবান বা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে শেখায়।

- এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন, নানা সমাজে গ্রহণযোগ্য মূল্যবোধগুলো সেখানকার প্রচলিত নানান কথা, ছড়া, প্রবাদ-প্রবচনে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে লেখা বিভিন্ন দেশের প্রবাদবাক্যগুলো পড়তে বলুন।
- এরপর এই প্রবাদবাক্যগুলোর অর্থ এবং এর মধ্যকার মূল্যবোধ নিয়ে দলে আলোচনা করতে বলুন। তারপর অনুশীলন বইয়ের ছকটি পূরণ করতে বলুন।

প্রবাদবাক্য	মূল্যবোধ
সংকটের সময়ে বুদ্ধিমানরা সাঁকো তৈরি করে আর বোকারা বানায় দেয়াল।	পারস্পরিক সহযোগিতা
তুমি যা করো তা যদি কাউকে জানতে দিতে না চাও, তবে সে কাজ কখনো ক'রো না।	সততা
দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ।	একাত্মতা

- ছক পূরণ শেষে শিক্ষার্থীদের কাছে মূল্যবোধগুলোর নাম জানুন। শিক্ষার্থীরা মূল্যবোধগুলো বুঝতে পারবে কিন্তু হয়ত যথার্থ শব্দ ব্যবহার করে সবগুলো প্রকাশ করতে পারবে না। তাদের উপযুক্ত শব্দ খুঁজে পেতে সাহায্য করুন।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, প্রবাদবাক্যগুলোর কোনোটায় পারস্পরিক সহযোগিতা, কোনোটায় সময়ানুবর্তিতার মূল্যবোধ ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে।
- শিক্ষার্থীদের দলে ভাগ হয়ে বিদেশে থাকা পরিচিতজন, ইন্টারনেট, আশেপাশের মানুষ, বিভিন্ন বই ইত্যাদি উৎস থেকে প্রবাদবাক্য সংগ্রহ করে এর মধ্যকার মূল্যবোধগুলো খুঁজে বের করার নির্দেশনা দিন।
- কাজটির জন্য দু'একদিন সময় দিন। শিক্ষার্থী-দলগুলোকে বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে কাজগুলো উপস্থাপন করতে উৎসাহিত করুন।
- নির্দিষ্ট দিনে শিক্ষার্থীরা তাদের কাজ উপস্থাপন করবে। কাজগুলোর মূল্যায়ন করুন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করুন।

সেশন ৯

এই সেশনে করণীয়:

- সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের কাছে সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধের মধ্যে পার্থক্য জানতে চান। শিক্ষার্থীরা বাস্তব অভিজ্ঞতা ও কাজের মাধ্যমে যে ধারণা গঠন হয়েছে তার ভিত্তিতে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবে।
- এরপর এই পাঠ্যবইয়ের ছক অনুযায়ী বিষয়টি সম্পর্কে মুক্ত আলোচনা করুন।

ক্রম	সামাজিক রীতিনীতি	মূল্যবোধ
১.	কোনো নির্দিষ্ট পরিবেশ-পরিস্থিতিতে সমাজের মানুষ কীভাবে আচরণ করবে তার আদর্শ।	কিছু নীতিমালা যা কোনো একটি সমাজের মানুষের জন্য কোন ধরণের আচরণ বা কাজ মূল্যবান বা ভাল আর কোন ধরণের আচরণ মন্দ তা বুঝতে সাহায্য করে।
২.	কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে সুনির্দিষ্ট আচরণের নির্দেশনা।	আচরণের সাধারণ নীতিমালা।
৩.	সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত আচরণ।	কোনো একজন ব্যক্তির মেনে চলা নীতি বা বিশ্বাস।
৪.	একেক সমাজে একেক রকম রীতিনীতি দেখা যায়।	একেক ব্যক্তি একেক রকম মূল্যবোধে বিশ্বাসী হয় ।
৫.	উদাহরণ: কারো সাথে দেখা হলে কুশল বিনিময় করা, বড়দের শ্রদ্ধা করা, হাঁচি-কাশি দেবার সময় মুখে হাত দেয়া, কারো সাথে ধাক্কা লেগে গেলে দুঃখ প্রকাশ করা প্রভৃতি।	উদাহরণ: সততা, সাহস, দয়া, শ্রদ্ধা, পরমত সহিষ্ণুতা প্রভৃতি।

- তারপর শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা আমাদের প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় নানারকম রীতিনীতি আর মূল্যবোধের দেখা পাই। অরিত্রর গল্পটা থেকে চলো আমরা বিষয়টা আরো একবার বোঝার চেষ্টা করি। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে 'স্কুলের প্রথম দিন' গল্পটি পড়তে বলুন।
- তারপর বলুন, চলো আমরা খুঁজে দেখি এই গল্পের মধ্যে কী কী রীতিনীতি আর কী কী মূল্যবোধ খুঁজে পাই। শিক্ষার্থীদের নিচের ছকটি ব্যবহার করে এককভাবে কাজটি করতে বলুন।

রীতিনীতি	মূল্যবোধ

থিম ৩: রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপর রীতিনীতি, নিয়মকানুন ও মূল্যবোধের প্রভাব

সেশন ১০-১২: নির্বাচন

এই সেশনে করণীয়:

এই সেশনটি যতটা সম্ভব ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণিকে একসঙ্গে নিয়ে পরিচালনা করুন।

- এই সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন করুন, সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে আমরা কী কী কাজ করেছি? এই কাজগুলো কতটা গুরুত্বপূর্ণ? আমাদের ক্লাবগুলোর যদি কমিটি না থাকত, যদি প্রত্যেকের দায়িত্ব ভাগ না করা থাকত তাহলে কি কাজগুলো সুন্দরভাবে করা যেত?
- চেষ্টা করুন যেন বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব কমিটির মেয়াদ শেষ হওয়ার কাছাকাছি সময়ে এই ক্লাসটি শুরু হয়। এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন, চলো আমরা অন্যান্য শ্রেণিকে সঙ্গে নিয়ে শুরুতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের নির্বাচন করি। তাতে ক্লাবের সদস্যসংখ্যাও বাড়বে, আবার কাজের ব্যপ্তিও বাড়বে। শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আলোচনা করে নির্বাচনের দিন-তারিখ ঠিক করুন।

- সকলের আলোচনার ভিত্তিতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটিতে কী কী পদ প্রয়োজন, তার তালিকা তৈরি করুন। নির্বাচনে কে কোন পদে মনোনয়ন চায়, তাদের নামেরও তালিকা করুন। তালিকা তৈরির জন্য আমরা অনুশীলন বইয়ের 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-কমিটির সদস্যপদের তালিকা' ছকটি ব্যবহার করুন। পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক, তথ্য ও প্রচার সম্পাদক, প্রকাশনা সম্পাদক ইত্যাদি পদ রাখতে পারেন। প্রয়োজনে পদের সংখ্যা বাড়িয়ে-কমিয়ে নিবেন।

- নির্বাচনের আয়োজন করবার জন্য শ্রেণি থেকে তিন-চারজন নিরপেক্ষ সদস্য নিয়ে একটি কমিটি তৈরি করুন। যার নাম হবে নির্বাচন কমিশন। এই কমিটি নির্বাচনের প্রার্থীদের প্রতীক বরাদ্দ করবে। দুই ক্লাসের সকলের নাম লিখে ভোটার তালিকা তৈরি করবে। নির্বাচনের নিয়মকানুন বা নির্বাচনী আচরণবিধিও তৈরি করবে। আচরণবিধি তৈরির জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুশীলন বই থেকে 'নির্বাচনি আচরণবিধি'ছকটি ব্যবহার করতে বলুন।

- দুই ক্লাসের সমসংখ্যক প্রতিনিধিত্ব রেখে শিক্ষার্থীদের দুই থেকে-তিনটি প্যানেল তৈরি করতে বলুন। প্রতিটি প্যানেল থেকে কে কোন পদে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে তার তালিকা প্রকাশ করতে বলুন।

- প্রত্যেকটি প্যানেলকে শ্লোগান, প্লাকার্ড, পোস্টার ইত্যাদি তৈরিতে উৎসাহিত করুন। পোস্টার লাগানোর জন্য বিদ্যালয় প্রাঙ্গণের কয়েকটি নির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারণ করুন । প্রচার-প্রচারণার জন্য গান-কবিতা তৈরি করা, সুন্দরভাবে বক্তৃতা করা, সুশৃংঙ্খল সমাবেশ ও মিছিল করতে উৎসাহিত করুন। নির্বাচনে অংশ নেওয়া দলগুলোকে নিজেদের নির্বাচনি ইশতেহার বানতে বলুন যেখানে তাদের প্যানেল নির্বাচনে জয়ী হলে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য তারা কী কী কাজ করবে তার বর্ণনা লেখা থাকবে।

- নির্বাচনকে ঘিরে পুরো স্কুলে যেন একটা উৎসবের আমেজ তৈরি হতে পারে সে বিষয়ে যত্নশীল হোন।

- নির্বাচনের দিন নির্বাচন কমিশন প্রচার-প্রচারণা বন্ধ রাখার নির্দেশ দিন। তারা প্রার্থীর প্রতীকসহ ব্যালট পেপার তৈরি করবে। এটি তৈরির জন্য নির্বাচন কমিশন পাঠ্যবইয়ের ব্যালট পেপারের উদাহরণটি (বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব নির্বাচন) ব্যবহার করতে পারে।

- টিফিনের পরে বা শেষ দুই পিরিয়ডের সময়ে নির্বাচন হবে। নির্বাচনের জন্য যেন শ্রেণিকার্যক্রম বিঘ্নিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখুন। শিক্ষার্থীরা ক্লাব কার্যক্রমের সময়ে অথবা প্রয়োজনে বিদ্যালয়ের সময়ের পরে কিছুটা বাড়তি সময় বিদ্যালয়ে থেকে নির্বাচনের কার্যক্রম করবে। এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে যথাবিহিত অনুমতি নিন।

- নির্বাচনের আগে সেচ্ছাসেবক দল গঠন করতে বলুন। তারা নির্বাচনের দিন পাটের দড়িতে রঙিন কাগজের পতাকা ঝুলিয়ে বা অন্যকিছু দিয়ে ভোট কেন্দ্রের সীমানা নির্ধারণ করবে। ভোটকেন্দ্রে ঢোকার জন্য ভোটারদের লাইনে দাঁড়তে সাহায্য করবে। ভোটকেন্দ্রে ঢুকবার মুখে দুই দিকে দুইটা টেবিল থাকবে। সেখানে প্রতিটি প্যানেলের স্বেচ্ছাসেবকরা ভোটার তালিকার সঙ্গে পরিচয়পত্র মিলিয়ে ভোটার সনাক্ত করবে। ভোটারদের ভোট দিতে সাহায্য করবে; সিল ও ব্যালট পেপার দিয়ে বুঝিয়ে

দেবে, কীভাবে ভোট দিতে হবে। ভোটাররা পর্দাঘেরা গোপন কক্ষে গিয়ে, ব্যালট পেপারে পছন্দের প্রার্থীর প্রতীকে সিল দিয়ে, ব্যালট বাক্সে রাখবে। স্বেচ্ছাসেবকদের আগে থেকেই বিষয়গুলো বুঝিয়ে দিন এবং তদারক করুন।

- নির্বাচনের দিন যেন সকলেই উপস্থিত থাকে সে বিষয়ে উৎসাহিত করুন। সকলেই যেন সক্রিয় নাগরিক হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করে সে বিষয়ে উৎসাহ দিন।
- ভোট গ্রহণ শেষ হলে স্বেচ্ছাসেবকদের সহযোগিতায় ভোট গণনা করুন। সেখানে প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার চেষ্টা করুন। সকল বিজয়ী প্রার্থীর নাম ঘোষণার পর বিজয়ীদের অভিনন্দন জানান।
- স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষার্থীদের বলুন, বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব-নির্বাচনে যারা বিজয়ী হয়েছে তাদের নামের তালিকা নোটিশ বোর্ডে ঝুলিয়ে দিতে।
- নির্বাচন শেষে বলুন, আমরা যেভাবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের কমিটি নির্বাচন করেছি, বাংলাদেশের আইনসভার সদস্য নির্বাচনও এভাবে হয়। বাংলাদেশের আইনসভাকে 'সংসদ' বলা হয়। তবে আমাদের নির্বাচন আর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে কিছু তফাৎও আছে।
- সংসদ নির্বাচনে ভোট দিতে পারে কমপক্ষে আঠার বছর বয়সী বাংলাদেশি নাগরিকরা। রাজনৈতিক দল থেকে অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা যায়। বাংলাদেশকে তিনশত আসনে ভাগ করা হয়। প্রতিটি আসন থেকে একজন করে মোট তিনশ' জন সংসদ সদস্য সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। নির্বাচিত সংসদ সদস্যরা সংবিধান অনুযায়ী সংরক্ষিত নারী আসনে পঞ্চাশজন নারী সাংসদকে নির্বাচন করেন তারা রাষ্ট্রপতিও নির্বাচন করেন। প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি
- শিক্ষার্থীদের বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ বা আইন সভার ছবি দেখিয়ে বলুন, আমরা নির্বাচনের মাধ্যমে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাব কমিটি গঠন করে ক্লাবের কার্যক্রম পরিচালনা করব। একইভাবে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইনসভার সদস্যদের বাছাই করা হয়।
- এরপর বলুন, চলো আমরা পাঠ্যবই, অন্যান্য বইপত্র, ইন্টারনেট, শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তি যারা এ বিষয়ে অনেক তথ্য জানেন তাদের সহযোগিতা নিয়ে জাতীয় সংসদ নির্বাচন এবং জাতীয় সংসদের কার্যক্রম সম্পর্কে অনুসন্ধানী কাজ করি। শিক্ষার্থীদের পাঁচ-ছয়জনের দলে ভাগ হতে সাহায্য করুন। কাজটি করার জন্য তাদের অনধিক দুই দিন সময় দিন।

সেশন ১৩-১৪: আইন পরিষদ ও ছায়া সংসদ

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের তাদের অনুসন্ধানী কাজের ফলাফল উপস্থাপন করতে বলুন। শিক্ষার্থীদের ফিডব্যাক দিন এবং মূল্যায়ন করুন।

- উপস্থাপন শেষে শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা তো বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের নির্বাচন করেছি আবার জাতীয় নির্বাচন নির্বাচন সম্বন্ধে অনুসন্ধানী কাজ করেছি, চলো আমরা মিল-অমিলের ছক ব্যবহার করে দেখি, আমাদের ক্লাবের নির্বাচন আর জাতীয় নির্বাচনের মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় অমিল আছে।

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে ভেন রেখাচিত্রটি দেখতে বলুন। তাদের বুঝিয়ে বলুন, ছকের বামদিকে আমরা আমাদের নির্বাচন নিয়ে লিখব আর ডানদিকে লিখব জাতীয় নির্বাচনের কথা। আর যে বিষয়টি দুই নির্বাচনেই এক রকম সেটি বসাব মাঝখানে। তারপর প্রত্যেককে বইয়ের ছকটি পূরণ করতে বলুন।

- শিক্ষার্থীদের জানান, সংসদ নির্বাচন আর আমাদের নির্বাচনের মধ্যে যত তফাৎই থাক, একটা মিল কিন্তু দারুণ! দুই জায়গায়ই ভোটের মাধ্যমে পছন্দের প্রার্থী নির্বাচন করা যায়। তাতে সকলের মতামত দেওয়ার সুযোগ হয়। সেই প্রার্থীরা সকলের পক্ষ থেকে সংসদে কথা বলছে। অর্থাৎ সকলেরই মতামত প্রকাশের সুযোগ তৈরি হচ্ছে।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, ২০২১ সালে খবরে দেখেছি, নওগাঁর পাহাড়পুর জাদুঘর এলাকায় কিছু শেয়াল আছে। শেয়াল তো এখন বিলুপ্তপ্রায় প্রাণী। ওই জাদুঘরের কাস্টডিয়ান ফজলুল করিম আরজু তার সহকর্মীদের নিয়ে শেয়ালগুলোকে প্রতিদিন খাবার দেয়। বাচ্চা শেয়ালদের দেখেশুনে রাখে।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, এই পৃথিবী কেবল মানুষের নয়। সকল প্রাণ, সকল প্রাণীর এখানে বেঁচে থাকবার, বেড়ে উঠবার সমান অধিকার আছে। মানুষ যদি পুরো পৃথিবীকে কেবল নিজের জন্য দখল করে রাখতে চায়, সকলের অধিকার কেড়ে নিয়ে কেবল একাই বাঁচতে চায়, তাহলে আসলে শেষ পর্যন্ত কেউই বাঁচবে না। ওদের কাছে জানুন, কোনো এমন কোনো অসহায় প্রাণীর কথা ওরা জানে কিনা, যারা মানুষের একটুখানি সহযোগিতা পেলে সুন্দরভাবে বাঁচতে পারে। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের মতন করে নিজেদের অভিজ্ঞতা ও ভাবনা শেয়ার করতে উৎসাহিত করুন।

- আমাদের আশেপাশের/ পথের কোন প্রাণীকে আমরা সাহায্য করতে পারি সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের মতামত দিতে বলুন। যদি কোনো তর্ক-বিতর্ক তৈরি হয় সেটি থামিয়ে দিবেন না, সমাধান করতেও যাবেন না। শিক্ষার্থীরা কোন পথের প্রাণীকে সাহায্য করবে সে বিষয়ে একমত হোক বা না হোক, বলুন, আমরা তো ক্লাবের মাধ্যমে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবো।

- শিক্ষার্থীদের কাছে জানতে চান, তারা টেলিভিশনে জাতীয় সংসদের অধিবেশন দেখেছে কিনা। না দেখলে সংসদ টেলিভিশন দেখতে উৎসাহিত করুন। বলুন, আমরা ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে জাতীয় সংসদের আদলে 'ছায়া সংসদ' তৈরি করি চলো। সেখানে পথের প্রাণীকে সাহায্য করবার বিষয়টি বিল আকারে আসবে। শিক্ষার্থীদের বলুন, সংসদে উত্থাপিত আইনের খসড়া বা প্রস্তাবকে বিল বলে।

- ওদের বলুন, এবার তাহলে সংসদে বসে আমরা নতুন আইন প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নেব। আমাদের এই শ্রেণিকক্ষই হবে আইনসভা। ক্লাব নির্বাচনে বিজয়ীদের মধ্য থেকে সাধারণ সম্পাদককে 'রাষ্ট্রপতি',

সভাপতিকে 'প্রধানমন্ত্রী' হিসেব নিয়োগ দিন। প্রধানমন্ত্রীকে আইনমন্ত্রী, বন ও পরিবেশ মন্ত্রী, পানিসম্পদ মন্ত্রী, স্বাস্থ্য মন্ত্রী ইত্যাদি মনোনয়ন করতে বলুন। রাষ্ট্রপতি তাদের নিয়োগ দিন। একজন স্পিকারও নিযুক্ত হবে। বিজয়ী প্যানেলের বাকিরা সরকারি দলের সাংসদ আর অন্যান্যরা বিরোধী দলের সাংসদ হলো। এভাবে আমরা জাতীয় সংসদের আদলে ছায়া সংসদ তৈরি করুন।

- কয়েকজন সংসদ সদস্যকে আলোচনার ভিত্তিতে আইনের একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করতে বলুন। এরপর বিরোধী দলের একজন সদস্যকে আইনের খসড়াটি সংসদে বিল আকারে উপস্থাপন করতে বলুন।
- সরকারি ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা নিজেদের মধ্যে বিতর্ক করবে। সবশেষে স্পিকার মৌখিক ভোটের আয়োজন করবে। কণ্ঠভোটে "হ্যাঁ" জয়যুক্ত হলে আইনটি লিখিতভাবে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য পেশ করতে বলুন। যদি বিলটি পাশ না হয় তাহলে আবারও আলোচনার মাধ্যমে সংশোধনী এনে সংসদে উত্থাপন করতে বলুন। এভাবে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ক্লাবের একটি আইন তৈরি করার জন্য শিক্ষার্থীদের কাজ করবে।
- এরপর শিক্ষার্থীদের দলগতভাবে পাঠ্যবই থেকে 'বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ পরিকল্পনার ছক'কে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করে সারাবছর কী কাজ করবে তার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করতে বলুন।

থিম ৪: প্রচলিত রীতিনীতি, মূল্যবোধ ইত্যাদি কীভাবে পরিবর্তিত হয় তা অনুসন্ধান

সেশন ১৫

এই সেশনে করণীয়:

- শিক্ষার্থীদের বলুন, বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নারী-পুরুষ সকলের অংশ নেওয়ার সমান সুযোগ আছে। তবুও নারীদের জন্য আলাদা করে পঞ্চাশটি সংরক্ষিত আসন আছে। জিজ্ঞেন করুন, এর কারণ কী বলে মনে হয়?
- নারীদের যে আরও বিভিন্ন জায়গায় সুবিধা দেওয়া হয় (শিক্ষা, পরিবহন ইত্যাদি), সে বিষয়টি ওরা খেয়াল করেছে কি-না জানতে চান। এই সুবিধাগুলো তাদের কেন দেওয়া হচ্ছে, তাতে নারী তার প্রাপ্যের অতিরিক্ত পাচ্ছে কি-না, এরকমটা করা উচিত বলে ওরা মনে করছে কি-না, নারীর আদৌ রাজনীতিতে আসা উচিত কি-না, তাদের সব ধরণের কাজে যুক্ত হওয়ার সক্ষমতা আছে কি-না ইত্যাদি প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের ভাবনাগুলো উৎসাহিত করুন। নিজে কোনো জবাব বা মতামত দিবেন না।
- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবই থেকে নিচের লেখা ও মানচিত্রটা ভালো করে দেখতে বলুন।

সালমা বলল, কিন্তু আপা, টেলিভিশনের সংসদ অধিবেশনে আমরা দেখেছি সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্যরা কথা বলেন। আমাদের ছায়া-সংসদে তো কোনো সংরক্ষিত নারী আসনের সদস্য ছিল না! খুশি আপা পাল্টা প্রশ্ন করলেন, সংসদে যদি কোনো মেয়েই না থাকত তাহলে কেমন হতো? ..... গৌতম বললো, কিন্তু আইন সভার সদস্যরা তো সমাজের সবার মতামতের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়! মানুষ তাহলে অমন প্রার্থীদের ভোট দিতো কেন? সিয়াম বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলো, তার মানে কি তখনকার মানুষের সামাজিক রীতিনীতি-মূল্যবোধও ঐ রকম ছিল!!

- এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন, সামাজিক রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সমাজে কীভাবে কাজ করে আর কীভাবেই বা তা সময়ের সাথে বদলে যায়, চলো পাঠ্যবই থেকে প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক, সাহিত্যিক রামমোহন রায় এর জীবনীর অংশবিশেষ পড়ে বিষয়টি বুঝবার চেষ্টা করি।
- রামমোহন রায়- এর জীবনী পড়া শেষ হলে শিক্ষার্থীদের বলব, দলগতভাবে অনুশীলন বইয়ের 'কীভাবে সামাজিক রীতিনীতি পরিবর্তিত হয়?' ছকটি ব্যবহার করে, রামমোহন রায়- এর সময়কার সামাজিক রীতিনীতি কীভাবে পরিবর্তন হলো, তার প্রক্রিয়াটি নিজের ভাষায় লিখে উপস্থাপন করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীরা কাজটি শেষ করলে শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করবে। তাদের ফিডব্যাক প্রদান করুন।
- এরপর শিক্ষার্থীদের বলুন, আচ্ছা চলো, আমরা এ বিষয়ে একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করি। আমরা অনুশীলন বইয়ের উদাহরণ অনুসরণ করে বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় নির্ধারণ করতে পারি অথবা পাঠ্যবই থেকেও বেছে নিতে পারি।
- বিতর্ক শেষে যারা বিতর্কে অংশগ্রহণ করেনি তাদের মুক্ত আলোচনায় আহ্বান করুন। সে আলোচনায় শিক্ষার্থীরা সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ, আইন, সরকার এসবের বদল নিয়ে নিজেদের ভাবনা অনুযায়ী মুক্ত আলোচনা করবে।

এ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন হবে:

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো, রীতিনীতি ও মূল্যবোধ সবকিছুতেই বদল আসে।

সেশন ১৬-১৮

- এই সেশনের শুরুতে শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা দেখলাম, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সামাজিক কাঠামোয় অনেক রকমের বদল হয়। তাদের প্রশ্ন করুন, এই বদলগুলো হয় কী করে? শিক্ষার্থীরা মানুষের শিক্ষা-দীক্ষা-ভাবনা, আইন ইত্যাদি নানারকম বদলের কথা বলতে পারে। না বলতে পারলে পাঠ্যবই থেকে নিচের উদাহরণটি দিতে পারি:

  মিলি বলল, আমাদের এলাকায় একটা মেয়ের বিয়ের কথা হয়েছিল। ওর বাবা-মা রাজিও ছিল। কিন্তু মেয়েটার বয়স মাত্র পনের বলে বিয়েটা আর দেয়নি। কারণ ওর চাচা বাঁধা দিয়েছে। বলেছে, এখন

বাল্যবিবাহ আইনত নিষিদ্ধ। যখন আইনে বাধা ছিল না তখন অনেক ছোটবেলায় ছেলেমেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, আইন-কানুন মূল্যবোধ ও রীতিনীতিকে প্রভাবিত করে।
- এরপর বলুন, সমাজের অগ্রসরমান অংশের আন্দোলনের ফলেও মানুষের চিন্তা-চেতনায় পরিবর্তন হয়। আর চিন্তার পরিবর্তন থেকে রীতিনীতি আর মূল্যবোধেও পরিবর্তন আসে। অতীতকাল থেকেই অনেক মানুষ আমাদের সামাজিক রীতিনীতি আর মূল্যবোধের পরিবর্তনে ভূমিকা রেখেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমূখ। তাঁরা চাপ তৈরির মাধ্যমে সমাজের অনেক রীতিনীতিতে বদল এনেছেন বলে তাঁদের 'চাপসৃষ্টিকারী' গোষ্ঠীও বলা যায়।
- এইসব মনীষীরা সমাজের কী কী রীতিনীতিতে বদল এনেছেন, শিক্ষার্থীদের নিজেদের জানাশোনা এবং অভিজ্ঞতা থেকে সেই আলোচনা করার নির্দেশ দিন।
- আলোচনা শেষে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে দিন। বলুন, দেশ-বিদেশের সমসাময়িক ঘটনা এবং অতীত ইতিহাস থেকে সামাজিক রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান বিষয়ে আমরা অনুসন্ধানমূলক কাজ করব। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ের "যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নেয়া যায় কীভাবে?" অংশ থেকে শেখা পদ্ধতি অনুসরণ করতে বলুন। প্রথমে তাদের নিচের ছকে উল্লিখিত প্রশ্নের মতো অনুসন্ধানী প্রশ্ন তৈরি করতে বলুন।

  ১. রাষ্ট্র, সরকার, আইন কীভাবে রীতিনীতি ও মূল্যবোধকে প্রভাবিত করে?

  ২. রীতিনীতি ও মূল্যবোধ কীভাবে রাষ্ট্র, সরকার, আইনকে প্রভাবিত করে?

  ৩. .....

  ৪. .....

- বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতির ধাপ অনুসরণ করে তথ্য সংগ্রহের জন্য বই, পত্রপত্রিকা, ইন্টারনেট ও সাক্ষাৎকারের সাহায্য নিয়ে তাদের অনুসন্ধান কাজটি করার নির্দেশনা দিন ও সহায়তা করুন। এই কাজের জন্য তাদের দুই-তিন দিন সময় দিন।
- এরপর শিক্ষার্থীরা বিষয় অনুযায়ী অনুসন্ধানী প্রতিবেদন তৈরি করবে। উপস্থাপনের দিন বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে উপস্থাপন করবে।
- শিক্ষার্থীরা যেন তাদের অনুসন্ধানী কাজ ও উপস্থাপনায় নিচের বিষয় গুলো তুলে ধরে তা তাদের আগেই বলে দিবেন-

- আশে পাশের বিভিন্ন মূল্যবোধ সনাক্ত করা
- আশে পাশের বিভিন্ন সামাজিক রীতিনীতি সনাক্ত করা
- সামাজিক কাঠামোর উপর প্রচলিত রীতিনীতি বা মূল্যবোধ এর প্রভাব বিশ্লেষণ
- প্রচলিত রীতিনীতি বা মূল্যবোধ এর উপর সামাজিক কাঠামোর প্রভাব বিশ্লেষণ

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৭.৬: সময়ের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার উপর কী রকম প্রভাব ফেলে তা অনুসন্ধান করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১০টি **মোট কর্মঘণ্টা: ৭ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

এই শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের স্বরূপ উদঘাটন করবার সুযোগ পাবে। ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকার বদলের সঙ্গে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বদলের যে সম্বন্ধ রয়েছে শিক্ষার্থী তা অনুধাবন করতে পারবে। এই প্রেক্ষাপটের বদল কী করে ব্যক্তিকে প্রভাবিত করে, আবার ব্যক্তি কীভাবে উক্ত বদলে প্রভাব বিস্তার করে তা বিশ্লেষণ করতে পারবে। সর্বোপরি, নিজের সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যক্তিগত অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হলঃ

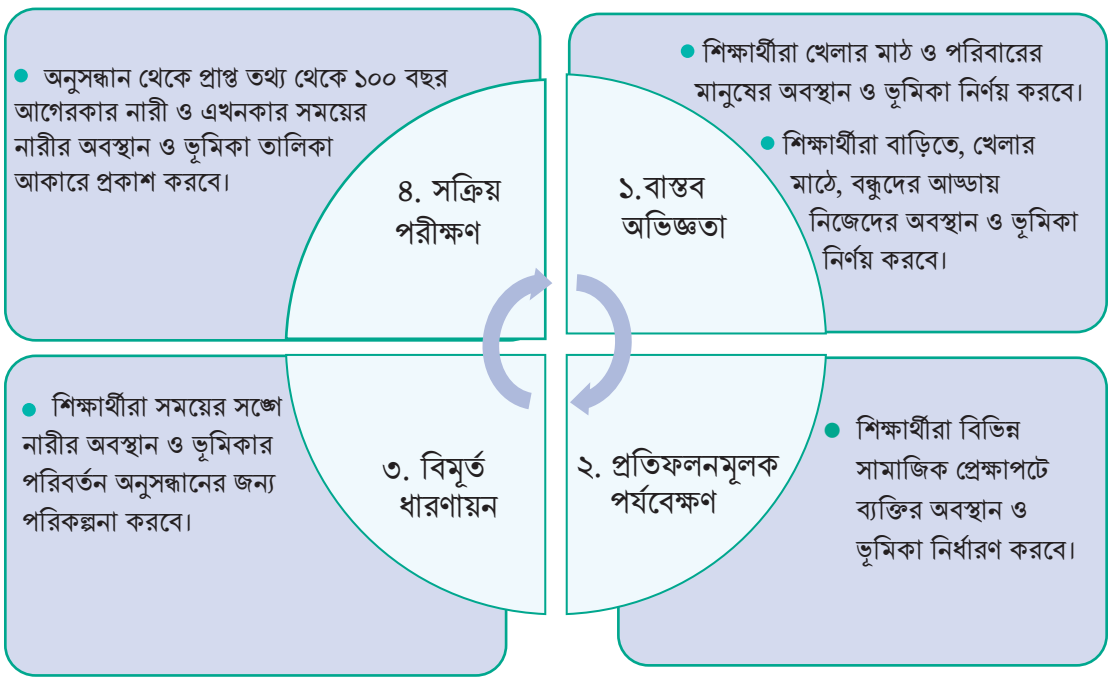

থিম নং	থিম	সেশন
১.	সময়ের সঙ্গে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নির্নয়	১-৭
২.	সময়ের সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা অনুসন্ধান	৮-১০

থিম ১: সময়ের সঙ্গে ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা নির্নয়

সেশন ১-৩

এ সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, কার কার বড় হতে ইচ্ছে করে/ আরও ছোটবেলায় ইচ্ছে করেছে? শিক্ষার্থীরা হাত তুলে নিজেদের ইতিবাচক মতামত জানাতে পারে, নাও জানাতে পারে। যদি জানায় তাহলে জানতে চাইব, কেন সে বড় হতে চায়? কীভাবে বড় হওয়ার চেষ্টা করেছে? আর যদি 'বড় হতে ইচ্ছে করে/ আরও ছোটবেলায় ইচ্ছে করেছে?' এরকম কথা কেউ স্বীকার না করে তাহলে নিজের ছোটবেলার কথা বলুন, "আমি ... এগুলো করতে চাইতাম। কিন্তু করতে পারতাম না বলে ভাবতাম, কবে বড় হব? অথবা বড়দের দেখতাম ইচ্ছে হলেই বাইরে যায়, তারা কাচের গ্লাস ভাঙলে কেউ বকে না, ... আমিও ভাবতাম, যদি তাড়াতাড়ি বড় হতে পারি, তাহলে কত স্বাধীনতা পাব! মায়ের শাড়ি পরে/ বাবার জুতা পরে বড় মানুষ সাজতাম।" ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এরকম না হলে পাঠ্যবইয়ের উদাহরণ দিন।
- ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত এ বিষয়ে খুশি আপার দেখানো ফুটবল ফরমেশনের ছবি ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে পারস্পরিক আলাপের মাধ্যমে পরিস্কার করুন। এরপর শিক্ষার্থীদের নিচের ছকদুটোর ব্যাখ্যা করতে বলুন।

	অবস্থান	মূল ভূমিকা	পরিবর্তিত ভূমিকা
গোলরক্ষক	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	গোল দিতে বাধা দেওয়া	গোল দেওয়া
সেন্টার ফরোয়ার্ড	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	গোল দেওয়া	গোল দিতে বাধা দেওয়া

	মূল অবস্থান	পরিবর্তিত অবস্থান	ভূমিকা
গোলরক্ষক	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	গোল দিতে বাধা দেওয়া
সেন্টার ফরোয়ার্ড	প্রতিপক্ষের গোলপোস্টের সামনে	নিজেদের গোলপোস্টের সামনে	গোল দেওয়া

- শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ইচ্ছা পূরণ' গল্পটা অনুশীলন বই থেকে শিক্ষার্থীদের পড়তে বলুন।
- গল্পটা পড়া হলে শিক্ষার্থীদের বলুন, তোমরা হয়তো অনেখকে ... এভাবে বড় হতে চেয়েছিলে/ শাড়ি/ জুতা পরে বড় হতে চেয়েছিলে/ সুমন যেমন গোঁফ লাগিয়ে বড় মানুষ সেজেছে, 'ইচ্ছা পূরণ গল্পে এরকম ঘটনা কার ক্ষেত্রে ঘটেছে? শিক্ষার্থীরা বলবে, সুশীলচন্দ্র ছেলে থেকে বাবা হয়েছে, সুবলচন্দ্র বাবা থেকে ছেলে হয়েছে। শিক্ষার্থীদের উত্তর থেকে পুরো বক্তব্য না এলে জিজ্ঞেস করুন, কে ছেলে থেকে বাবা হয়েছে? কে বাবা থেকে ছেলে হয়েছে? এরপর আলোচনা করুন, সুশীল ছেলে হিসেবে কেমন ছিল? বাবা হিসেবে কেমন হয়েছিল? সুবল ছেলে হিসেবে কেমন হয়েছিল? বাবা হিসেবে কেমন ছিল? তাদের ভাবনায় কী বদল হয়েছে, তাদের আচরণে কী বদল হয়েছে?
- বলুন, এবারে চলো পাঠ্যবইয়ের 'অদল-বদল' ছকটা পূরণ করি।
- ছক পূরণ শেষে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিচের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন।

  সুবলচন্দ্র আর সুশীলচন্দ্রের কী রকম বদল হয়েছিল?

  যখন তারা বাবা তখন তাদের কাজ, আচরণ কেমন ছিল?

  যখন তারা ছেলে তখন তারা কেমন?

  লোকজন ওদের ওপর বিরক্ত হয়েছিল কেন?

- সুবল-সুশীলের কোন কোন আচরণে লোকজন ওদের ওপর বিরক্ত হয়েছিল সেটা গল্প থেকে খুঁজতে বলুন। শিক্ষার্থীরা দেখবে, যখন সুবল-সুশীল বাবা ও ছেলের অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকা পালন করছে না, তখন সমাজের লোকজন বিরক্ত হচ্ছে, তেড়ে আসছে; যেমনটা ফুটবল খেলায় অবস্থান ও ভূমিকার সঙ্গতি না থাকলে ঘটে। কিছু বাস্তব উদাহরণ দিন, বাবা-মা যদি বাজার না করে সব টাকা দিয়ে খেলনা কিনে খেলে বা চকলেট-আইসক্রিম খেয়ে ফেলে, তাহলে লোকে কী বলবে? ইত্যাদি। শিক্ষার্থীদেরও উদাহরণ দিতে উৎসাহিত করুন। শিক্ষার্থী এই অনুভবে পৌঁছোবে যে, অবস্থান অনুযায়ী ভূমিকা পালনের কিছু সামাজিক রীতিনীতি আছে। সেগুলো মেনে চললে অধিকাংশ মানুষ তার ভূমিকাকে ঠিকঠাক বলে মনে করে।

সেশন ৪-৫

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের বলুন, আমরা তো গল্পে দেখলাম বয়সের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অবস্থান বদলায় আর অবস্থান বদলালে ভূমিকাও বদলায়। গল্পে অনেক কিছুই ঘটতে পারে, কিন্তু বাস্তবেও কি এরকম হয়? শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন হাইপোথিসিস/ পূর্বানুমান করতে উৎসাহিত করুন। তারা নিজেদের হাইপোথিসিসগুলো লিখেও রাখতে পারে। তাদের হাইপোথিসিসের পেছনে যুক্তিগুলোও শুনুন।
- এরপর বলুন, আমরা একটা অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখি, ছোটবেলায় আর পরিণত বয়সে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা কেমন হয়।
- তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থীদের নিজের পরিবারের লোকজন এবং আশেপাশের মিলিয়ে পাঁচজন বড় মানুষের সাক্ষাৎকার নিতে বলব। পেশা, বয়স, লিঙ্গ, অর্থনৈতিক অবস্থা, পদ ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যে যতটা সম্ভব বৈচিত্র্যময় অবস্থানের মানুষের সঙ্গে কথা বলতে বলুন। যেমন: পুলিশ, আইনজীবী, ধর্মীয়

প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি (ইমাম, ভিক্ষু, পূজারী, ফাদার, নান), দারোয়ান, গৃহকর্মী, শিল্পপতি, অভিনেতা, বেকার ইত্যাদি।

- শিক্ষার্থীদের বলুন, সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য যেন পাঠ্যবই থেকে 'বিভিন্ন বয়সে আমার অবস্থান ও ভূমিকা'ছকটি ব্যবহার করে।
- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, ছকের লেখা দেখে ওদের কী মনে হচ্ছে? সাক্ষাৎকারে কী জানতে চাওয়া হবে? ওরা উত্তর দেওয়ার পর সুনির্দিষ্ট করে বুঝিয়ে দেবো, সাক্ষাৎকারে জানতে চাওয়া হবে, তার স্কুলে পড়বার বয়সে তিনি কোথায় কোথায় যেতেন, সেখানে কার কার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল, কী কী করতেন। এখন তিনি কোথায় কোথায় যান, কার কার সঙ্গে সম্পর্ক আছে, কোথায় কী করেন। অর্থাৎ সাক্ষাৎকারদাতার শৈশব ও বর্তমানের বিভিন্ন অবস্থান এবং বিভিন্ন ভূমিকা সম্পর্কে জানবে।
- শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন ৫/৬ জনের দলে ভাগ হতে সাহায্য করুন।
- অনুসন্ধানী কাজ করার জন্য অনধিক দুই দিন সময় দিন। অনুসন্ধানের কাজে প্রতিফলনমূলক ডায়েরির ব্যবহার করতে বলুন। ফলাফল উপস্থাপনের তারিখ ঠিক করুন। বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করতে উৎসাহিত করুন।
- উপস্থাপনের দিন শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে ফলাফল উপস্থাপন করবে।

সেশন ৬

এই সেশনে করণীয়:

- শিক্ষার্থীদের কাছে জিজ্ঞেস করুন, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন? কার কাছে তোমার কী অবস্থান? কোন অবস্থানে কী ভূমিকা পালন করো? শিক্ষার্থীরা বলবে, বাবা-মায়ের কাছে ছেলে। ভাইবোনের কাছে.....। স্কুলে তোমার অবস্থান কী? শিক্ষকের কাছে ছাত্র। বন্ধুদের কাছে বন্ধু। জিজ্ঞেস করব, ওরা আর কোথায় কোথায় যায়, সেসব জায়গায় ওদের অবস্থান ও ভূমিকা কী? এরপর প্রশ্ন করব, সুবল-সুশীল যেমন নিজেদের অবস্থান বদলের পর ভূমিকাও বদলে ফেলেছিল, আমরাও কি তেমনি বিভিন্ন জায়গায় নিজেদের অবস্থান আর ভূমিকা বদলাই? শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন বুঝতে বা জবাব দিতে অসুবিধা বোধ করলে নিজের উদাহরণ দিয়ে বোঝান: স্কুলে আমার সহকর্মীদের সঙ্গে আমার একই রকম অবস্থান, তোমাদের যেমন বন্ধুদের সঙ্গে। আমরা বিভিন্ন জিনিস শেয়ার করি, সহযোগিতা বিনিময় করি। কিন্তু প্রধান শিক্ষক আমাদের শ্রদ্ধাভাজন। তার সঙ্গে এবং স্কুলের অন্যান্য কর্মচারিদের সঙ্গে আমার অবস্থানের তারতম্য আছে।
- শিক্ষার্থীদের ক্যাপশন আর কথার বেলুন দিয়ে অনুশীলন বইয়ের 'বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমার অবস্থান ও ভূমিকা' ছকে কমিক স্ট্রিপ বানিয়ে নিজেদের বিভিন্ন অবস্থান ও ভূমিকা প্রকাশ করতে বলুন। কমিক স্ট্রিপ তৈরির জন্য ওদের ছকের প্রথম দুটো ঘরকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করতে বলুন।
- শিক্ষার্থীরা কমিক স্ট্রিপ তৈরি শেষে প্রত্যেকে শ্রেণিতে উপস্থাপন করবে।

সেশন ৭

এই সেশনে করণীয়

- বিভিন্ন বয়সে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা, নিজের ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক অবস্থার ও ভূমিকার অভিজ্ঞতার আলোকে ছবি ব্যবহার করে তৈরি পোস্টার অথবা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে ব্যক্তির অবস্থান এবং ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করুন। শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন হবে,

মানুষের সঙ্গে মানুষের কথাবার্তা, কাজ, ভাবের বিনিময় ইত্যাদি যোগাযোগ বা মিথস্ক্রিয়ার ফলে প্রতিষ্ঠান (পরিবার, বিদ্যালয়, আমলাতন্ত্র, ধর্ম, রাজনৈতিক দল) এবং গোষ্ঠী (খেলার সঙ্গী, ফুটবল টিম, প্রতিবেশী) তৈরি হয়। এই প্রতিষ্ঠান ও গোষ্ঠীতে ব্যক্তি অবস্থান (status) করে ও ভূমিকা (role) পালন করে। ব্যক্তির অবস্থান দুই রকমের হতে পারে: অর্জিত- যা ব্যক্তি সক্ষমতা ও চেষ্টা দ্বারা আয়ত্ব করে। যেমন: বিচারপতির পদ, প্রধানমন্ত্রীত্ব, খেলোয়ার অর্পিত- জন্মসূত্রে বা প্রাকৃতিকভাবে প্রাপ্ত বিষয়। যেমন: নারী-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ, হরিজন-ব্রাহ্মণ অবস্থান অনুযায়ী ব্যক্তির যে অধিকার ও দায়িত্ব থাকে তাকে আমরা ভূমিকা বলি। অন্যভাবে বলা যায়, একজন মানুষের অবস্থান অনুযায়ী সমাজ তার কাছে যে আচরণ প্রত্যাশা করে সেটিই তার ভূমিকা। তাই সুবল যখন ছেলে হয়েছিল, তখন মাস্টারের কাছে তামাক চেয়ে মার খেয়েছিল । প্রত্যেক মানুষের একই সময়ে আবার জীবনের বিভিন্ন সময়ে পারিবারিক, পেশাগত ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক প্রেক্ষাপটে অনেকগুলো অবস্থান ও ভূমিকা থাকে। একই সমাজের সকল মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা এক না। একজন মানুষের অবস্থান নির্ধারিত হয় তার পরিচিতি, সুনাম, পদ, ক্ষমতা, অর্থনৈতিক অবস্থা, পারিবারিক মর্যাদা, বয়স, লিঙ্গ ইত্যাদির ভিত্তিতে। একজন মানুষকে সমাজের অন্যান্য মানুষ কীভাবে মূল্যায়ন করবে, কতটা সম্মান ও গুরুত্ব দেবে তা তার সামাজিক অবস্থানের ওপর নির্ভর করে।

- শিক্ষার্থীদের বড় হয়ে নিজেকে কোন অবস্থানে দেখতে চায় ভাবতে বলুন। সেজন্য এখন থেকেই ভূমিকা পালন করবার জন্য উৎসাহিত করুন।

থিম ২: সময়ের সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা অনুসন্ধান

সেশন ৮- ১০

এই সেশনে করণীয়

- শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, সামাজিক প্রেক্ষাপট কি সবসময়ে একই রকম থাকে? আগেকার চেয়ে এখকার সামাজিক প্রেক্ষাপট যে বদলেছে, সেকথা ওরা আগের কাজগুলোর অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারবে। সুতরাং আমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর হবে 'না'। এরপর জিজ্ঞেস করুন, সমাজের কোনো একটি শ্রেণির আজকের যে অবস্থান এবং ভূমিকা, আগেও কি তেমন ছিল, ভবিষ্যতেও কি তেমন থাকবে? যেহেতু ওদের অভিজ্ঞতায় তেমনভাবে আসেনি, তাই ওরা নিশ্চিতভাবে এর জবাব নাও দিতে পারে।
- এই আলোচনায় মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধারণা গঠন হবে:

সেই সময়ের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে নারীর জন্য লেখাপড়া, রাজনীতি, চাকরি, ব্যবসা ইত্যাদির সুযোগ ছিল সীমিত। ফলে ঘরের বাইরে তাদের তেমন কোনো কাজের ক্ষেত্র তৈরি হয়নি। রোকেয়ার মতন যারা ঘরের বাইরে বেরিয়েছেন, তাদের অনেক লড়াইও করতে হয়েছে। তাঁর মতন অবস্থানে গিয়ে ভূমিকা রাখাটা তখনকার নারীর জন্য স্বাভাবিক ব্যপার ছিল না। ওই সময়ে নারীর সামাজিক অবস্থান এবং ভূমিকা মূলত ঘরের মধ্যেই ছিল। ঘরের বাইরের কাজে যারা এসেছে, তারা ব্যতিক্রমী।

- সম্ভব হলে শিক্ষার্থীদের কলসিন্দুরের নারী ফুটবলারদের ওপরে একটা তথ্যচিত্র দেখান। তথ্যচিত্রের জন্য নিচের লিংকগুলো ব্যবহার করা যায়:

  https://www.youtube.com/watch?v=p6mYXQPlbAw&t=327s https://www.youtube.com/watch?v=Mx43i1-77AU

- তাদের অনুশীলন বইয়ের 'কলসিন্দুর থেকে হিমালয়ে' রিপোর্টটিও পড়তে বলুন।
- শিক্ষার্থীদের অনুশীলন বই থেকে আরও কিছু ক্যাপশনসহ ছবি (অগ্রগামী নারী) দেখান।
- এরপর জিজ্ঞেস করুন, তথ্যচিত্র, রিপোর্ট এবং ছবিতে আমরা কোন সময়ের ঘটনা দেখলাম? ওরা উত্তর দেবে, বর্তমান সময়ের ঘটনা। জিজ্ঞেস করুন, এই সময়ে সব নারীর অবস্থান এবং ভূমিকা কি এরকম? শিক্ষার্থীরা প্রথমে নিজে চিন্তা করবে। এরপর তারা পাশের বন্ধুর সাথে জোড়া গঠন করে তাদের ভাবনা-চিন্তাগুলো শেয়ার করবে (think-pair-share)। তাদের ধারণা হবে:

বৃহত্তর সমাজে নারীর অবদান রাখবার ক্ষেত্রে সমাজের বা পরিবারের অনেক বাধা এখনও আছে। কিন্তু এই সময়ের নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সুযোগও আছে। আইন তাদের প্রায় সকল ক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার দিয়েছে, যেমনটা একশ বছর আগে ছিল না। সরকারও তাদের অবস্থানের উন্নয়ন এবং সামাজিক ভূমিকা বাড়ানোর জন্য অনেক কাজ করছে। সমাজের রীতিনীতি, মানুষের মূল্যবোধের অনেক বদল হয়েছে। এখন মেয়েদের কোনো কাজে সাফল্য এলে, তারা কোনো গৌরব অর্জন করলে, যারা শুরুতে বিরোধিতা করেছিল, তাদেরও অনেকের অবস্থান ও ভূমিকায় বদল আসে।

- ওদের ৫/৬ জনের দল তৈরি করতে সাহায্য করুন।
- প্রতি দলকে পাঠ্যপুস্তক/বই/উপন্যাস/পত্রিকা ইত্যাদি থেকে ১০০ বছর আগের সময়ের নারীদের অবস্থান এবং ভূমিকা কেমন ছিল এবং বর্তমানে নারীর অবস্থান ও ভূমিকা কেমন সে সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করতে বলুন।
- প্রাপ্ত তথ্য দলে আলোচনা করে ফলাফল নিচের ছকে উপস্থাপন করতে বলুন। লক্ষ্য রাখবেন-
- সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন যেনো শিক্ষার্থীরা তাদের আলোচনায় নিয়ে আসে।
- প্রত্যেকে শিক্ষার্থী নিজের পাঠ্যবইয়ের নিচের ছকটি পূরণ করবে।

প্রায় একশ বছর আগেকার নারী	এখনকার সময়ের নারী

- কাজ শেষে দলগুলোকে তাদের কাজ শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করতে করবে।
- এপরর একশ বছর আগের সময়ের নারীর সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকা আর আজকের নারীর সামাজিক অবস্থান ও ভূমিকার পার্থক্যগুলো আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: টেকসই উন্নয়ন ও আমাদের ভূমিকা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৭.৭: স্থানীয় ও বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের আন্তঃসম্পর্ক উদঘাটন করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে নিজস্ব গণ্ডিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৫টি **মোট কর্মঘণ্টা: ১০ ঘণ্টা**

এই যোগ্যতার জন্য সামগ্রিক কার্যাবলীর ধারনা

শিক্ষার্থীদের এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য শিক্ষক প্রথমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবর্তন হিসেবে বিভিন্ন সম্পদের ব্যবহারের পরিবর্নের আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধানের সুযোগ করে দেবেন। পরে এসব সম্পদের ব্যবহার কিভাবে স্থানীয় পর্যায়ে টেকসই করা যায় তা খুঁজে বের করবে।

- প্রথম ধাপে তারা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব অনুসন্ধান করবে । এজন্য প্রথমে তারা প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান মানুষরা কি কি ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছে এবং এসব প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার সময়ের সাথে সাথে কিভাবে পরিবর্তন হয়েছে সেটা অনুসন্ধান করে বের করবে।

- পরবর্তী ধাপে শিক্ষার্থীরা সামাজিক জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তনের প্রভাব অনুসন্ধানের কাজ টি করবে। একাজের অংশ হিসেবে প্রথমে তারা প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার টেকসই না হলে একটি নবায়নযোগ্য সম্পদও যে একদিন অনবায়নযোগ্য সম্পদে পরিণত হতে পারে তা অনুধাবন করবে। এর অংশ হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ-পানি নিয়ে কিছু কাজ যেমন: পৃথিবীতে ও বাংলাদেশে মাটির উপরের সুপেয় পানির প্রাচুর্য্য ও অপ্রতুলতা, বাংলাদেশের ভৌগলিক অবস্থানের সাথে পানির সম্পর্ক এবং মাটির নীচের সুপেয় পানির উৎসের সাথে মাটির উপরের পানির সম্পর্ক বের করার কিছু পরীক্ষন করবে।

- এরপর তারা আরেকটি অনবায়নযোগ্য সম্পদ জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ও এর অপ্রতুলতা কিভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে তা খুঁজে বের করবে। এর অংশ হিসেবে তারা পৃথিবীব্যাপী ও বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের অবস্থান মানচিত্রের মাধ্যমে খুঁজে বের করবে।

- এসকল কাজের মাধ্যমে তারা বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে মানুষের জীবনের সম্পর্ক অনুধাবন করে স্থানীয় পর্যায়ে এসকল সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন মূলক কাজের পদক্ষেপ নেবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেওয়া হল:

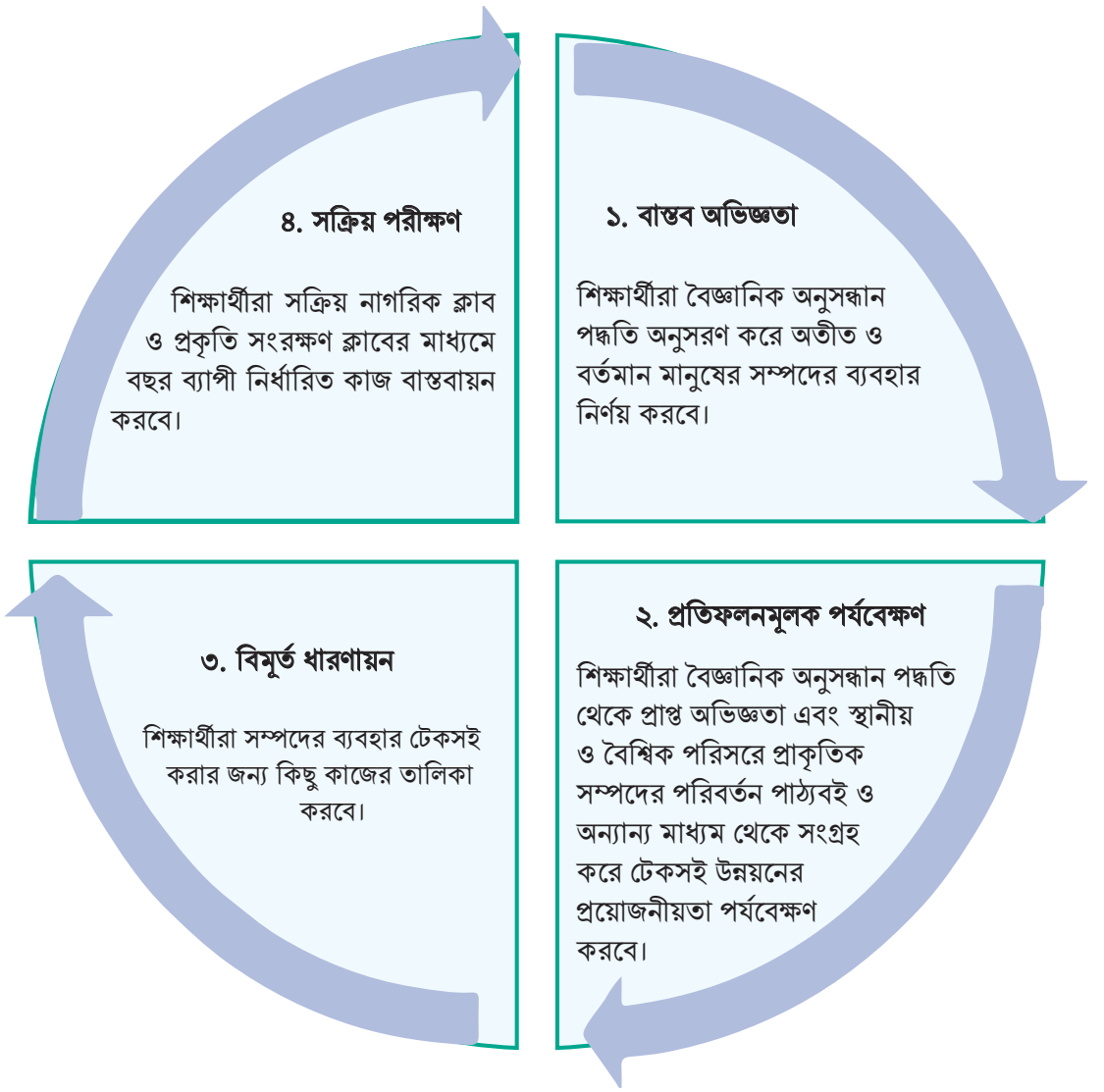

থিম নং	থিম	সেশন
১.	সময়ের সাথে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিবর্তন অনুসন্ধান	১-২
২.	সামাজিক জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের পরিবর্তনের প্রভাব	৩-১১
৩	সম্পদের ব্যবহারের ধরন ও টেকসই উন্নয়ন	১২-১৫

থিম ১: সময়ের সাথে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিবর্তন অনুসন্ধান

সেশন ১: প্রাকৃতিক সম্পদের ছবি দেখা ও প্রাচীন কালের মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার অনুসন্ধান করা

আমরা আগেই জেনেছি ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বিষয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারনা হল সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশের পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া। এই মিথস্ক্রিয়া অনুধাবন করে প্রাকৃতিক সম্পদের টেকসই উন্নয়নই হলো মানব সভ্যতা টিকে থাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। এরই ধারাবাহিকতায় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবর্তন এবং এদের মধ্যাকার আন্তঃসম্পর্ক অনুসন্ধান করবে এবং নিজস্ব গন্ডিতে ছোট ছোট কাজ বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে এসব সম্পদের টেকসই উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। এই লক্ষ্যে তাদেরকে আমরা কিছু একক ও দলীয় কাজ করতে দিবেন:

এই সেশনে শিক্ষার্থীরা বেঁচে থাকার প্রয়োজনে আমরা যে প্রতিনিয়ত প্রকৃতিকে ব্যবহার করে চলেছি সেটা বুঝতে পারবে। পরে প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষ কি কি ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে চলেছে সেটা অনুসন্ধান করে বের করবে।

- সেশনের শুরুতে দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রয়োজনে কিভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে চলেছি এমন কিছু সম্পদের ব্যবহারের কথা গল্প/ প্রশ্ন আকারে বলুন। তাদের বলুন, যেমন আমরা লেখার জন্য যে কাগজ টা পাই সেটা কোন জায়গা থেকে আসে? বা আমরা যে চেয়ার বা টেবিল ব্যবহার করছি সেগুলো কোথা থেকে পাচ্ছি? এরকম কিছু প্রশ্নের মাধ্যমে আমরা যে প্রতিনিয়ত বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে চলেছি সে বিষয়টা স্পষ্ট করুন।
- এরপর আমরা শিক্ষার্থীদের বলুন, আমাদের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় সম্পদ যা আমরা প্রকৃতি থেকে পাই এমন কিছু সম্পদের ছবি তাদের পাঠ্যবই এর মাধ্যমে দেখব।
- ছবি দেখানোর পরে তাদের এসব সম্পদ নিয়ে কয়েকটি প্রশ্ন করুন। যেমন:

প্রশ্ন:

১. ছবিতে দেখানো সম্পদ গুলো থেকে কোনটি তারা সরাসরি পায়?

২. কোনটিকে রুপান্তর করতে হয়?

৩. সম্পদ গুলো আমরা কোন জায়গা থেকে পায়?

এছাড়াও অন্য প্রশ্ন করে তাদের কে অনুধাবন করাবো আমরা সম্পদ গুলো প্রকৃতি থেকে পাই। কোনোটা সরাসরি আবার কোনোটা রুপান্তরিত ভাবে।

- শিক্ষার্থীরা প্রাচীন মানুষের জীবনে সম্পদের ব্যবহার শিরোনামে একটি অনুসন্ধান কাজ করবে এবং প্রাপ্ত ফলাফল একটি পৃথিবীর মানচিত্রে বিভিন্ন প্রতীকের সাহায্যে তা উপস্থাপন করবে।
- লক্ষ্য রাখুন যেন শিক্ষার্থীরা প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত যে যে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করেছে তা তাদের ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই এর অন্যান্য শিখন অভিজ্ঞতা এবং অন্যান্য

মাধ্যম থেকে খুঁজে বের করে পৃথিবীর মানচিত্রে প্রত্যেকটি সম্পদকে ভিন্ন ভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন এবং প্রত্যেক সভ্যতাকে ভিন্ন ভিন্ন সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে চিহ্নিত করে।

- অনুসন্ধান কাজ শেষ হলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান বই এ পৃথিবীর যে খালি মানচিত্র রয়েছে সেখানে বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করে প্রকৃতিক সম্পদ কে এবং যেকোনো একটি রঙ দিয়ে তারা যে সভ্যতা সভ্যতা নিয়ে অনুসন্ধান করেছে তা চিহ্নিত করতে বলুন। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে কাজটি তারা এককভাবে করবে। সেটা বাড়ির কাজ আকারেও যেতে পারে।

সেশন ২: নিজেদের জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার বের করা ও সময়ের সাথে মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারের পরিবর্তন অনুসন্ধান

এই সেশনে শিক্ষার্থীদের জীবনে তারা কিভাবে প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে চলেছে এবং মানব সভ্যতা শুরু হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে যে যে পরিবর্তন গুলো এসেছে সে বিষয়টা অনুধাবন করনোর জন্য কিছু কাজ করার নির্দেশনা দিন।

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের প্রতিদিনের জীবন যাপনে তারা কি কি প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছে তার একটি তালিকা তৈরি করতে বলুন। তাদের প্রতিদিনকে সকাল দুপুর ও রাতে ভাগ করে সেই সময় গুলো তে তারা কোন কোন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করছে তা তাদের বইয়ে দেওয়া একটি ছকের মাধ্যমে পূরণ করতে বলুন।

সময়	প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার
সকাল	
দুপুর	
রাত	

- এরপর তারা আদি সময় হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের পরিমাণ কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটা আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর কি ধরণের প্রভাব পড়ছে তা অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে অনুসন্ধান করবে। মূলত তারা তাদের ব্যবহারে যে যে প্রাকৃতিক সম্পদ এসেছে এবং প্রাচীনকালে মানুষ যে যে ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতো তা খুঁজে বের করে এসকল সম্পদের ব্যবহার প্রকৃতিতে কি ধরণের প্রভাব ফেলছে তা লিখবে। শেষে অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলাফল ক্লাসে সবার সামনে উপস্থাপন করবে।

থিম ২: সামাজিক জীবনে প্রাকৃতিক সম্পদ পরিবর্তনের প্রভাব

সেশন ৩: ভূপৃষ্ঠের সুপেয় পানি সম্পদ -পৃথিবী ও বাংলাদেশে সুপেয় পানির অবস্থা

এই সেশনের জন্য প্রথমে শিক্ষার্থীরা বেঁচে থাকার জন্য অত্যাবশ্যকীয় একটি উপাদান পানি নিয়ে মানচিত্রের মাধ্যমে একটি অনুসন্ধান কাজ করবে যেখানে তারা একটি পৃথিবীর মানচিত্র দেখে পৃথিবীর মহাদেশ গুলোর মধ্যে কোথায় কোথায় সুপেয় পানির প্রাচুর্য্য আছে এবং কোথায় কোথায় স্বল্পতা আছে তা খুঁজে বের করবে এবং পরে তাদের বই এ দেওয়া একটি ছকে গ্লোবের সাহায্যে মহাদেশ অনুযায়ী দেশের নাম লিখে ছকটি পূরণ করবে।

- শিক্ষার্থীরা পৃথিবীর যে মানচিত্র আছে ওটা দেখে নিচের ছক পূরণ করবে। মানচিত্রটি পৃথিবীর বর্তমান সময়ের সুপেয় পানির অবস্থা প্রকাশ করছে। মানচিত্রে যে রং যে অবস্থা প্রকাশ করছে তা দেখে ছকে লিখবে।

চরম পানি সংকট পূর্ণ	সংকট পূর্ণ দেশ	পানির সমস্যা হতে যাচ্ছে যে যে দেশে	পর্যাপ্ত পানি আছে	প্রচুর পানি আছে	উদ্বৃত্ত পানি আছে

সেশন ৪, ৫ ও ৬: ব-দ্বীপ এর গড়ে ওঠা

ব-দ্বীপ গঠন প্রক্রিয়ার যে পরিক্ষণ দেওয়া আছে সেটি করবে এবং প্রাপ্ত তথ্য উপাত্তের সাহায্যে পাঠ্যবই এর ছকটি পূরণ করবে।

ছকটি পূরণ করার মাধ্যমে তারা উপলব্ধি করবে বাংলাদেশে সুপেয় পানি সম্পদ খুব খারাপ অবস্থায় আছে। পরে কেন আমাদের দেশের এমন অবস্থা এটা অনুসন্ধান করার জন্য তারা বাংলাদেশ নামক ব-দ্বীপ গড়ে ওঠার প্রক্রিয়া একটি পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখবে। পরীক্ষণটি নীচের দেখানো পদ্ধতি ও উপকরণ ব্যবহার করে পরিচালনা করতে সাহায্য করুন।

উপকরণ

বালি, পানি, টেবিল/ অ্যালুমিনিয়াম ট্রে

পদ্ধতি

- একটি টেবিলে/ অ্যালুমিনিয়াম ট্রে তে বালির স্তূপ তৈরি করবো এবং পানি দিয়ে ভিজিয়ে দেব যেন বালির দানাগুলি একসাথে লেগে থাকে।বালির স্তরটি কোথাও উঁচু এবং কোথাও সমতল ভাবে তৈরি করবো।(এখানে বালি পলি মাটি কে নির্দশ করে।)
- এখন বালির স্তূপের উপর থেকে পানি ঢালবো এমন ভাবে যেন পানি টেবিলের/অ্যালুমিনিয়াম ট্রে উপর দিয়ে বয়ে যায়।
- এখন স্তূপ থেকে পলি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়া এবং স্তূপের সমতল প্রান্ত বরাবর পানি দ্বারা পলির পরিবহন লক্ষ্য করবো।
- একইভাবে পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করবো।কম পানি ঢেলে এবং বেশি পানি ঢেলে পরীক্ষা করতে থাকবো এবং লক্ষ্য রাখবো কিভাবে বালির তৈরি ভূমিরূপটির পরিবর্তন হয়।
- ট্রের পানি পড়ার শুরুর স্থান ও শেষ স্থানের বালির অবস্থা পর্যবেক্ষণ করবো।
- এরপর বালির সাথে কিছু নুড়ি পাথর যুক্ত করে পানির প্রবাহ দিয়ে দেখবো কি কি পরিবর্তন হয়।
- এরপর পরীক্ষনের ফলাফল তারা তাদের বই এ দেওয়া ছকে ছবি এঁকে পূরণ করবে।

তথ্য এবং পর্যবেক্ষণ

পানির প্রবাহ হার	পরীক্ষণ ট্রের অবস্থার চিত্র
বালিতে কম পানির প্রবাহ	
বালিতে বেশি পানির প্রবাহ	
নুড়ি যুক্ত বালিতে পানির প্রবাহ	

- শিক্ষার্থীরা দেখেছে বদ্বীপ কিভাবে গড়ে ওঠে, এখন তাদের বদ্বীপ গড়ে ওঠার পেছনে নদীর ভূমিকা নিয়ে তাদের একটি কাজ করার নির্দেশনা দিন ও সহায়তা করুন। এজন্য একটি বঙ্গীয় বদ্বীপ এর মানচিত্র ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের মানচিত্রে ব-দ্বীপ অঞ্চল চিহ্নিত করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা প্রথমে ব-দ্বীপে প্রবেশকারী নদীগুলি সনাক্ত করবে এবং তারপর তারা নদীগুলো কোন কোন দেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে তা খুঁজে বের করে ছকে লিখবে। একাজের মাধ্যমে তারা অনুধাবন করবে একই নদী কত দেশে প্রবাহিত হচ্ছে এবং আমরা নানা দেশের মানুষ সেই একই নদীর পানি ব্যবহার করে চলছে।

নদীর নাম	যে যে দেশ হয়ে বাংলাদেশে এসেছে

- এরপর তারা জলবিদ্যুৎ বাঁধ এবং প্রকল্পগুলি কীভাবে ব-দ্বীপকে প্রভাবিত করতে পারে সেই সম্পর্কিত একটি অনুসন্ধান মূলক কাজ করবে।
- কাজটি করার জন্যে তারা তাদের এলাকার কাছাকাছি কোনো জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এলাকা (যদি থাকে) অথবা যেকোনো বাঁধ/ প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষন করবে। প্রশ্ন তৈরি করে এলাকার মানুষের সাথে কথা বলবে এবং প্রকল্প/ বাঁধ নির্মাণের ফলে নদীর বা আশেপাশের মানুষের জীবনে এটি কি ধরণের প্রভাব ফেলছে তা অনুসন্ধান করবে। একাজে তারা ফারাক্কা বাঁধ, টিপাইমুখ বাঁধ, তিস্তা বাঁধ এবং কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য ইন্টারনেটের/ এই সম্পর্কিত বই এর সহযোগিতা নিতে পারবে।
- পরে তাদের কাজের ফলাফল গুলোর উপর ভিত্তি করে বাঁধ সম্পর্কিত বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। যার নিয়মাবলী তৈরি করতে তাদের সাহায্য করুন।

বাঁধ বিতর্ক

মানুষের জীবনে বাঁধের প্রভাব সংক্রান্ত যে কাজটি আছে তা অনুসন্ধান প্রক্রিয়া অনুসরণ করে করবে। প্রাপ্ত ফলাফলের উপর ভিত্তি করে বাঁধ বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে।

নিয়মাবলী

- প্রথমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে থেকে ৫-৬ জনের ৬টি দল গঠন করে ৩ ধাপে বিতর্ক আয়োজন করুন। প্রথম ধাপে ২ দল এভাবে পর্যায়ক্রমে ৬টি দল বিতর্কে অংশ নেবে।

- এরপর অনুসন্ধান হতে প্রাপ্ত তথ্য এবং ফারাক্কা বাঁধ, টিপাইমুখ বাঁধ, তিস্তা বাঁধ ও কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প এর জন্য কিছু তথ্য ইন্টারনেট/ বই এর সাহায্যে সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীরা একটি লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করবে।
- এরপর বাঁধ নির্মাণ এবং এর প্রভাবকে কেন্দ্র করে কয়েকটি বিষয় নির্ধারন করে বিতর্ক প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে।
- প্রতিটি দল তাদের প্রাথমিক যুক্তিগুলো উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে [৮ মিনিট]।
- যুক্তি খন্ডন [৬ মিনিট]
- প্রতিটি বিতর্কের উপসংহারে, গ্রুপের বাকিরা তাদের "মতামত" প্রদান করতে পারবে।

নিয়ম তৈরির পর বিতর্কের জন্য কিছু বিষয় নির্ধারন করতে তাদের সাহায্য করবো এবং সব শেষে শিক্ষার্থীরা প্রাপ্ত ফলাফল গুলো বিশ্লেষন করে একটি সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করবে।

মূল্যায়ন কৌশল

সমষ্টিগত মূল্যায়ন: বাঁধ বিতর্ক

নির্দেশনা

শিক্ষার্থীরা বাঁধ বিতর্কের জন্য লিখিত প্রতিবেদন তৈরি করবে যার তথ্য তারা তাদের অনুসন্ধানী কাজের মাধ্যমে এবং অনলাইনের সাহায্যে পাবে। এরপর তারা ৩টি দলে ভাগ হয়ে প্রাকৃতিক পরিবেশ ও সামাজিক জীবনে বাঁধের ইতিবাচক এবং নেতিবাচক প্রভাবকে কেন্দ্র করে তিনটি বিতর্কে অংশগ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি দল যেকোনো একটি সুপরিচিত বড় বাঁধ কে নেবে (ফারাক্কা, তিস্তা ও টিপাইমুখ)। প্রত্যেকদল তাদের ভিতরে ছোটো দুটি দল গঠন করে একদল বিষয়ের পক্ষে ও অন্যদল বিপক্ষে অবস্থান করবে। প্রতিটি দল তাদের যুক্তিগুলি বিশদ বিবরণে উপস্থাপন করবে।

এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে বাঁধযুক্ত নদীগুলি এক একটি জটিল সিস্টেম, যেখানে অনেকগুলি প্রক্রিয়া যেমন উজানে একরকম আবার ভাটিতে অন্যরকম হয়। একটি বাঁধ নির্মাণের কথা বিবেচনা করার সময় এই সমস্ত সম্মিলিত প্রক্রিয়া গুলিকে বিবেচনায় আনতে হবে। শিক্ষার্থীরা তাদের বিতর্কে একটি নদী বাঁধের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেবে, লক্ষ্য করুন যেন তারা সমস্যাটিকে অতি-সরল করার চেষ্টা না করে। তাদের যুক্তি বা তথ্য প্রদানের ক্ষেত্রে কৃষি, শিল্প, শক্তি, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদি সহ - একটি অঞ্চলের জন্য একটি বাঁধ নির্মাণ বা না নির্মাণের পরিণতিগুলি ভাবতে সাহায্য করুন।

বিস্তারিত

- প্রতিটি দল তাদের প্রাথমিক যুক্তি (গুলি) উপস্থাপন করার সুযোগ পাবে [৮ মিনিট]।
- যুক্তিগুলি খন্ডন [৬মিনিট]
- প্রতিটি বিতর্কের উপসংহারে, গ্রুপের বাকিরা তাদের "মতামত" প্রদান করবে।

- প্রত্যেক দল তিনটি বাঁধের মধ্যে যে কোনো একটি বেছে নেবে। এটি নির্মাণের পক্ষে বা বিপক্ষে অবস্থান নেবে এবং তাদের অবস্থানকে সমর্থন করার জন্য যুক্তিগুলি উপস্থাপন করবে। যাদের দলের অবস্থান বাঁধ নির্মাণের "বিরুদ্ধ" হয়, তাহলে তাদের বাঁধ নির্মানের নেতিবাচক দিকগুলি ব্যাখ্যা করতে হবে। আর যাদের অবস্থান বাঁধ নির্মাণের "জন্য" হয়, তাহলে তাদের নদী ব্যবস্থার আন্তঃসংযুক্ত উপাদানগুলির (জলবিদ্যুৎ, বন্যা প্রতিরোধ ইত্যাদি) উপর বাঁধের প্রভাবগুলি স্পষ্ট করতে হবে।
- প্রত্যেক দল তাদের বিপক্ষ দল যে যে যুক্তিগুলো আনতে পারে তার সমাধান কি হতে পারে তা ভেবে রাখবে (বিরোধী দলের যুক্তি খন্ডন উপস্থাপন করতে প্রস্তুত থাকবে।) উদাহরণস্বরূপ, যদি ফারাক্কা বাঁধের পক্ষে বিতর্ক করে, তাহলে কীভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং জীবন ও সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতির বিষয়গুলি কিভাবে পরিচালনা করা যেতে পারে তা ভেবে রাখতে হবে।
- প্রত্যেকদল অন্যান্য দলের বিতর্কের সময় একজনকে পর্যবেক্ষক হিসাবে রাখবে যে প্রতিটি বিতর্কে যুক্তি ও যুক্তি খন্ডনসহ একটি সংক্ষিপ্ত মতামত লিখে রাখবে।
- সকল বিতর্ক শেষ হওয়ার পর আমরা ফলাফলগুলি গণনা এবং আলোচনা করুন।

সেশন ৭: আমাদের সমুদ্র সম্পদ-ব্লু ইকোনমি

শিক্ষার্থীরা আমাদের সমুদ্র সম্পদ (ব্লু ইকোনমি) সম্পর্কে পড়ার পর ছকটি পূরণ করবে। লক্ষ্য রাখুন যেন তথ্যগুলো সঠিক হয়।

আগের সেশন গুলোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আমাদের সুপেয় পানির উৎসগুলো দেখেছে। এখন তারা আমাদের যে এক সম্পদে ভরা এক সুবিশাল সমুদ্র আছে সেটা সম্পর্কে জানবে।

- এই সেশনে আমরা তাদের সম্প্রতি বাংলাদেশের যে সমুদ্র সম্পদে এক বিশাল জয় হয়েছে সে বিষয়টি তাদের বাংলাদেশের নতুন সমুদ্রসীমা সহ একটি মানচিত্রের মাধ্যমে দেখান।

পরে তারা এবিষয়ে যে তথ্য গুলো আছে তা পড়বে এবং ছকে আমরা আমাদের সমুদ্রের কোন কোন অঞ্চলে কি কি অধিকার পেলাম তার একটি তালিকা তাদের বইয়ে দেওয়া ছকে তৈরি করবে।

অঞ্চল	কি কি অধিকার পেলাম

- সবশেষে একটি মজার খেলার মাধ্যমে সুপেয় মাটির উপরের পানি সম্পর্কিত কাজ শেষ করবে। যেখানে তারা রেখা টেনে একটি পানির ফোঁটাকে বাঁধের কাছে পৌঁছে দেবে।

সেশন ৮ ও ৯: ভূ-গর্ভস্থ পানির ব্যবহার

- এই সেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা মাটির নিচের পানির অবস্থা এবং মাটির নিচের পানির সাথে ভূপৃষ্ঠের পানির সম্পর্কের বিষয়টি সম্পর্কে জানবে। এ সংক্রান্ত কাজের জন্য-
- প্রথমে তাদের কয়েকটি ছবি দেখান এবং ছবি দেখানোর পরে কয়েকটি প্রশ্ন যেমন: উপরে দেখানো ছবিতে পানির উৎস গুলো কোথায়? এই পানি গুলো সাধারণত আমরা কোন কোন কাজে ব্যবহার করি? এ ধরণের আরো প্রশ্নের মাধ্যমে তাদের মাটির নিচের পানির ব্যবহার সংক্রান্ত বিষয়টি অনুধাবন করান।
- এরপর শিক্ষার্থীরা বেশি বেশি মাটির নিচের পানি উত্তোলণের ফলে কি কি সমস্যা হতে পারে এবং সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায় কি কি হতে পারে তা দলীয় আলোচনার মাধ্যমে খুঁজে বের করবে। পরে স্থানীয় পর্যায়ে সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য উপায়সমূহ প্রাণি সংরক্ষণ কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

নিজেদের এলাকার ভূগর্ভস্থ পানি টেকসই ব্যবস্থাপনায় কি কি কর্মসূচী নেওয়া যায় তা ঠিক করবে। কাজটি দলীয় আলোচনার মাধ্যমে করবে।

সেশন ১০ ও ১১: খনিজ সম্পদ-জীবাশ্ম জ্বালানি

এই সেশনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা খনিজ সম্পদ এবং একটি অনবায়নযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ জীবাশ্ম জ্বালানী সম্পর্কে কিছু কাজের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করবে। এর অংশ হিসেবে –

- প্রথমে তাদের একটি জীবাশ্ম জ্বালানী- কয়লা কিভাবে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে তৈরি হয় তা তাদের পাঠ্যবই এর শিখন অভিজ্ঞতার একটি ডায়াগ্রামের মাধ্যমে দেখান।
- পরে এই ধরণের খনিজ সম্পদ গুলো পৃথিবী ও বাংলাদেশের কোথায় কোথায় আছে তা দুটি পৃথক মানচিত্রের মাধ্যমে খুঁজে বের করবে এবং বইয়ে দেওয়া ছকে পূরণ করবে।

পৃথিবীর মানচিত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য পূরণের ছক

খনিজ সম্পদের নাম	বিদ্যমান মহাদেশের নাম

বাংলাদেশের মানচিত্র হতে প্রাপ্ত তথ্য পূরণের ছক

খনিজ সম্পদের নাম	বিদ্যমান স্থানের নাম

- বাংলাদেশে বিদ্যমান খনিজ সম্পদগুলো নিয়ে একটি প্রকল্প ভিত্তিক কাজের মাধ্যমে এসব সম্পদ কি অবস্থায় আছে, কোন সম্পদ কি কি কাজে লাগে অথবা এসব সম্পদ উত্তোলনের সময় কি কি পরিবেশ গত সমস্যা হতে পারে এবং এসব সম্পদ ব্যবস্থাপনার উপায় সমূহ খুঁজে বের করবে। কাজটি অনুসন্ধান প্রক্রিয়ার ধাপ অনুসরণ করে করবে। লক্ষ্য রাখুন যেন ধাপগুলো সঠিক ভাবে অনুসরণ করা হয়।

- প্রকল্পের কাজটি করার জন্য তারা উপরে দেওয়া বিষয় গুলোর উপরে প্রশ্ন তৈরি করে নিচের যেকোনো একটি উপায় অবলম্বন করে প্রকল্পের কাজটি শেষ করবে।

  ক. সম্ভব হলে একটি খনি এলাকা পরিদর্শন করবে।

  খ. এ সম্পর্কিত কোনো ভিডিও দেখতে পারে

  গ. ইন্টারনেট, বই অথবা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সাক্ষাতকার গ্রহণ করতে পারে।

- প্রকল্পে কাজ শেষ হলে তারা তাদের প্রাপ্ত ফলাফল একটি ইলেকট্রনিক বা হাতে লেখা পত্রিকা আকারে বের করবে।

থিম ৩: সম্পদের ব্যবহারের ধরন ও টেকসই উন্নয়ন

সেশন: ১২-১৫ সম্পদের ব্যবহারের ধরন ও টেকসই উন্নয়ন

- এই সেশনের শুরুতে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে দেখান যে যেকোনো সম্পদ অসীম নয়, এবং এসকল সম্পদ সুষ্ঠু ভাবে ব্যবহার না করলে একদিন শেষ হয়ে যাবে।
- পরে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যবইয়ে দেওয়া একটি ডায়াগ্রামের সাহায্যে টেকসই উন্নয়ন কথাটির সাথে তাদের পরিচিত করে দিন।
- প্রাণী সংরক্ষণ কার্যক্রম ও সক্রিয় নাগরিক ক্লাবের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা পরিবার, বিদ্যালয় এবং সমাজে এমন কিছু কাজের তালিকা তৈরি করবে যা এসব সম্পদের টেকসই ব্যবহার নিশ্চিত করবে এবং সে সকল কাজ তারা বছর ব্যাপী নানা কার্যক্রমের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করবে।

কাজের নমুনা তালিকা

পরিবারে সম্পদের টেকসই ব্যবহার মূলক কাজ:

১. ব্যবহারের সময় ছাড়া পানির কল বন্ধ রাখা

২. ঘর থেকে বের হওয়ার সময় বিদ্যুতের সুইচ বন্ধ করা

৩. বৃষ্টির পানি সংরক্ষন করা।

৪.....

৫.....

৬.....

৭.....

বিদ্যালয়ে সম্পদের টেকসই ব্যবহার মূলক কাজ

১. বিদ্যালয়ে যেখানে বর্জ্য উৎপন্ন হয় তা পর্যবেক্ষণ করা এবং যেখানে পুনর্ব্যবহার হতে পারে তা নোট করা।

২. শ্রেণীকক্ষ এবং বিদ্যালয়ের অন্যান্য এলাকায় আলো বন্ধ করে রাখা যখন সেগুলি ব্যবহার করা হয় না।

৩. শক্তি সংরক্ষণের জন্য ব্যবহার না করার সময় কম্পিউটারগুলিকে স্লিপ মোডে রাখতে সবাই কে অনুরোধ করা।

৪.....

৫.....

৬.....

৭.....

সমাজে সম্পদের টেকসই ব্যবহার মূলক কাজ

১. বর্জ্য ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে পচনশীল ও অপচনশীল এই দুই ধরণের বর্জ্য আলাদা করে সংগ্রহ করার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ।

২. এলাকায় পুকুর, খাল বা অন্যান্য পানির উৎস যা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে তা পুনরায় ব্যবহার যোগ্য করে তোলার জন্য ইউনিয়ন পরিষদ/ পৌরসভায় অনুরোধ পত্র প্রেরণ।

৩. এলাকায় পানি, গ্যাস, বিদ্যুৎ সহ সব ধরণের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে সচেতনতা মূলক পোস্টার বিলি করা।

৪.....

৫.....

৬.....

- সবশেষে তারা পরিবার ও বিদ্যালয়ের যে যে কাজ এর তালিকা করেছিলো সেগুলো বাস্তবায়ন শুরু করবে এবং এলাকার টেকসই উন্নয়ন মূলক কাজগুলো ক্লাবের মাধ্যমে এলাকার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা ও বয়স্ক ব্যক্তিদের সহযোগিতায় বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

শিখন অভিজ্ঞতার নাম: সম্পদের কথা

শ্রেণিভিত্তিক যোগ্যতা ৭.৮: বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে সম্পদের উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণের চর্চা সামাজিক সমতার নীতির ভিত্তিতে পর্যালোচনা করতে পারা।

মোট সেশন সংখ্যা: ১৭টি **মোট কর্মঘণ্টা: ১২ ঘণ্টা**

সামগ্রিক কাজের বিবরণী

এই শিখন অভিজ্ঞতায় শিক্ষার্থীরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া নির্ণয় করবে। এরপর উৎপাদন উপাদানের পরিমাণ ও ব্যক্তির আয়ের সাথে আন্তঃসম্পর্ক নির্ণয় করে। আয় বৈষম্য কীভাবে তৈরি হয় তা জানবে। সমতার নীতির আলোকে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষভেদে বৈষম্য ও আয় বৈষম্য দূরীকরণের প্রক্রিয়া অনুসন্ধান করবে।

শিক্ষার্থীরা শিখন-শেখানোর অভিজ্ঞতামূলক চক্রের বিভিন্ন ধাপে কি কি কার্যক্রম পরিচালনা করবে তা নিচে দেওয়া হল:

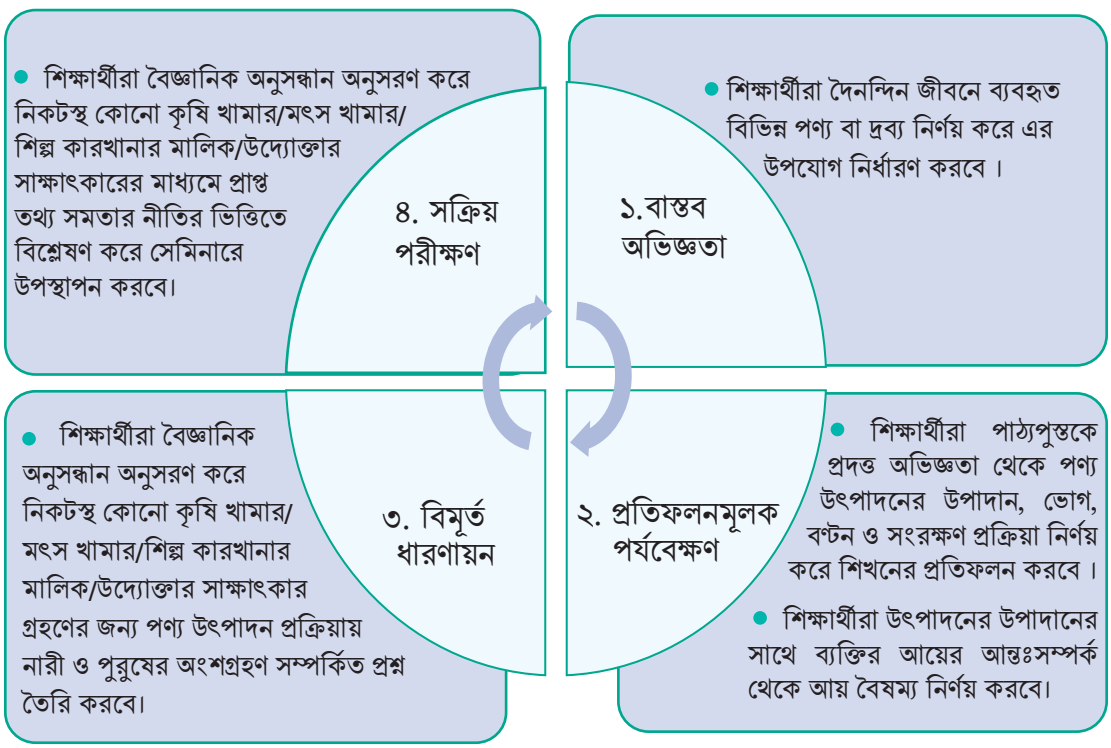

থিম নং	থিম	সেশন
১.	পণ্য উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অন্বেষণ	১-১২
২.	বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনো কারখানা বা খামারের উৎপাদন প্রক্রিয়া সমতার নীতির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ	১৩-১৭

থিম ১: পণ্য উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও সংরক্ষণ প্রক্রিয়া অন্বেষণ

সেশন ১-২

সেশন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

- শিক্ষার্থীদের ছবি দেখিয়ে সুপ্তি, জাহিদ ও তমার ঘটনাটি পড়ে শোনান।
- শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ধরণের পণ্য সামগ্রীর ছবি দেখে ছকটি পূরণ করতে সহায়তা করুন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে কিছু পণ্য আমরা সরাসরি ব্যবহার করি আবার কিছু অন্য কোনো পণ্য উৎপাদনেও ব্যবহার করি। যেমন তুলা। তাই যদি কোনো শিক্ষার্থী তুলা 'সরাসরি ব্যবহার করি না' তালিকাতে লিখে তাহলে তার কাছ থেকে জেনে নিবেন এই উত্তর লেখার কারণ। যেমন: সে বলতে পারে তুলা থেকে সুতা হয় আর সুতা দিয়ে তৈরি হয় কাপড়। তাই আমরা তুলা সরাসরি ব্যবহার করি না। এ ধরণের উত্তর সঠিক বিবেচনা করুন।

ক্রম	সরাসরি ব্যবহার করি	সরাসরি ব্যবহার করি না

- শিক্ষার্থীদের তাদের প্রাত্যহিক জীবনের কিছু দ্রব্য বা পণ্যের তালিকা করে কোনটি চূড়ান্ত, মধ্যবর্তী ও প্রাথমিক দ্রব্য বা পণ্য তা লিখতে বলুন।

ক্রম	প্রাথমিক দ্রব্য	মধ্যবর্তী দ্রব্য	চূড়ান্ত দ্রব্য
১	তুলা	সুতা	কাপড়
২			
৩			
৪			

সেশন ৩-৪

সেশন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

- এরপর শিক্ষার্থীদের নিচের ছকটির প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজতে বলুন।

প্রশ্ন	উত্তর
শীতকালে আমরা কী ধরনের পোশাক পরিধান করি?	
শীতকালে আমরা এরকম পোশাক কেন পরিধান করি?	
বাজারে গ্রীষ্মকালে শীতের কাপড় কেন পাওয়া যায় না বা কম পরিমাণে পাওয়া যায়।	

- এরপর শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠটি পড়তে সহায়তা করুন।
- শিক্ষার্থীদের ৩ থেকে ৪টি দলে ভাগ হয়ে নিম্নোক্ত ছকটি পূরণে সহায়তা করুন।

ক্রম	পণ্য	কখন উপযোগ বেশি
১	ছাতা	গ্রীষ্মকালে ও বর্ষাকালে
২		
৩		
৪		

- এরপর শিক্ষার্থীদের পূর্বে গঠিত দলে ভাগ হয়ে যেতে বলুন। দলে আলোচনা করে পোশাক শিল্পের উৎপাদন সংক্রান্ত নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখতে বলুন।

প্রশ্ন	উত্তর
১. পোশাক উৎপাদনের জন্য কি কি লাগে?	
২. কারা পোশাকগুলো তৈরি করছে?	
৩. পোশাকগুলো কোথায় উৎপাদিত হচ্ছে?	
৪. পোশাক উৎপাদনের জন্য শ্রমিকদের বিনিময়ে কি দেওয়া হয়?	
৫. উৎপাদিত পোশাকটিকে কখন পণ্য বলা হবে?	
৬. পোশাক উৎপাদন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে যিনি থাকেন তাকে কি বলা হয়?	

- শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের অংশটুকু পড়তে সহায়তা করুন। প্রয়োজনে আলোচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দিন।

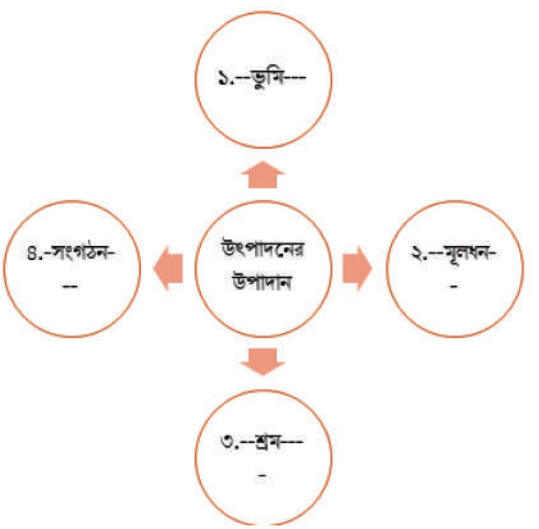

উৎপাদনের উপাদানের চিত্র

সেশন ৫-৬

সেশন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

- শিক্ষার্থীদের ৫-৬ জন মিলে একটি করে দল গঠন করতে বলুন।
- প্রতিটি দলকে পণ্য উৎপাদন করে তাদের পরিচিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা কারখানার সংগঠন, ভূমি, মূলধন ও শ্রম বিষয়ক তথ্য ছক পূরণ করতে বলুন। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছকের মতো করে প্রতিটি দল তাদের তথ্য উপস্থাপন করবে।

সংগঠন (Organization)	ভূমি (Land)	মূলধন (Capital)	শ্রম (Labour)
১.	এক একর জমি	টাকা, বিস্কুট, তৈরির যন্ত্রপাতি, ময়দা, চিনি, ডিম ইত্যাদি	কারখানা কর্মী/শ্রমিক
২.			
৩.			
৪.			

সেশন ৭-৮

সেশন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

- শিক্ষার্থীরা উৎপাদনের উপকরণগুলো যারা যোগান দেয় এবং এর বিনিময়ে তারা কি কি পায় এই প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখবে। পরিচিত কারো কাছ থেকে বা কোনো ব্যবসায়ী বা কারখানার মালিককে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করবে এবং নিচের ছকটি পূরণ করবে। কাজটি তারা বাড়ির কাজ হিসেবে করে নিয়ে আসবে।

উৎপাদনের উপাদান	যোগান দাতা কারা?	বিনিময়ে কি পান?
ভূমি		

শ্রম		
মূলধন		
সংগঠন		

- শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের অংশটি পড়তে সহায়তা করুন।
- এরপর নীচের শূণ্যস্থানগুলো পূরণ করতে বলুস।

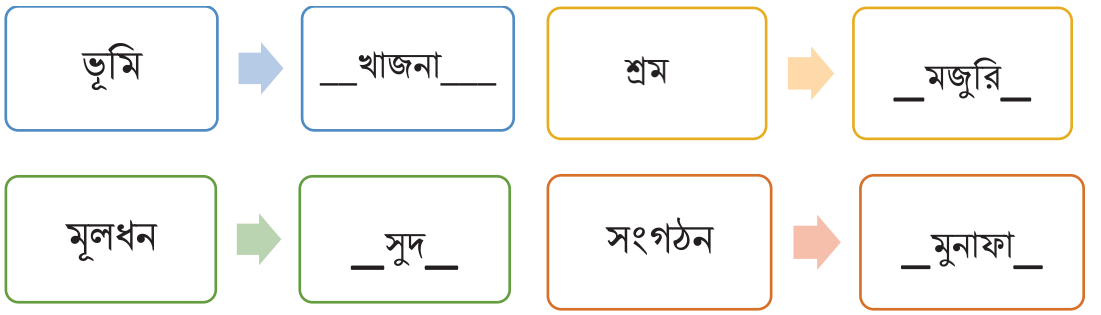

উৎপাদন উপাদানের আয়

- মজুরি, খাজনা, সুদ, মুনাফা অংশটুকু পড়ার নির্দেশনা দিন।

সেশন ৯

সেশন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়:

- শিক্ষার্থীদের নিচের ছকটি পূরণ করতে বলুন এবং করিম চাচার মুনাফা পরিমান বের করার নির্দেশনা দিন।

মাসিক আয়	মাসিক ব্যয়	
৫০, ০০০ টাকা	খাজনা	
	মজুরি	
	সুদসহ পরিশোধ	
	অন্যান্য উপকরণের ব্যয়	
	মোট ব্যয়	১৭,৭৫০ টাকা

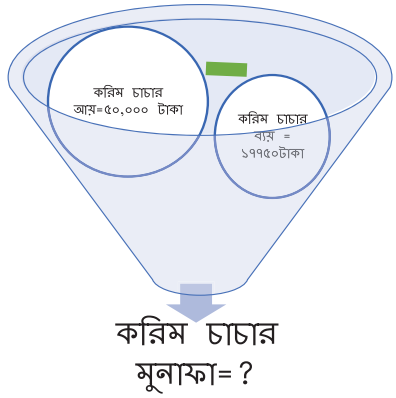

- এরপর দুটি চিত্র দেখিয়ে দুজন ব্যক্তির আয়ের বিবরণ পড়ে উৎপাদনের উপাদানগুলো নির্ণয় করে ছকে লিখতে বলুন।

আয়েশা সুলতানার উৎপাদনের উপাদান	রমজান মিয়ার উৎপাদনের উপাদান

- শিক্ষার্থীদের উৎপাদনের উপাদান ও আয় বৈষম্য বুঝিয়ে দিন।

সেশন ১০-১১

সেশন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

- শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত ছবি থেকে পচনশীল ও অপচনশীল পণ্যের ছক করতে বলুন।

পচনশীল পণ্য	অপচনশীল পণ্য

- শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পাঠের অংশটুকু পড়তে বলুন।

- শিক্ষার্থীদের নিকটস্থ কোনো মুদির দোকান বা বাজারের ব্যবসায়ীর কাছে প্রশ্ন করে পচনশীল ও অপচনশীল পণ্য সংরক্ষণের ছকটি পূরণ করার নির্দেশ দিন। এই কাজটি শিক্ষার্থীরা বাড়ির কাজ হিসেবে করে নিয়ে আসবে।

পচনশীল পণ্য সংরক্ষণের উপায়

পচনশীল পণ্য	কত দিনের জন্য সংরক্ষণ	সংরক্ষণের উপায়

পচনশীল পণ্য সংরক্ষণের উপায়

পচনশীল পণ্য	কত দিনের জন্য সংরক্ষণ	সংরক্ষণের উপায়

সেশন ১২

সেশন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

- শিক্ষার্থীদের পূর্বের মতো ৫-৬ জনের দল গঠন করতে বলুন।
- দলগত আলোচনার মাধ্যমে নিচের ছকটি পূরণ করতে বলুন।

পণ্য	সম্ভাব্য ভোক্তা
চকলেট	
চুড়ি	
চশমা	
পোশাক	
নোটখাতা	
মাছ ধরার উপকরণ	

থিম ২: বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতি অনুসরণ করে কোনো কারখানা বা খামারের উৎপাদন প্রক্রিয়া ও আয় বণ্টন প্রক্রিয়া সমতার নীতির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ

সেশন ১৩-১৪

সেশন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়:

- এরপর শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের ছবি দেখিয়ে পুরুষ নির্মাণকর্মী ও নারী নির্মাণকর্মীর গল্পটি পড়ে শোনান।
- শিক্ষার্থীদের গল্পের মধ্য দিয়ে সমতার নীতি বুঝিয়ে দিন।
- শিক্ষার্থীদের এবার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান পদ্ধতিতে কোনো কারখানার মালিক বা উদ্যোক্তার কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন।
- কারখানায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতি সংগ্রহ করুন । শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বোচ্চ যত্নসহকারে দেখুন। প্রয়োজনে এলাকার বিশিষ্টজন বা অন্যান্য শিক্ষকের সহায়তা নিন।
- খামার বা কারখানায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা না গেলে মালিক বা উদ্যোক্তাকে শ্রেণিকক্ষে আসার জন্য অনুরোধ করুন।
- শিক্ষার্থীরা কৃষি/মৎস খামার বা শিল্প কারখানার মালিক বা উদ্যোক্তাকে প্রশ্ন করে তথ্য সংগ্রহ করবে। এজন্য তাদের পণ্য উৎপাদন সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন তৈরি করতে বলুন।

সেশন ১৫-১৭

সেশন পরিচালনায় শিক্ষকের করণীয়

- উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ হয়ে গেলে শিক্ষার্থীদের ৫ থেকে ৬ জনের দল গঠন করতে বলুন। দলে আলোচনা করে তারা প্রশ্ন থেকে প্রাপ্ত তথ্য সমতার নীতির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করার নির্দেশনা দিন।

- দলে ঘুরে ঘুরে তাদের কাজ দেখুন। লক্ষ্য রাখবেন, শিক্ষার্থীরা নারী ও পুরুষভেদে সমতার নীতিতে উৎপাদন উপাদান, আয় ও বণ্টন, পণ্য সংরক্ষণ এবং ভোগের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ পাচ্ছে কীনা তা দলের আলোচনায় তুলে ধরতে পারছে কী না।

- উৎপাদন প্রক্রিয়ায় নারী ও পুরুষের অংশগ্রহণে কোনো বৈষম্য আছে কীনা তাও নির্ধারণ করতে বলবেন। যদি থাকে সমতার নীতিতে তা বিশ্লেষণ করে দলগতভাবে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিতে বলুন।

- সবশেষে তাদের ফলাফল ও সিদ্ধান্ত পোস্টার পেপার/পাওয়ার পয়েন্ট ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে 'উৎপাদন ও সমতার নীতি' শীর্ষক সেমিনার আয়োজন করে উপস্থাপন করতে বলুন।

শরণার্থী: ১৯৭১

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী এবং তাদের স্থানীয় দোসরদের নৃশংসতার হাত থেকে রক্ষা পেতে এদেশের মানুষ বিভিন্ন পথে শরণার্থী হিসেবে ভারতে আশ্রয় নেয়। ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন প্রায় ১০ মিলিয়ন (এক কোটি) শরণার্থীকে আশ্রয়, খাদ্য ও চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করে।

২০২৪ শিক্ষাবর্ষ

৭ম শ্রেণি

শিক্ষক সহায়িকা

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার জন্য যোগ্যতা অর্জন করো

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

একতাই বল

তথ্য, সেবা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিকারের জন্য '৩৩৩' কলসেন্টারে ফোন করুন

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে ১০৯ নম্বর-এ (টোল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন

শিক্ষা মন্ত্রণালয়

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য